নরনারীজন্মতত্ত্ব।

(কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকাশক্তির মানবেচ্ছাধীনতা)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

——:০০:——

গ্রন্থকর্ত্তার অনুমত্যনুসারে

শ্রীরমানাথ মিত্র কর্ত্তৃক

সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

---

২৯ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রেস।

মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা

মুদ্রিত

কলিকাতা।

সন ১৩১০ সাল।

TO THE AUTHOR

BY

THE TRANSLATOR

WITH SINCERE REGARD AND GRATITUDE.

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০ঃ—

এই গ্রন্থ পাঠে যে পাঠক এবং পাঠিকাবর্গ বিশেষ উপকার লাভ করিবেন, তাহাই আমার স্থির বিশ্বাস। যদি পুত্র এবং কন্যা সন্তানোৎপত্তির কোন প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সেই নিয়ম পালনের উপায় আবিষ্কৃত হয়, সে আবিষ্কার যে সমুদয় জগতের ধনী দরিদ্র সকলেরই একটী মহালাভ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই নিয়মের আবিষ্কারই এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এরূপ আবিষ্কার অনেকের অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু এ পুস্তক পাঠে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা অসম্ভব নহে, কেবল মনুষ্যের যত্নসাপেক্ষ।

নানা প্রকৃত ঘটনা পরিদর্শনে এই গ্রন্থোক্ত মত প্রথম স্থির হয়। পরে অনেক পাশ্চাত্য সুবিখ্যাত গ্রন্থ এবং পাঠক বর্গের পত্রাদি হইতে এই মতের বৈজ্ঞানিক এবং অন্য নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদিগের দেশেও যে এ মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, আমার স্থির বিশ্বাস।

আমি স্বয়ং যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এ মত যে সত্যমূলক এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য, তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে যদিও প্রায় সমুদয় সংবাদ পত্র এবং অনেক সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি এ গ্রন্থের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন, অনেককে আবার গ্রন্থখানি না পড়িয়াই নানারূপ মতামত প্রকাশ

করিতে দেখা গিয়াছে। তাই পাঠকবর্গের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা পুস্তকখানি যত্ন সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। তাহার পর যদি কোন রূপ ভ্রম প্রমাদ ইহাতে দেখিতে পান, অথবা কোন কথার উপর তাঁহাদিগের সন্দেহ হয়, সে বিষয়ে অনুবাদককে পত্রদ্বারা বিদিত করিলে অনুবাদক আপনাকে অনুগৃহীত বিবেচনা করিবে। কারণ, এ বিষয়ের সম্যক আলোচনাই এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজ গ্রন্থকার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভরসা করি, আমাদিগের দেশের সত্যানুসন্ধিৎসু কৃতবিদ্য মহোদয়গণ দ্বারা এ গুরুতর এবং সর্ব্বজনহিতকর বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে আলোচিত হইবে।

সাধারণে যাহাতে এ গ্রন্থের সমুদয় অংশ ভালরূপ বুঝিতে পারেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য সরল ভাষায় ইহা লিখিত হইল। সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে, এই আশায় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এখন ইহা হইতে পাঠকবর্গ কথঞ্চিৎ উপকার লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

কুমারটুলি—কলিকাতা,
৮ই আষাঢ় ১৩১০। } অনুবাদক।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

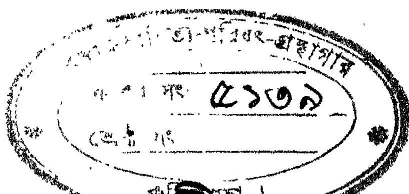
নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ক্রোড় অধ্যায়।





নরনারীজন্মতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ভূমিকা।

ত্রিশ বৎসরেরও অধিক হইল গ্রন্থকার সন্তান সন্ততি পরিবৃত হইয়া সংসারের প্রথম বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। প্রথমেই পর পর তাঁহার পাঁচটী কন্যা-সন্তান হওয়াতে পুত্রকামনা স্বভাবতঃ তাঁহার অন্তরে বলবতী হয়। তদবধি তিনি পুত্র এবং কন্যা-সন্তানোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে সমুৎসুক হয়েন এবং তদ্বিষয়ক প্রকৃত ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া এবং যে সকল ব্যক্তির কেবল মাত্র পুত্র বা কেবল মাত্র কন্যা সন্তান হইয়াছিল, তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সমূহ সম্যক পরিদর্শনের ফল স্বরূপ তাঁহার মত স্থির হয়। তাঁহার গৃহপালিত পশুগণেতেও তিনি সেই-মতের পরীক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে এই পুস্তকে লিখিত জীবোৎপত্তি বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়ম সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তিনি আপনার জীবনেও সেই মত প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং তাহার ফল স্বরূপ তিনটী পুত্র এবং একটী কন্যা সন্তান লাভ করিয়াছেন।

এই মতাবলম্বনে সকলের যে একই ফল লাভ হইবে এরূপ বলা যায় না। আমাদিগের শরীর তত্ত্ব এরূপ জটিল এবং ব্যক্তি ভেদে শারীরিক অবস্থা এরূপ ভিন্ন, যে সকলেই স্বীকার করিবেন, কোন দ্রব্য এক ব্যক্তির শরীরে বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও হয়ত অপরের শরীরে কোন কার্য্যেরই হয় না। বহুজনপরীক্ষিত অতি উৎকৃষ্ট ঔষধও এক পীড়ায়, একই অবস্থায়, ব্যক্তি ভেদে সময়ে সময়ে নিস্ফল হইতে দেখা যায়। গ্রন্থকর্ত্তার কথিত প্রাকৃতিক নিয়মও এই নিয়মের অধীন।

তবে এক ব্যক্তির জীবনের অল্প মাত্র পরিদর্শন দ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত সম্ভব, ততদূর এ মতটী যে সত্যমূলক তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিয়াছেন। বিষয়টী এরূপ যে অপরের নিকট হইতে ইহার জ্ঞানলাভ এবং তদ্দ্বারা কার্য্যতঃ ইহার নিশ্চয়তা প্রতি-পাদন অথবা ভ্রম সংশোধন আশাতীত। ইহার আলোচনা সমাজে অতি লজ্জাস্কর কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই, জনসাধারণ দ্বারা ইহার উত্তমরূপ পরীক্ষা হইতে পারে।

যদি পাঠকের নিজ জীবনে এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তিনি যেন অনুবাদকের দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তাকে তাহা জানান। * কিম্বা যদি এই মতানুসারী হইয়া কথিত ফল লাভ না করেন, তাহাও যেন তিনি তাঁহাকে লেখেন। পত্রে স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় থাকা আবশ্যক। এই উপায় অবলম্বন করিলে সত্য দৃঢ়ীভূত এবং শারীরিক অবস্থাভেদে অন্য

* প্রকাশকের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

আবশ্যক মতও প্রকৃত ঘটনাবলী হইতে স্থির হইতে পারে। এই সকল পত্র সযত্নে গৃহিত হইবে এবং সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইলেও, লেখকগণের নাম বা তাঁহাদিগের নির্দ্দেশক কোন কথা ব্যবহৃত হইবে না।

এরূপ একটী আবিষ্কৃত বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত করা যুক্তিসিদ্ধ কিনা, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। এক জগদীশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া যে সকল কার্য্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সেই সকল কার্য্যের কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইলে তাহাকে ঈশ্বরের নিন্দা এবং পাপকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করেন। পরমেশ্বরের নিয়ম পালন রূপ ধর্ম্মদ্বারা নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সাধনে স্থিরনিশ্চয় হওয়া অপেক্ষা, তিনি নিজ হস্তে তাঁহাদিগের জন্য সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ মনে করিয়া অধ্রুব ফল লাভের আশাই তাঁহারা শ্রেয়ঃ মনে করেন।

অজ্ঞান থাকিলেই যেখানে কোন গোল থাকে না, সেখানে জ্ঞানী হইতে যাওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য। অতএব অনাবশ্যক কাহারও স্থির বিশ্বাস ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে পরিশ্রমের জন্য মনুষ্যের জন্ম। তাহারা পরিশ্রম দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ইহাই পরমেশ্বরের নিয়ম। মনুষ্যের সকল পথই নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে পূর্ণ, কোনটীই সরল নহে। দৈনিক মুষ্টান্নও যথেষ্ট পরিশ্রম বিনা লাভ করা যায় না। এরূপ ক্লেশকর কণ্টকাবৃত এই জীবন-পথে ক্লেশের লাঘবতা সম্পাদক কোন সদুপায় উদ্ভূত হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের গ্রহণীয় এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

মনুষ্যজাতির মধ্যে কার্য্যভার পুরুষের উপর ন্যস্ত এবং এ ভার গ্রহণে তাহারাই উপযুক্ত। জীব-বৃদ্ধি সাধনই স্ত্রীজাতির কার্য্য। তাহারা

নানা ক্লেশ এবং যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করিবে; পুরুষগণ তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে, তাহাদিগের আশ্রয় অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যক বস্তু-সমূহের সংস্থান করিবে, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। পুরুষগণের কার্য্যে সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকের সাহায্য পাওয়া যায় বটে, তথাপি তাহা হইতে স্ত্রীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য সাধনে কোন বিঘ্ন বিপত্তিই সম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্যে বিধাতা মনুষ্যজাতিকে এতগুলি পরিবারে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং একটী পুরুষকে একটী করিয়া নারী প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃতিক বিভাগানুযায়ী এই পারিবারিক বিভাগ সংরক্ষণের জন্য কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক হওয়া আবশ্যক। কারণ, কন্যা অপেক্ষা পুত্রের উপর অধিক বিপদপাৎ সম্ভব। সুতরাং কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অধিক হইলে বিবাহযোগ্য বয়সে তাহারা সমসংখ্যক হইতে পারে। কিন্তু আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা তাহার বিপরীত। অর্দ্ধ শতাব্দ ধরিয়া স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমেরিকার অন্তবর্ত্তী ইউনাইটেড ষ্টেট্সের মানব সংখ্যা গণনায় জানা গিয়াছে, যে ঐ দেশের পূর্ব্ব এবং মধ্যভাগে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। এই দুই অংশের স্ত্রী এবং পুরুষের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া যাইল।

বিভাগ	১৮৭০ খ্রীঃ অব্দ পুরুষ	১৮৭০ খ্রীঃ অব্দ স্ত্রীলোক	১৮৭০ খ্রীঃ অব্দ অধিক স্ত্রীলোক	১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ পুরুষ	১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ স্ত্রীলোক	১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ অধিক স্ত্রীলোক
নিউহ্যাম্প-সায়ার ...	১,৫৫,৬৪০	১,৬২,৬৬০	৭,০২০	১,৭০,৫২৬	১,৭৬,৪৬৫	৫,৯৩৯
মেসাচুসেটস্ ...	৭,০৩,৭৭৯	৭,৫৩,৫৭২	৪৯,৭৯৩	৮,৫৮,৪৪০	৯,২৪,৬৪৫	৬৬,২০৫
কনেক্‌টিকট্ ...	২,৬৫,২৭০	২,৭২,১৮৪	৬,৯১৪	৩,০৫,৭৮২	৩,১৬,৯১৮	১১,১৩৬
রেডআইলাণ্ড...	১,০৪,৭৫৬	১,১২,৫৯৭	৭,৮৪১	১,৩৩,০৩০	১,৪৩,৫০১	১০,৪৭১
নিউ ইয়র্ক ...	২১,৬৩,২২৯	২২,১৯,৫৩০	৫৬,৩০১	২৫,০৫,৩২২	২৫,৭৭,৫৪৯	৭২,২২৭
পেন্সিলভেনিয়া ...	১৭,৫৮,৪৯৯	১৭,৬৩,৪৫২	৪,৯৫৩	২১,৩৬,৬৫৫	২১,৪৬,২৩৬	৯,৫৮১
নিউজারসি ...	৪,৪৪,৬৭২	৪,৫৬,৪২৪	৬,৭৫২	৫,৫৯,৯২২	৫,৭১,১৯৪	১১,২৭২
মেরিল্যাণ্ড ...	৩,৮৪,৯৮৪	৩,৯৫,৯১০	১০,৯৩৪	৪,৬২,১৮৭	৪,৭২ ৭৫৬	১০,৫৬৯
	৫৯,৮৫,৮২৯	৬১ ৩৬ ৩২৯	১,৫০,৪০৮	৭১,৩১,৮৬৪	৭৩,২৯ ২৬৪	১,৯৭ ৪০০

১০ বৎসরের বৃদ্ধি	সমস্ত লোকসংখ্যায়	অধিক স্ত্রীলোকের সংখ্যায়
মেসাচুসেটস্ বিভাগে ...	২২,৫ শতকরা	৩৩ শতকরা
নিউ ইয়র্ক „ ...	১৬ „	৩০ „
উল্লিখিত „ ...	১১ „	৩১ „

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের গণনায় দেখা যাইতেছে, যে আলিঘানি পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকের বিভাগ সমূহে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক তিন লক্ষ অধিক। ইহারা সকলেই বিবাহযোগ্যা, বা অল্পকাল মধ্যেই বিবাহযোগ্যা হইবে। ইহাদিগের ভবিষ্য জীবন কিরূপ শোচনীয়। কোথায় তাহারা স্ত্রীজাতির পরম সুখ স্বামীরত্ন লাভ করিয়া মনের আনন্দে সংসার যাত্রা

নির্ব্বাহ করিবে, পুত্র কন্যার সুধামাখা সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া জীবনের স্বার্থকতা লাভ করিবে; আর কোথায় সেই অভাগিনীগণের হৃদয়-বিদারক দুরবস্থা—স্বামী-পুত্র-সম্ভোগে বঞ্চিতা, নিরাশ্রিতা বন্ধুহীনা, অকূল জীবন-সমুদ্রে নিরাশায় কোথায় ভাসিতেছে! বৃথাই তাহাদিগের নারী জন্ম, জীবন দুর্ব্বহ ভার মাত্র! মৃত্যুই তাহাদিগের এক মাত্র আশা, দুঃখের বিরাম, সুখের আলয়। সেই আশাপানে তাহারা একাগ্র মনে চাহিয়া আছে। এ যন্ত্রণা তাহাদিগের কোন অপরাধে? কে তাহার উত্তর দিবে?

এই অবিবাহিতা অভাগিনী রমণীগণ সম্বন্ধে বহুদিনের এই পুরাতন কথাগুলি শুনিয়া পাঠক হাসিতে পারেন, ব্যঙ্গছলে মুখ বিকৃত করিতে পারেন। ইহাদের দুর্ভাগ্যে কে অশ্রুপাত করিবে? কিন্তু জগতে যত প্রকার অভাগা আছে, সকলের মধ্যে অনাথিনী অসহায়া একাকিনী এই রমণীগণই হৃদয়ের সহানুভূতি প্রাপ্তির সর্ব্বতোভাবে যোগ্যপাত্রী। বস্তুত অন্যথা কতই প্রকৃত শ্রীসম্পন্না নারী এইরূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছেন!

কোন বস্তু আবশ্যকের অধিক পাওয়া যাইলে মানবচক্ষে আর তাহার আদর থাকে না। মানব জগতেরও এই নিয়ম, জগতের সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই নিয়ম। আবশ্যক না হইলেও, যে বস্তু বহু ক্লেশে লাভ করা যায়, তাহাই অধিক মূল্যবান। ছিট ক্যালিকো বস্ত্রের দাম যখন অত্যন্ত অল্প ছিল, তখন ইহা কেবল দরিদ্র দিগেরই ব্যবহার্য্য বস্তু ছিল। কিন্তু গত গৃহযুদ্ধ কালে কার্পাসের মূল্য অধিক বর্দ্ধিত হওয়াতে এই বস্ত্রের মূল্যও দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন ইহা ধনীদিগের বহুমূল্য পরিচ্ছদ বলিয়া আদৃত হইতে লাগিল। তখন

ইহা কতই সুন্দর! যখন সকল বস্তুর সমাদরের ন্যূনতা বা আধিক্যের এই নিয়ম, তখন পুরুষগণ যদি অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যযুবতী তাহাদিগের দ্বিগুণ পরিমাণে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি পুরুষগণের কিরূপ ভাব কি রূপ ব্যবহার হওয়া সম্ভব? এরূপ অবস্থায় সংসারে পুরুষের অত্যধিক আত্মগরিমা এবং স্ত্রী-জাতির প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছল্যভাব কেন না হইবে? সদ্‌গুণসম্পন্না গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিনী স্ত্রীরত্ন লাভ যে পরম সৌভাগ্যের কথা এবং সেরূপ স্ত্রীর সুখসঙ্গ লাভ করিতে হইলে যে আপনারও সেইরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন নির্ম্মলচরিত্র হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কে একবার ভাবিয়াছে? বরং একথা নিতান্ত অর্থহীন বা অসঙ্গত বলিয়া অনে-কের বোধ হইতে পারে। আমি যেরূপ হই না কেন, বা যাহাই করি না কেন, স্ত্রীর সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন আবশ্যক নাই, এরূপ আত্মগরিমা অনেক ব্যক্তিরই আছে। কেনই বা না থাকিবে? স্ত্রী বহু পরিমাণে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের এ অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসারের পক্ষেও স্বামী ও স্ত্রীর এরূপ ভাব নানা অসুখের কারণ।

আজকাল বিদ্যার আলোকে আলোকিতা রমণীগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, পরমেশ্বর একই বস্তু হইতে পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। অএতব সকলেই সমান, কেহ কাহারও অধীন নহেন। যদি সংসারে পুরুষের এরূপ আত্মগরিমা হইল, এই সকল শিক্ষিতা নব্যসম্প্রদায়ের রমণীগণের সুখের আশা কোথায়? বিশেষে যে রমণীগণ বিনা সংগ্রামে অধীনতা স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগের কোন আশাই নাই। আবার দেশে এক নূতন প্রথা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছে যে, বরের সহিত পাত্রী সমশ্রেণীভুক্তা হইবার জন্য পাত্রী-

পক্ষ হইতে বিবাহ দিবসে কতকগুলি মুদ্রা যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। * পাত্রী কি দোষে যে নিম্নশ্রেণীভুক্তা হইলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা আমাদিগের সাধ্যাতীত। স্ত্রীলোকের আধিক্যই এই সকল কুপ্রথার কারণ।

এরূপ স্ত্রীলোকের আধিক্য যে কোন রূপেই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর নহে, বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আর সকলেই বোধ হয় স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, যে বিশেষ কোন সামাজিক এবং নৈতিক অবনতিরূপ পাপের ফল স্বরূপ এরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে অধিক স্ত্রীলোকগণের জন্ম হইতেছে এবং প্রতি বৎসরেই ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্যা সন্তানোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান এবং সেই কারণ দূর করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হইলে তাহা প্রকাশিত করা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর এক কথা, নিজ মনে সত্য বলিয়া স্থির হইলে কোন বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করা যায়। পাঠক যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার বিরোধী হইয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইবার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তার এইমাত্র অনুরোধ, যদি পুস্তক সমাপনান্তে ইহার মতের সহিত পাঠকের নিজ মতের ঐক্য না হয়, তিনি যেন নিজ মীমাংসার পূর্ব্বে এই মত আপনার জীবনে পরীক্ষা করেন। তাঁহার যেন এই বিশ্বাস থাকে, যে মঙ্গলসাধনোদ্দেশে গ্রন্থকর্ত্তা এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং ইহার মত যে সত্য, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

---

* আমাদের দেশের অবস্থাও পাঠক মহাশয় একবার স্মরণ করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষয়টীর আবশ্যকতা।

গ্রন্থখানি দেখিলেই মনে হইতে পারে, যে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়টী সামান্য স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনের বিষয় মাত্র। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা প্রত্যেক সমাজের এবং প্রত্যেক সভ্য দেশেরই আলোচ্য উপকারী বিষয়। এই হেতু পারিবারিক ভিন্ন ইহার সামাজিক আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বিশেষরূপে পাঠকবর্গকে বুঝাইবার জন্য বহু পরিশ্রমে দেশীয় লোকদিগের এই বিষয়ক পশ্চাল্লিখিত বিবরণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা প্রতি বৎসর কত অধিক হইতেছে এবং তাহার কারণ ও ফলই বা কি, স্পষ্ট দেখা যাইবে।

অনেকে বলেন, এই স্ত্রীলোকের আধিক্য কেবল দেশের পূর্ব্বাংশেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই অংশের বহু সংখ্যক লোকের পাশ্চাত্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ প্রদেশসমূহে উপনিবেশই এই আধিক্যের কারণ। কিন্তু পক্ষান্তরে এ কথা অকিঞ্চিৎকর কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ইহাও দেখিতে হইবে, যে নানাদেশ হইতে আটলান্টিক উপকূলস্থ প্রদেশসমূহে বহু সংখ্যক লোক আসিয়া বাস করিতেছে।

এই উপনিবেশই আবার ইউরোপীয় দেশ সমূহে স্ত্রীলোকের আধিক্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডের গতবারের গণনায় জানা গিয়াছে যে, ঐ দেশে এবং ওয়েল্‌সে অন্যূন পাঁচ লক্ষ অধিক স্ত্রীলোক আছে।

প্রসূতিগণের অল্পমাত্র পরিশ্রমেও অনিচ্ছা এবং অলস স্বভাব হেতু যে অধিক কন্যাসন্তানোৎপত্তির কারণ সমূহ উৎপন্ন হয়, জন্ম বিবরণী হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। কিন্তু এই বিবরণাবলী যেরূপ অসংলগ্ন এবং অসম্পূর্ণ, তাহাতে এ প্রমাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে বহুজনাকীর্ণ প্রধান প্রধান নগরের পরিচিত অধিবাসীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল স্থানের বহুকাল হইতে অবস্থিত পরিবারে দুই তিন পুরুষ এইরূপে আলস্য পরবশ হইয়া দিন যাপন করিলে তাহাদিগের পরপুরুষে সন্তানগণের মধ্যে, দুই কন্যায় একটী পুত্র, এরূপ জন্ম পরিমাণও অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। জন্মবিবরণাবলী মোটামুটী দেখিলে ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই সকল বিবরণীর সাহায্যেই অনেক স্থলে এ কথা সত্য বলিয়া স্থির হইতে পারে।

বহুজনাকীর্ণ নগরের অস্বাস্থ্যকর বায়ু অথবা তথাকার অধিবাসীগণের শক্তিহীন নির্জ্জীব অবস্থার অন্য কারণ সমূহ যে কন্যা সন্তানের আধিক্যের কারণ নহে, তাহাও এই সকল বিবরণীর সাহায্যে জানা যায়। পল্লীগ্রামেও দুই তিন পুরুষ বিনা পরিশ্রমে ও সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকদিগকেও কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় না, এরূপ সমৃদ্ধিশালী পরিবারে পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক দেখা যায়।

এইরূপ অলস এবং জড়জীবন হইতে, পেশী সমূহের কোমলতা এবং শিথিলতা আসিয়া পড়ে। শরীরের এইরূপ অবস্থাকে আমরা স্ত্রীত্ব

শব্দে অভিহিত করিলাম। এই অবস্থা হইতেই স্ত্রীজাতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির আধিক্যের আর একটী কারণ এই—সাধারণের বিশ্বাসের অনুমত হইলেও বিবরণাবলীতে দেখা যায় যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে, কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তানগণ অধিক সহজে রোগগ্রস্ত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং ভ্রূণাবস্থায়ও যে এইরূপ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়া নগরের পশ্চাল্লিখিত মৃতপ্রসূত সন্তানগণের তালিকায়, প্রথমোক্ত নগরে মৃতপ্রসূত বালক বালিকার পরিমাণ, ১০০০ বালকে ৬৮২ বালিকা এবং শেষোক্ত নগরে ১০০০ বালকে ৭১২ বালিকা দেখা যায়।

স্ত্রীজাতির আধিক্যের কারণ সম্বন্ধীয় এই দুইটী মতের প্রমাণ উদ্ভিদ জগতেও পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, বৃক্ষের বৃদ্ধি শক্তির হ্রাসকরী কৃষিপ্রণালী অবলম্বনে কোন এক বৃক্ষে কেবল মাত্র স্ত্রীকুসুম এবং সেই বৃক্ষে সার প্রদানে এবং বলকরী কৃষি প্রণালী অবলম্বনে পুরুষ কুসুম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, দুর্ব্বলতায় বৃক্ষের পুরুষোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়।

কতকগুলি আধুনিক মেরু প্রদেশ পর্য্যটকের একটী কথায় উল্লিখিত দ্বিতীয় মত বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। তথাকার কোন এক প্রকার লতার স্ত্রীজাতীয় লতা যে স্থানে দেখা যায়, তাহাদিগের পুরুষজাতি সে স্থান হইতে বহুক্রোশ উত্তরে দেখা গিয়াছিল। ইহাতে এই স্থির হইতেছে যে, স্ত্রীজাতীয় লতাসমূহ, জল বায়ু তাহাদিগের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এবং তাহাদিগের যেরূপ আবশ্যক তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেও সে সমস্ত সহ্য করিয়া এক রকমে জীবিত আছে। কিন্তু

পুরুষ জাতীয় লতা যদি কখনও তথায় একটী জন্মাইয়া থাকে, এই সকল কারণে কোন কালে শুষ্ক ও ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

নেলসন সিজার নামক এক ব্যক্তি ইহার এক প্রাকৃতিক কারণ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, স্ত্রীজাতি মাত্রেরই আপনার আবশ্যক মত খাদ্য অপেক্ষা অধিক খাদ্য সন্তানের জন্য নিজ দেহে সঞ্চিত করিয়া রাখিবার একটি ক্ষমতা আছে। অভাব পড়িলে, বিশেষে ইহাতে সন্তানের আবশ্যক না থাকিলে, এই অধিক খাদ্য তাহাদিগের আপনার বল এবং জীবনী শক্তির বৃদ্ধি করে।

অনেক ফল অতি কচি অবস্থাতেই বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়িতে দেখা যায়। উদ্ভিদ্‌গণ এইরূপে যে সকল ফলের পুষ্টি সাধনে অক্ষম তাহাদিগকে প্রথম হইতেই নিপাতিত করে। ইহা একটি প্রাকৃতিক প্রধান নিয়ম। এই নিয়মাধীনে উদ্ভিদ্‌গণ যেরূপ ফলের লালন কার্য্যে অক্ষম হইলে মুকুল অবস্থাতেই তাহার লালন বিষয়ে বিরত হয়, জীবজগতে দুর্ব্বল প্রসূতিগণের কার্য্যও সেইরূপ।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের গণনায় যে অধিক স্ত্রীলোক দেখান হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও অধিক স্ত্রীলোকের বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে। পূর্ব্ব লিখিত 'স্ত্রীত্ব' অবস্থা হেতু অল্পসংখ্যক বালকের জন্ম, বিশেষে তৎকারণবশতঃই শৈশবে অধিক সংখ্যক বালকের মৃত্যু যে এতগুলি বিবাহযোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা অধিক স্ত্রীলোক হইবার কারণ, তাহার প্রমাণার্থ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত জন্ম এবং মৃত্যুতালিকা এই অধ্যায়ে দেওয়া হইল। জন্মতালিকায় আধুনা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জন্মবৎসরও দেখান হইয়াছে। এই তালিকাসমূহ হইতেই আমার সকল মত এবং প্রমাণ একরূপ সিদ্ধান্ত।

আমাদিগের গৃহযুদ্ধের পূর্ব্বে যে বিবরণীসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল,

সেইগুলি সকল বিষয়েই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এবং অবলম্বনীয়। তাহার পরবর্ত্তী বিবরণাবলী অসম্পূর্ণ। দেখা গিয়াছে, ঐ যুদ্ধের পর সকল বিষয় কার্য্যের অনিয়শ্চতা এবং সমাজের নানা বিশৃঙ্খলতা হেতু বিবাহ সম্বন্ধ ততদূর সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং তখনকার জন্মসংখ্যাও অত্যন্ত কম। ইহা ভিন্ন যুদ্ধের পর বিদেশী লোকদিগের উপনিবেশে কেবল মাত্র স্বদেশবাসীগণের পৃথক জন্মবিবরণী পাওয়া একরূপ অসম্ভব।

মেসাচুসেট্স্ প্রদেশের জন্মবিবরণী।

	১৮৪৯	১৮৫০	১৮৫১	১৮৫২	১৮৫৩	১৮৫৪
বালক ...	১৩,৩২৯	১৪,১৩৭	১৪,৯৪৯	১৫,২৪৬	১৫,৭৯৮	১৬,৩৫২
বালিকা ...	১২,২৬৩	১৩,৩৯২	১৩,৬১৩	১৪,৪৩২	১৪,৯৬৫	১৫,৪৬১
জন্ম পরিমাণ						
বালক ...	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০
বালিকা ...	৯২০	৯৪৭	৯১১	৯৪৭	৯৪৭	৯৪৬

এক বৎসরের মাত্র জন্ম তালিকা এই প্রদেশের প্রত্যেক বিভাগানুসারে নিম্নে দেওয়া গেল। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দই গৃহীত হইল; কারণ, এই বৎসর দেখিলে প্রতি বৎসরের একরূপ মোটামুটি জন্মসংখ্যা স্থির করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রসূতিগণের জন্মস্থানও (আমেরিকা কিম্বা বিদেশ) দেখান হইয়াছে।

মেসাচুসেটস্‌প্রদেশের বিভাগ সমূহ।	জন্মসংখ্যা		প্রসূতিগণের জন্মস্থান।	
	বালক	বালিকা	আমেরিকা	বিদেশ
বার্ণষ্টের ...	৩৯৯	৩৮৪	৬৯২	৮৬
বার্ক সায়ার ..	৫৯২	৬১২	৭৮২	৩৮৪
ব্রিষ্টল ...	১,০৯০	১,০৯৬	১,৩৯৫	৭৬৮
ডিউক্‌স ...	৫৬	৩৭	৮৩	৪
এসেক্স ...	২,১৭৩	২,০৩৮	২,৫৮১	১,৩৫৫
ফ্র্যাঙ্কলিন ...	৪১৬	৩৩৩	৫১৪	১০৫
হ্যাম্পডেন্‌ ...	৭৫৯	৭০৯	৭৯৩	৫৫৭
হ্যাম্পসায়ার ...	৪৪৮	৪২১	৫৮৫	২৩৭
মিড্ডিল্‌ সেক্স ...	২,৮৪১	২,৬৬১	২,৭৯১	২,৪৬৭
ন্যানটকেট ...	৬২	৫৬	১১২	১০
নরফোক্‌ ...	১,৪৮৯	১,৪৭১	১,৪৯৩	১,৪১৪
প্লাই মাউথ ...	৭৬৯	৮২২	১,২১১	৩১৮
সফোক ...	৩,১৩৭	২,৮৯৯	১,৯৩৪	৩,৯৪৯
উরসেসটার ...	২,১২১	১,৯৩০	২,২০৭	১,৫১৩
মোট	১৬,৩৫২	১৫,৪৬৯	১৭,১৭৩	১৩ ১৬৩

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, উল্লিখিত তালিকার বিদেশিনী প্রসূতিগণ প্রায়ই শ্রমজীবিশ্রেণীভুক্তা। স্বদেশবাসিনীগণের মধ্যে যদিও অধিকাংশ ঐ শ্রেণীভুক্তা, তথাপি বিদেশীয়া রমণীগণ অধিকতর ক্লেশে এবং পরিশ্রমে দৈনিক আহার অর্জ্জন করে। ইহাদিগকে পৃথক শ্রেণীভুক্তা করিলে দেখা যায়, যে অপেক্ষাকৃত অলস এবং সচ্ছন্দভোগী নারীগণ অপেক্ষা ইহাদিগের পুত্রসন্তান অধিক। বিবরণীসমূহ হইতে ইহার প্রমাণ স্পষ্টতঃ পাওয়া না যাইলেও বিবরণীসমূহের সাহায্যে প্রমাণ হইতেছে। যেমন, সমস্ত প্রদেশের জন্ম পরিমাণ মোটের উপর দেখান হইয়াছে, প্রত্যেক ১,০০০ বালকে

৯৪৬ বালিকা। এই প্রদেশের যে ২৬টী প্রধান প্রধান নগরে জন্মসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাদিগের মধ্যে ১৩টীতে বিদেশিনী স্ত্রীলোক অধিক সংখ্যক। সেই সকল নগরের স্ত্রীলোকদিগের পরিমাণ, প্রত্যেক ১,০০০ স্বদেশিনী স্ত্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক ১৮৪৩। তথায় জন্মপরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯৫০ বালিকা। নগরগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

নগরের নাম	জন্মসংখ্যা		প্রসূতিগণের জন্মস্থান।	
	বালক	বালিকা	আমেরিকা	বিদেশ
কেমব্রিজ ...	৩৩৬	৩৩১	২৩০	৪২০
লাওয়েল ..	৫৬৪	৫২১	৪৬০	৫৮০
রক্সবেরি ..	২৮৩	২৭০	১৮০	৩৬৮
উরসেসটার ..	৩৫৪	৩৮৮	৩৩৩	৪০৮
লরেন্স ...	২৫২	২৩১	১৫৯	৩১৯
ফলরিভার ...	১৫৭	১৫৫	৯৫	২১৬
ডরচেষ্টার ...	১৯৬	১৭৪	১৭৪	১৮০
চিকোপি ...	১৫৬	১১৯	১০৬	১৬৭
মিলফোর্ড ...	১৩৯	১৪৭	৯৮	১৮৭
লি	৫০	৫৫	৫০	৫৪
টনটন্	১৭৩	১৯০	১৫০	২০৯
স্যালেম্ ...	২৭০	২৫৬	১২০	২৪৪
বস্টন্ ...	২,৯৪৫	২,৭৪২	১,৭২৫	৩,৮০৬
মোট	৫,৮৭৫	৫,৫৮১	৩৮৮৩	৭,১৫৮

অন্য ১৩টী নগরে স্বদেশিনী স্ত্রীলোক অধিক, প্রত্যেক ১,০০০ স্বদেশিনী স্ত্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক ৫৫০ জন মাত্র। সেই সকল নগরের জন্ম পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯৭৫ বালিকা। সেই নগর গুলি এই :—

নগরের নাম	জন্মসংখ্যা		প্রসূতিগণের জন্মস্থান	
	বালক	বালিকা	আমেরিকা	বিদেশ
চার্লস টাউন ...	৩৯০	৬৮১	৪২৮	৩৩৮
নিউবেডফোর্ড ...	২৪৮	২৪৪	৩৬৪	১১৯
লিন	২৫৫	২৫৬	৩৪৮	১৫৪
নিউ বেরিপোর্ট ..	১৫৮	১৪৭	২৩২	৭৩
স্প্রিংফিলড্ ...	২২১	২০১	২২৫	১৬১
চেলসিয়া	১৭৬	১৮২	১৮৭	১৩৪
ড্যান্ভার্স ...	১৭৫	১৩২	১৭৪	১৩১
গ্লসেসটার ...	১৪৮	১৫৯	২৩৩	৭২
হেভারহিল ...	১০৫	১২৬	১৬৯	৫৮
অ্যাড্যাম্‌স্ ...	৮৪	৯৮	১২৫	৫৫
গ্রেটব্যারিংটন...	৪০	৪৭	৬৪	২২
পিটস ফিলড	১১৭	১২৩	১২২	১১২
নর্দাম্পটন্ ...	১০২	১০৭	১১২	৯৩
মোট	২,২১৯	২,২৬৩	২,৭৭৩	১,৫২২

এ বিষয়ের আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত তালিকার নিউবেডফোর্ড, নিউবেরিপোর্ট, গ্লসেষ্টার, হেভারহিল, অ্যাড্যাম্‌স্, এবং গ্রেট ব্যারিংটন্, এই ছয়টী নগরে স্বদেশিনী স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; প্রতি ১,০০০ স্বদেশিনী স্ত্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক ৩৩৬টী মাত্র। এই কয় নগরের জন্মপরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ১,০৪৯ বালিকা। আর ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তালিকার যে চারিটী নগরে প্রতি ১,০০০ স্বদেশিনী স্ত্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক ২,১২০, তথায় জন্মপরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯০৩টী মাত্র বালিকা।

এই অধিক পুত্রের জন্ম যে বিদেশীগণের কোন জাতিগত লক্ষণের ফল নহে, তাহার প্রমাণ এই :—ঐ ২৬টী নগর ভিন্ন এ দেশের

সকল পল্লীগ্রামেই শ্রমোপজীবি লোক বাস করে এবং সেই সকল স্থানে বিদেশের স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অনেক কম—১,০০০ স্বদেশবাসিনী স্ত্রীলোকে ৪২৬টী মাত্র বিদেশিনী। তথাপি সেই সকল স্থানে বালকের সংখ্যাই অধিক। সেই সকল স্থানের জন্মপরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯৩৫ টী মাত্র বালিকা।

নিউইয়র্কে সম্প্রতি যে সমস্ত বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছে, সেইগুলি ভিন্ন আর সকলগুলিই অসম্পূর্ণ। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের বিবরণীতে সমস্ত বৎসরের জন্মসংখ্যা ৫৮৭৭ দেখান হইয়াছে। কিন্তু আবার সেই বৎসরে সেই সকল বিবরণী অনুসারে মৃত্যুসংখ্যা ২৫,৬৪৫। রেজিষ্ট্রার নিজ পত্রে সেই বৎসরের জন্মসংখ্যা ৩২,০০০ দেখাইতেছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিবরণীসমূহে দর্শিত জন্মসংখ্যা মোট জন্মসংখ্যার একপঞ্চমাংশেরও কম। এই সামান্য অংশ হইতে কোন মত বা প্রমাণ স্থির হইলে তাহা সাধারণের গ্রহণীয় না হইতেও পারে। যাহা হউক, বিবরণাবলীতে দর্শিত জন্মসংখ্যার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৩,০৫৯ এবং বালিকার সংখ্যা ২,৮১৮—কিম্বা পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯২১ বালিকা। মেসাচুসেট্সের শ্রমোপজীবিগণ অপেক্ষা এস্থানে বালিকার সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু মেসাচুসেট্সের বিবরণীর ন্যায় এ বিবরণীতে প্রসূতিগণের জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নাই।

এই বালক বালিকাগণের পিতমাতা কোন জাতীয় এবং কিরূপে দিন যাপন করেন, সেই সকল বিষয় জানিবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞামত অনুসারে রাজকার্য্যালয়ের কাগজ পত্রাদি দেখিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই বালক বালিকাগণ জর্ম্মণজাতীয়। জর্ম্মণগণ এই বিবরণাবলীর আবশ্যকতা ও উপকারিতা ভালরূপ বুঝেন। সেই কারণে জর্ম্মণ-সন্তানগণের জন্মবিবরণী এরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে।

বিশেষে নাম হস্তলিপি অশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা হইতে, আয়র্লণ্ডীয় লোকদিগের এবং সহরের কতকগুলি পত্র ভিন্ন, এতৎসম্বন্ধীয় প্রায় সকল পত্রই যে জর্ম্মণজাতীয়দিগের, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ, যে কেবল বিদেশী অধিবাসীগণের বালক বালিকার জন্মসংখ্যা নিউইয়র্কের জন্মবিবরণীতে দেখান হইয়াছে।

এদেশের অপর এক স্থান ফিলাডেলফিয়া নগরেরও ২০ বিশ বৎসর পূর্ব্বের এক জন্মবিবরণী পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে যে সার্দ্ধচারি বৎসরের জন্মসংখ্যা দেওয়া আছে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বৎসর	বালক	বালিকা	প্রত্যেক ১,০০০ বালকে বালিকার পরিমাণ
১৮৬০ (ছয়মাস)	৪,৪২৬	৪,০০৮	৯০৬
১৮৬১	৯,০০৮	৮,২৬১	৯১৭
১৮৬২	৭,৬০৯	৭,১৩২	৯৩৭
১৮৬৩	৮,০৪২	৭,২৫১	৯০২
১৮৬৪	৮,২৩৭	৭,৩৫৪	৮৯৩
মোট	৩৭,৩২২	৩৪,০০৮	মোটের উপর ৯১১

ইহাতেও প্রসূতিগণের জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু সেই সময়ের বিবাহের বিবরণীসমূহ হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রত্যেক ১,০০০ স্বদেশিনী স্ত্রীলোকে ৭০০ বা ৮০০ বিদেশিনী স্ত্রীলোক তথায় বাস করেন। এই পরিমাণ মেসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের সহিত প্রায় সমান। কিন্তু সমস্ত মেসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের সহিত তুলনায় এস্থানে কন্যা সন্তানের

পরিমাণ অনেক কম। তবে মেসাচুসেটস্ প্রদেশের যে চারিটী নগরে বিদেশিনী স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাদিগের সহিত এই পরিমাণ প্রায় সমান। বিদেশের অপেক্ষা স্বদেশের স্ত্রীলোক এত অধিক পরিমাণে থাকিলেও যে কন্যা সন্তানের সংখ্যা এস্থানে এত কম, তাহার কারণ এই যে, ফিলাডেলফিয়া নগর ইহার সমশ্রেণীভুক্ত সকল প্রধান প্রধান নগর অপেক্ষা অনেকটা পল্লীগ্রামের ন্যায় এবং এই স্থানের প্রায় সকল পরিবারেই স্ত্রীলোকগণ আপন আপন গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যও ভাল এবং শারীরিক বলও যথেষ্ট।

সকল স্থানের এবং সকল জাতির বিবরণাবলী একত্রিত করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, কন্যা অপেক্ষা অধিক পুত্রের জন্মই স্বাভাবিক। কেবল কতকগুলি বিশেষ স্থানীয় কারণ বশতঃ স্থানে স্থানে কন্যা সন্তানের আধিক্য হইয়া থাকে। অত্যন্ত অলসতা হেতু অর্থাৎ অল্প পরিশ্রমেও কাতরতা, সংসারের কোন কর্ম্ম না করিয়া পশম সুচি পুস্তক প্রভৃতি লইয়া শুইয়া বসিয়া থাকা, প্রভৃতি কারণে পেশী সমূহের শিথিলতা দৌর্ব্বল্য ও নানারূপ পীড়া উপস্থিত হয়। শরীরের এরূপ অবস্থায় পুত্রজন্মপ্রদান-শক্তি নষ্ট হয়। যদি এরূপ নারীগণের পুত্র হয় সে সন্তান প্রায়ই অতি নির্জীব এবং অসুস্থ হইয়া থাকে।

প্রসূতিগণের এরূপ দুর্ব্বলতা এবং অসুস্থতা তিন রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থাভেদে লক্ষণসমূহ নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় অতি শৈশবে দৌর্ব্বল্য এবং ক্ষয়কারী পীড়াসমূহে অধিক সংখ্যক বালকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বালিকা অপেক্ষা বালকগণ অধিক সহজে রোগ-গ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয়। এই অবস্থায় মৃতপ্রসূত সন্তানগণের মধ্যে বালকের সংখ্যা অধিক হয়।

তৃতীয়। এই অবস্থায় পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থা রাজ্যের বিবরণাবলীর সাহায্যে পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

পরপৃষ্ঠায় মৃতপ্রসূত সন্তানগণের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থার ফল দেখান হইয়াছে। নিউইয়র্ক নগরে ইহার তিন বৎসরের মোট পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৬৮৩ বালিকা এবং ফিলাডেলফিয়ার সার্দ্ধচারি বৎসরে প্রতি ১,০০০ বালকে ৭১২ বালিকা। এখন শিশুগণের মৃত্যু-তালিকার সাহায্যে প্রথম অবস্থা দেখা যাউক।

নিউ ইয়র্ক নগরের দুই বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুগণের ১৮৫৬ হইতে ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত নয় বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল। ইহাতে শরীরের কোন যন্ত্রের পীড়ায় কত বালক এবং বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে সহজেই জানা যাইবে।

পাঠক এই মৃত্যুবিবরণী মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। এই বিবরণী নানারূপে বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে। শৈশবে পুত্রসন্তানগণের পক্ষে কোন পীড়া কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠে, তাহাও এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে।

প্রথম। মৃতপ্রসূত সন্তান—ইহাদের তিন বৎসরের সংখ্যায় দেখা যাইতেছে, এরূপ মৃত্যুর পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ক্রমান্বয়ে ৬৩, ৬৬, ৭৫ বালিকা।

দ্বিতীয়। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু সম্বন্ধীয় পীড়াসমূহ—এই সকল পীড়া বালকগণের পক্ষে অধিকতর ভয়ের বিষয়। এই সকল পীড়ার মৃত্যু-পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৮২ বালিকা।

তৃতীয়। দুর্ব্বল ক্ষয়কারী পীড়াসমূহ—মৃত্যু-পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৮৫ বালিকা।

চতুর্থ। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের পীড়াসমূহ—এই সকল পীড়া চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত করা হইল, কারণ উপরিলিখিত পীড়া সমূহের ন্যায় এ সকল পীড়া ততদূর সাংঘাতিক নহে। এই সকল পীড়ায় মৃত্যুর পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৮৫ বালিকা।

পঞ্চম। পরিপাক যন্ত্রের পীড়া সমূহ—এই সকল পীড়া বালক এবং বালিকা উভয়ের পক্ষেই সমান সাংঘাতিক। ইহাদের মৃত্যু-পরিমাণ মোট জন্মপরিমাণের সহিত প্রায় সমান, অর্থাৎ প্রতি ১০০ বালকে ৯৫ বালিকা।

কোন্ কোন্ পীড়া বালকগণের পক্ষে এবং কোন্ কোন্ পীড়া বালিকাগণের পক্ষে অধিক সাংঘাতিক, তাহাতেও আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। উদরিতে অধিক বালক এবং ঘুংড়ি-কাশিতে অধিক বালিকার মৃত্যু হয়। মৃত্যুসংখ্যার স্বল্পতা হেতু

অনাবশ্যক বোধে একটী পীড়ার মৃত্যুসংখ্যা উল্লিখিত বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তথাপি স্ত্রী এবং পুরুষভেদে জাতিবিশেষে কতকগুলি পীড়া কিরূপ সাংঘাতিক হয়, তাহা দেখাইবার জন্য এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। এই পীড়ার নাম পাণ্ডুরোগ। ইহার নয় বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা এইরূপ :—

	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	মোট
বালক ...	১৮	১৪	১৪	১১	৭	...	৮	১০	১১	৯৩
বালিকা ...	৬	৯	৭	৬	৩	...	৫	৮	৪	৪৮

ফিলাডেলফিয়া নগরের সার্দ্ধ চারি বৎসরের মৃত্যু তালিকায়ও বালিকা অপেক্ষা অধিক বালকের মৃত্যু প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ তালিকা অসম্পূর্ণ। যেখানে স্ত্রী এবং পুরুষের বিভাগ করা হইয়াছে, সেখানে বয়স অনুসারে কোন বিভাগ নাই—নবপ্রসূত শিশু হইতে বিংশতি বৎসরের যুবা পর্য্যন্ত এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে; আবার যেখানে বয়স অনুসারে বিভাগ আছে, সেখানে স্ত্রী এবং পুরুষ পৃথকরূপে দর্শিত হয় নাই।

অসম্পূর্ণ হইলেও এই তালিকা এস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহা হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ওলাউঠা, দেহক্ষয় প্রভৃতি শিশুগণের পীড়ায় দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অপেক্ষা পুত্রের মৃত্যু অধিক হয়; দুই বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক এবং বালিকা উভয় জাতিরই মৃত্যুসংখ্যা সমান এবং ১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মৃত্যু স্ত্রীজাতির মধ্যেই কিছু অধিক হইয়া থাকে। পরপৃষ্ঠাগুলি পাঠকালে উল্লিখিত তালিকার এই বিষয়টী পাঠকের যেন স্মরণ থাকে। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে বসন্তরোগে যে ২০৭ মৃত্যু সংখ্যা দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৬৮ জনের বয়স দুই বৎরের অল্প। আরক্ত জ্বরে ২৪৪ মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে ৭৬ জন মাত্র দুই অথবা তন্ন্যূন বয়স্ক। আমাশয়ে ১৪০ মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে দুই অথবা তন্ন্যূন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ৭৮ এবং ওলাউঠায় ৬৪১ মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৬১৩।

শৈশব অবস্থায় বালিকা অপেক্ষা বালকগণ যে অধিক সহজে রোগগ্রস্ত হয়, তাহাও এই তালিকা হইতে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। প্রথমতঃ মৃতপ্রসূত সন্তানগণের পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৭১ বালিকা। দেহক্ষয় দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগগ্রস্ত নির্জ্জীব সন্তানগণের মৃত্যুপরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৮৭ বালিকা। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের পীড়াসমূহ বালিকাগণের পক্ষে অধিক সাংঘাতিক। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তালিকায় প্রদত্ত এই পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যুবক যুবতীও সন্নিবিষ্ট আছে। পত্রাদিতে দেখা যায় যে, এই সকল পীড়ায় দুই বৎসরের অধিক বয়স্ক পুত্রকন্যাগণের মৃত্যুসংখ্যাই অধিক। বিশেষ ক্ষয়কাশরোগে মৃত্যু ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই বয়স্কা স্ত্রীলোকগণের মধ্যে আবার এই পীড়ায় অধিক মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে, এই পীড়ায় যেমন অধিক বালিকার মৃত্যু হয়, তেমনই উপরিলিখিত অন্যান্য পীড়ায় কন্যা অপেক্ষা পুত্র প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। জন্মকালে যদিও পুত্রের সংখ্যা কন্যা অপেক্ষা প্রতি এক শততে পাঁচ কিম্বা সাত অধিক হয়, দশ বৎসর পরে এ পরিমাণের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তখন আবার বালিকার সংখ্যা বালক অপেক্ষা প্রতি এক শততে দশ হইতে পনের অধিক হয়। শেষে যখন মৃত্যুপরিমাণ উভয় পক্ষেই সমান হয়, তখন বালিকাদিগের মৃত্যুই অধিক সংখ্যায় দর্শিত হইয়া থাকে। নিউইয়র্ক নগরের ন্যায় এস্থলেও ঘুংড়ি কাশি বালিকাগণের পক্ষে অধিক সংঘাতিক এবং পাণ্ডুরোগ বালকগণের পক্ষে অধিক সাংঘাতিক। শেষোক্ত পীড়ায় মৃত্যুপরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৬৬ বালিকা।

দেখা যাইতেছে, আমাদিগের শরীরের সকল যন্ত্রই অল্প বা অধিক রোগের অধীন। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে মনোবৃত্তিসমূহের আধার স্বরূপ মস্তিষ্কই আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার। ইহার প্রভাবেই নরদেহধারী জীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহের অন্য সকল যন্ত্রই পশুশরীরে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রধান যন্ত্রই অন্য সকল যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক সহজে রোগাক্রান্ত হয়। শিশুগণের মস্তিষ্কীয় রোগে আক্রান্ত হইবার কারণ কেহ কেহ বলেন, শরীরের অপরাপর অংশের সহিত ইহার অপরিমিত বলের অসামঞ্জস্য। বরং এই যন্ত্রের অত্যন্ত কোমলতা এবং সমস্ত দেহমধ্যে যথা পরিমিত সমস্ত কার্য্যভার বহনে শক্তির অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ।

স্ত্রীলোকগণের এতদূর আধিক্যের কারণ নির্দ্ধারণ এবং জীবনের কিরূপ অবস্থায় অধিক কন্যাসন্তানের জন্ম হয় এবং সেই সকল অবস্থা-হেতু ও সেই সকল জন্মকারণ বশতঃই কিরূপে বালিকা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বালকের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার পর্য্যালোচনার জন্য এই অধ্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুর বিবরণাবলী দেওয়া যাইল। স্ত্রীলোকের আধিক্য কেবল ঐ সকল কারণের ফল। সমাজের কোন অমঙ্গল বিনাশের জন্য তাহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বদে-শবাসীগণের বিদেশে উপনিবেশ এ অমঙ্গলের অকিঞ্চিৎকর কারণ মাত্র। যতদিন ইহা প্রধান কারণ বলিয়া বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন এ অমঙ্গল বিনাশের কোন আশাই নাই।

যদি এ প্রমাণ ও মীমাংসায় পাঠক সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে অনুরোধ, তিনি যেন এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ নিরস হইলেও মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করেন। আর একবার মেসাচুসেট্‌সের বিবরণাবলী দেখা যাউক। আমাদিগের গণনার পক্ষে এই বিবরণী গুলি সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়।

যে তেরটী নগরে বালিকার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই কয়টী নগরের বালক বালিকার জন্মসংখ্যা হইতে সমস্ত মেসাচুসেট্‌স্ বিভাগের মোট পরিমাণ অনুসারে দুই বৎসরের বালক বালিকাগণের মৃত্যুসংখ্যা বাদ দিলে পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ১,০৪৫ বালিকা পাওয়া যায়। আর ঐ তালিকারই যে ছয়টী নগরে বালিকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহাদিগের জন্মসংখ্যা হইতে যদি উল্লি-খিত মৃত্যুপরিমাণ অনুসারে ঐ দুই বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ১১৪০ বালিকা হয়। কিন্তু ঐ দুই বৎসর পরে যে প্রকৃত পরিমাণ পাওয়া

গিয়াছে, তাহা উল্লিখিত গণিত পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক। যেখানে বালিকা এত অধিক, সেখানে বালকগণের মৃত্যুপরিমাণও মোট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। বস্তুতঃ এই সকল স্থানে বালকগণের প্রকৃত পরিমাণ গণিত পরিমাণ অপেক্ষা ১০০ বা ১৫০ কম। এ সকল ছাড়িয়া দিয়া যদি একটী মধ্যবর্ত্তী পরিমাণ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দুই বৎসরের শেষে প্রতি ১,০০০ বালকে ১১০০ বালিকা, এরূপ একটী পরিমাণও ধরা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক স্থানের বিবরণী অনুসারেও স্বামীও স্ত্রীর বয়সের ভিন্নতা ন্যূনসংখ্যায় পাঁচ বৎসর। বিবরণাবলী হইতে আমরা দেখিতে পাই, জন্ম হেতু মানবসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা তিন জন। এখন, ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে ভূমিষ্ঠ বালকগণের বয়স ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে ২৫ বৎসর হইবে এবং ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে যে সকল বালিকার জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত বিবাহযোগ্য হইবে। এই পাঁচ বৎসরে আবার ইহাদের সংখ্যা ৫ × ৩ = ১৫ জন করিয়া বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ২০ বৎসর বয়স্কা যুবতীসংখ্যার সহিত ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবকসংখ্যার তুলনায়, বিবাহের উপযুক্তা যুবতীগণের পরিমাণ প্রতি ১,০০০ যুবকে (১১০০ + ১১ × ১৫) ১২৬৫ হইবে। এই পাঁচ বৎসরে বালকগণের মৃত্যুসংখ্যাও ধরা উচিৎ। জীবনের এই সময়ে মৃত্যুপরিমাণ বৎসরে শতকরা একজন। তাহা হইলে পাঁচ বৎসরে ১,০০০ এর মধ্যে ৫০ জন বালকের মৃত্যু হইবে। এরূপ হইলে বিবাহযোগ্য স্ত্রী এবং পুরুষের পরিমাণ প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোক ১,৩৩৫ হইবে। স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের ভিন্নতা পাঁচ বৎসরের কম হইলে এই পরিমাণও কম এবং অধিক হইলে এ পরিমাণেরও বৃদ্ধি হইবে। দেশের এই

পূর্ব্ব অঞ্চলের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, অতি অল্পকাল মধ্যেই দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক তিনটী স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনকেও পুরুষের অভাবে অবিবাহিত অবস্থায় দিন যাপন করিতে হইতেছে। বিদেশে উপনিবেশ এই আধিক্যের কোন কারণই নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থা সমাজের পক্ষে অতি শোচনীয়।

মেসাচুসেট্‌সের এই তেরটী নগরের ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ২৫ বৎসরের যুবক এবং ২০ বৎসরের যুবতীগণের পূর্ব্বোল্লিখিত গণিত পরিমাণ দশ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের মানবসংখ্যা গণনায় ইহা প্রকৃত পরিমাণের সহিত প্রায় সমান হইয়াছে। এই গণনায় ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ৭৫,২১২ আর ২০ হইতে ২৫ বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৯,৫৮৯ দেখান হইয়াছে—পরিমাণ, প্রতি ১,০০০ পুরুষে ১,৩২৪ স্ত্রীলোক। সমস্ত প্রদেশের মোট পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯৪০ বালিকা। কিন্তু ১.০০০ বালকে ৯৭৫ বালিকা, এই পরিমাণ অনুসারে ঐ ১৩টী নগরের সমস্ত গণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের মানবসংখ্যা গণনায় যদি ঐ ১৩টী নগর পৃথক রূপে ধরা হইত, তাহা হইলে এই সকল নগরে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের পরিমাণ ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক প্রতি ১,০০০ পুরুষে ২০ হইতে ২৫ বৎসরের স্ত্রীলোক ১৩৭৩ দেখা যাইত।

এই গণনায় ঐ ১৩টী নগর হইতে বিদেশে উপনিবেশ কিছু-মাত্র ধরা হয় নাই এবং ইহার বিবরণও কিছু পাওয়া যায় না। পাঠক স্বীয় বিবেচনা মত যথাযুক্ত কিছু এই হেতু বাদ দিতে পারেন। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যেখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত অধিক, সেখানে তাহারা আবশ্যক মত অর্থ উপার্জ্জন করিতে

পারে না। সুতরাং তাহারাও পুরুষগণের ন্যায় যথেচ্ছায় অন্য স্থানে বাস করিতে পারে।

বিবেচক পাঠক ভালরূপই দেখিতে পাইবেন, যে দেশের এই শোচনীয় অবস্থার এখন আরম্ভ মাত্র। অতএব আলস্য বা বিলাসপরবশ হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধে অধিক কন্যাসন্তান প্রসব করা কোন প্রসূতিরই কোন রূপে কর্ত্তব্য নহে।

বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার নিউ ইয়র্কের বিবরণীতে জন্মসংখ্যা অতি অল্পই দেখান হইয়াছে। সুতরাং মৃত্যুতালিকা হইতে সেই নগরের স্ত্রী এবং পুরুষের আধুনিক পরিমাণ স্থির করা অসম্ভব। তথাপি এই জন্মবিবরণী হইতে স্থির করা যাইতে পারে যে, স্বদেশের স্ত্রীলোক-গণের আধিক্য হেতু যে ১৩টী নগরে কন্যাসন্তানের আধিক্য দেখা গিয়াছে, তাহাদিগের হইতে এ নগর স্বল্পই ভিন্ন।

ফিলাডেলফিয়া নগরের বিবরণী অতি অসম্পূর্ণ হওয়াতে প্রসূতি-গণের জাতি বিভাগ এবং সেই নগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর বিশেষ অবস্থানুসারে শিশুগণের মৃত্যুপরিমাণ স্থির করা বা ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর সহিত মৃত্যুর তুলনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তথাপি এই বিবরণী হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মেসাচুসেট্‌স্ বা নিউইয়র্ক অপেক্ষা এস্থানে বালকের পরিমাণ অধিক। পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯১১ বালিকা। সার্দ্ধ চারি বৎসরের ২০ বৎসর বয়সের নীচে মৃত্যুসংখ্যা ২০,৩৭৪ বালক এবং ১৮,০৫৩ বালিকা। ইহাদের মধ্যে ১৪,৮০০ দুইবৎসরের অধিক বয়স্ক। যদি এই মৃত্যু সংখ্যা সমভাগে বিভক্ত করিয়া উভয় জাতির মোট মৃত্যুসংখ্যা হইতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুই বা তন্ন্যূন বয়সের বালক বালিকাগণের মৃত্যুসংখ্যা, বালক ১৩,৩৩৪ এবং বালিকা ১০,৬৫৯ পাওয়া

যায়। এইরূপ মৃত্যুপরিমাণানুসারে দুই বৎসর পরে বালক বালিকার পরিমাণ এস্থানে প্রতি ১০০০ বালকে ৯৭৫ বালিকা হয়। পূর্ব্বে যেরূপ লেখা হইয়াছে সেই মত যদি ইহাদিগকে বিবাহ যোগ্য বলিয়া ধরা যায়, অর্থাৎ পুরুষগণ ২৫ বৎসর বয়স্ক এবং স্ত্রীলোকগণ ২০ বৎসর বয়স্কা, এবং যদি পূর্ব্বের ন্যায় জন্মহেতু স্ত্রীলোকগণের পাঁচ বৎসরের বৃদ্ধি শতকরা ১৫ জন হিসাবে ঐ সংখ্যাতে যোগ করা যায় এবং শতকরা ৫ জন হিসাবে মৃত্যুসংখ্যা ঐ সমষ্টি হইতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ২৫ বৎসরের পাত্র এবং ২০ বৎসরের পাত্রী, এইরূপ বিবাহ যোগ্য বয়সে প্রতি ১,০০০ পুরুষে ১১৮০ স্ত্রীলোক, এইরূপ পরিমাণই পাওয়া যাইবে।

বিবরণাবলী হইতে দেখা যাইতেছে, শরীরের যেরূপ দুর্ব্বলতায় নিউইয়র্ক কিম্বা মেসাচুসেট্‌স্ বিভাগের পুত্রসন্তানগণ অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়, ফিলাডেলফিয়ার প্রসূতিগণের দৈহিক অবস্থাও সেইরূপ। তবে এস্থানে সেই দৈহিক দুর্ব্বলতা এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাতে পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্যার জন্ম হইবে।

২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত মেসাচুসেট্‌সের গণনার ন্যায় ফিলাডেলফিয়ার ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ২৫ বৎসরের যুবক এবং ২০ বৎসরের যুবতীর পরিমাণ দশ বৎসর পূর্ব্বে গণিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের গণনায় ইহা সত্য বলিয়া কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। এ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এই বয়স্ক ব্যক্তিগণের সংখ্যা পৃথক রূপে বিবরণীতে দর্শিত হয় নাই। এই গণনায় ফিলাডেলফিয়া নগরের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ পুরুষ ৪,০৫,৭৯৫ এবং স্ত্রীলোক ৪,৪১,১৯৫ অথবা প্রতি ১,০০০ পুরুষে ১,০৮৬ স্ত্রীলোক এই পরিমাণ দেখান হইয়াছে।

১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে সংবাদপত্র সমূহে দেখা গিয়াছিল যে, গত গণনায় স্থির হইয়াছে, ঐ নগরে পুরুষ অপেক্ষা বিবাহযোগ্য স্ত্রীলোক ৩০,০০০ অধিক। যদিও ইহার প্রমাণ কিছুই নাই, তথাপি যদি ১৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকদিগকে বিবাহযোগ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রতি ১,০০০ পুরুষে ১,১১৫ স্ত্রীলোক, এই পরিমাণই পাওয়া যাইবে। আমার বোধ হয়, উল্লিখিত বয়সের পৃথক বিভাগ করিতে পারিলে স্ত্রীলোকগণের পরিমাণ এ পরিমাণ অপেক্ষা আরও কিছু অধিক হইত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কন্যা এবং পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস।

গ্রন্থকর্ত্তার নিজমত প্রকাশের পূর্ব্বে এই বিষয়ক সাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাধারণ বিশ্বাস এই, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, সেই ইচ্ছাময় পরমেশ্বর, যখন যেমন ইচ্ছা হয় সেইমত, গর্ভস্থ ভ্রূণশিশুকে স্ত্রী অথবা পুরুষ দেহ প্রদান করেন। এবিষয়ে সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। ভূমিকায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই মীমাংসাতেই অনেকের অনেক অনুসন্ধান এবং আলোচনার শেষ হইয়াছে। যদি আমরা সকলেই একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, আমাদিগের কোনরূপ আলোচনারই আর আবশ্যক হয় না। কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা শীরোধার্য্য করিয়া আমরা দেখাইতেছি, এই মীমাংসা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। এই পুস্তকের মত সত্য হউক বা না হউক, এ পুস্তক পাঠে পাঠক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, যে প্রকৃতির অন্য সকল কার্য্যের ন্যায় এ কার্য্যও পরমেশ্বরকৃত কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন।

যে বিষয়টী সহজে বোধগম্য না হয়, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে অক্ষম হইলেই মানুষ বিবেচনা করেন, পরমেশ্বর নিজহস্তে সেই বিষয় সমাধা করিতেছেন। কখন কখন প্রকৃতির কোন গূঢ় কার্য্যের অপরিজ্ঞাত নিয়ম আবিষ্কারের জন্য সোপান স্বরূপ কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী কারণ স্থির করিয়াই তিনি নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হয়েন এবং প্রকৃত নিয়ম নিরূ-

গণের পরিবর্ত্তে পরমেশ্বরের নিজহস্তে সেই কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহা সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার মহাশক্তির নিন্দা মাত্র। বিজ্ঞানবলে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এই সৌর জগৎ, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সৃষ্ট নিয়মাধীনে এরূপ সুশৃঙ্খলে চলিতেছে। তিনি এই সূর্য্য চন্দ্র তারকাদির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এক আকর্ষণী নিয়ম দ্বারা তাহাদিগকে আপন আপন কক্ষ মধ্যে অবিচলিত ভাবে চালাইতেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক উদ্ভিদে নিজ জাতির চিরস্থায়ীত্বের নিমিত্ত স্বরূপ উৎপাদনের একটী শক্তি দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে এবং সকল জীবকে একইরূপ একটী ধীশক্তি দিয়াছেন। সেই ধীশক্তির দ্বারা মনুষ্য এবং সকল জীবই কি আশ্চর্য্যরূপে আপনার আবশ্যক খাদ্য আহরণ এবং ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। তাঁহার কৌশলে কি এক চমৎকার নিয়মে সকল জীবদেহে খাদ্যসমূহ পরিপাক হইয়া শরীর সংরক্ষণ করিতেছে! তিনি এই জগতে জীবগণের সুখসচ্ছন্দের নিমিত্ত কত সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন! এই রূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইবার নিমিত্ত তিনি কত অসংখ্য আশ্চর্য্য নিয়ম করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কেবল যে সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন নিয়মই করিতে পারেন নাই এবং সেই অক্ষমতা বা অজ্ঞানতা হেতু এই অসংখ্য মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভূচর খেচর জলচর প্রাণীগণের সন্তান দিগের স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদ যে স্বেচ্ছামত নিজ হস্তে করিয়া থাকেন, এরূপ চিন্তা বাস্তবিকই তাঁহার মহাশক্তির নিন্দা মাত্র। এরূপ চিন্তা পাপ বলিয়া পরিগণিত না হইবার কোন কারণই নাই। ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাতা ইহার সমস্ত যন্ত্রই নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার কৌশলে চক্রাদি সমস্তই সুশৃঙ্খলে চলিতেছে, কেবল বাজিবার সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া বাজাইয়া যান,

এরূপ চিন্তা যেমন অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্দীপক, উল্লিখিত ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাও সেইরূপ।

ভূচর খেচর জলচর যত প্রকার জীব আছে, সে সকলের মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাঁহারা মনে করিতেও পারেন যে, কোন অমর আত্মা মানবদেহ ধারণ করিলে, তাহাকে স্ত্রী অথবা পুরুষদেহ প্রদান ঈশ্বরের স্বীয় হস্তক্ষেপের কার্য্য। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্বের কিছু লাঘব হইলেও, প্রকৃত বিষয় দর্শনে অন্ধপ্রায় হইয়া থাকা আমাদিগের কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে পশুগণ জীবিত থাকে, মনুষ্যগণও সেই সকল নিয়মের অধীন। তাঁহার একই নিয়মে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ প্রভৃতি এবং মনুষ্যেরও সন্তানগণ স্ত্রী বা পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথাই ঈশ্বরভক্ত বুধগণের উপযুক্ত কথা এবং ইহাই সত্য। জগতের সর্ব্বস্থানে এই একই নিয়ম পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নিয়মের কতক কার্য্যপ্রণালী যেরূপ দেখিতে পাইয়াছি—অর্থাৎ ইহার কখন কিরূপ কার্য্য হইয়া থাকে—তাহাই ক্রমশঃ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। কতকগুলি ব্যক্তির মত এই যে, পুরুষ জননেন্দ্রিয় যথোচিত সংবর্দ্ধিত হইতে না পারিলেই স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়; কারণ, স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পুরুষজননেন্দ্রিয়ের সহিত সমান গঠনমাত্র বিপরীত—অথবা একটী যথোচিত সংবর্দ্ধিত, অপরটী সেরূপ হইতে পায় নাই। এইরূপ তুলনা হইতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, গর্ভমধ্যে ভ্রূণশিশুর জননেন্দ্রিয়ের সম্যক স্ফূর্ত্তির প্রতিষেধক কোন কারণে কন্যা সন্তান এবং তদ্বিপরীত কোন কারণে পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। গার্হস্থ্য পশুগণের মধ্যেও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষজাতীয় শাবক কিছুদিন বিলম্বে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, ইহাতে এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

ইহাই যদি ঈশ্বরের এক নিয়ম বলিয়া ধরা যায়, তথাপি ইহাকে সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, যে সকল জীব অণ্ড প্রসব করে তাহাদিগের সম্বন্ধে, গর্ত্তস্থ ভ্রূণের লালনানুসারে স্ত্রীজাতীয় অথবা পুরুষজাতীয় শাবক উৎপন্ন হইয়া থাকে, একথা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে ভ্রূণের খাদ্য অণ্ডমধ্যেই আবদ্ধ থাকে; তদ্বিষয়ে ইহার প্রস্থতির সহিত কোন সম্বন্ধই থাকে না। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, গর্ত্তসঞ্চারের পর এরূপ কাল পর্য্যন্ত অণ্ড গর্ত্তমধ্যে থাকে, যাহাতে এ নিয়ম এস্থলেও প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু মৎস্যজাতি কথনই এ নিয়মের অধীন নহে; কারণ বীজ সমূহ স্ত্রী-জাতীয় মৎস্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায় এবং অণ্ডে পরিণত হইবার পূর্ব্ব হইতেই বীজসমূহের সহিত মৎস্যের কোন সম্পর্কই থাকে না। দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রী এবং পুরুষ মৎস্যের সহবাসের কোন আবশ্যকই নাই। স্ত্রীজাতীয় মৎস্য হইতে ডিম্বসমূহ পৃথক করিয়া লইয়া যদি একটী স্বতন্ত্র পাত্রে তাহাদের সহিত পুরুষ জাতীয় মৎস্যের বীর্য্য মিশ্রিত করা যায়, সেই ডিম্বসমূহ হইতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় মৎস্য উৎপন্ন হইবে। সেইরূপ উদ্ভিদ জগতেও, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় পুষ্পরেণু মিলিত হইলে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পুষ্পিত বৃক্ষগণের জাতিগত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থায়, গর্ত্তসঞ্চার বা বীজ অণ্ডে পরিণত হইবার সময়ে এবং পূর্ব্বে, সেই সাধারণ নিয়মের কার্য্য-প্রণালীর অনুসন্ধান আবশ্যক।

মনুষ্য পশু পক্ষী মৎস্য উদ্ভিদ প্রভৃতি যে কেবল ইন্দ্রিয় সুখলালসায় বা কামরিপুর চরিতার্থতার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষে সহবাস করিবে, এই বিশ্বব্যাপ্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে। সাধারণের বিশ্বাস, সে উদ্দেশ্যসাধন মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয়

যন্ত্রসমূহের কার্য্য। কিন্তু আমরা স্ত্রী জাতীয় মৎস্যের বীজ এবং পুরুষ জাতীয় মৎস্যের বীর্য্যের মিলনে একার্য্য সম্ভবপর বলিয়া বোধ করি না, এবং পুষ্পরেণুসমূহে একার্য্য আদৌ সম্ভব নহে। ইহার প্রাকৃত উদ্দেশ্য পরে লিখিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রন্থকর্ত্তার পরিদর্শন।

যে সকল ঘটনা দৃষ্টে পুত্র এবং কন্যার উৎপত্তি বিষয়ক ঐশ্বরিক নিয়ম স্থির হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি, এই পুস্তকের ভিত্তি-স্বরূপ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইল এবং সেই পরিদৃষ্ট ঘটনাবলী হইতে স্থিরীকৃত মীমাংসাসমূহও এই স্থানে লিখিত হইল। এখন গ্রন্থখানি কতদূর যুক্তিমূলক বা অসঙ্গত পাঠক বিবেচনা করিবেন।

যে সকল পরিবারে পুত্রের সংখ্যা অথবা কন্যার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, বিশেষতঃ, যে সকল পরিবারে এইরূপ প্রাকৃতিক পরিমাণের ব্যতিক্রম বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল পরিবারই সম্যক পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ঘটনাগুলি সংখ্যানুসারে নিম্নে লিখিত হইল।

১ম। এক ব্যক্তির এই কয়টী সন্তান হইয়াছিল—প্রথমে একটী পুত্র, পুত্রের পর একটী কন্যা, কন্যার পর আর একটী পুত্র এবং তাহার পর সাতটী কন্যা। ইহাদিগের পিতামাতা উভয়েই সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং শারীরিক শক্তি দ্বারা বিশিষ্ট বংশজাত। পিতার দুই ভ্রাতা ও এক ভগ্নী এবং মাতার পাঁচ ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী ছিল। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে, উনিশ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার চারিটী কন্যা সন্তান হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার সমবয়স্ক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা হয়। মধ্যম পুত্র ২৬ বৎসর বয়সে, তেইশ বৎসর বয়সের এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার তিনটী

পুত্র এবং তিনটী কন্তা হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, একটী পুত্রের পর একটী কন্যা, এরূপ ধারাবাহিক রূপে ইহাদের জন্ম হয় নাই। মধ্যমা কন্যা কুড়ি বৎসর বয়সে, আটাশ বৎসরের এক যুবককে বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের কোন সন্তানই হয় নাই। তৃতীয় কন্যা চব্বিশ বৎসর বয়সে, ছাব্বিশ বৎসরের এক যুবককে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার দুইটী কন্যা হয় এবং কনিষ্ঠা কন্যার জন্মের অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চতুর্থ কন্যা একুশ বৎসর বয়সে সাতাশ বৎসরের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার প্রথমে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী কন্যা, তৎপরে দুইটী পুত্র, তাহার পর একটী কন্যা এবং কন্যার পর একটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং তিনটী পুত্রেরই শৈশবে মৃত্যু হইয়াছিল। পঞ্চম কন্যা কুড়ি বৎসর বয়সে চব্বিশ বৎসরের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার দুইটী কন্যা হয়। কন্যা দুইটী জন্মকালেই বা কিছুদিন পরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। প্রসূতিরও কনিষ্ঠা কন্যার জন্মের অল্পদিন পরে মৃত্যু হয়। ষষ্ঠ কন্যা কুড়ি বৎসর বয়সে পঁচিশ বৎসর বয়সের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার কতক পরিমাণে পর্য্যায়ক্রমে তিনটী পুত্র এবং ছয়টী কন্যা হয়। সপ্তম এবং অষ্টম কন্যার অল্প বয়সে অবিবাহিতা অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। ইহাদিগের একটীর মৃত্যু কোন স্পর্শাক্রমক পীড়ায় এবং অপরটীর কোন আকস্মিক ঘটনায় হইয়াছিল। এই সকল পুত্রকন্যাগণের মধ্যেও কতকগুলির বিবাহ হইয়াছে। তাহাদিগেরও কন্যাসন্তান অধিক।

২। অপর এক ব্যক্তির পর্য্যায়ক্রমে দুইটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা হয়। ইহাদের পিতামাতাও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন বংশজাত। বিবাহ হইলে পুত্র দুইটীর আটটী কন্যা ও তিনটী পুত্র এবং কন্যা দুইটীর সাতটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা হয়।

৩। অন্য এক ব্যক্তির প্রথমে দুইটী কন্যা, তৎপরে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল। দ্বিতীয় কন্যার জন্মের পর ইনি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যদিও সে সময়ে তিনি সেই রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য এবং শরীর চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়াছিল।

৪। কোন এক ব্যক্তির কেবল মাত্র দুইটী পুত্র এবং অপর এক ব্যক্তির কেবল মাত্র দুইটী কন্যা হয়। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। এই দুই পুত্রের সহিত কন্যা দুইটীর বিবাহ হয়। ইঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই কন্যাসন্তান হইয়াছিল।

৫। পেনসিলভেনিয়া নগরের এক বন্ধুর সাতটী সন্তান হয়, অধিকাংশই বালিকা। ইহাদের জন্মের পর তিনি প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া হ্যারিস্‌বর্গ নগরে গমন করেন এবং সমস্ত শীত ঋতু তথায় অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তখন রাজ্যের সকল অংশে বাষ্পীয়যান ছিল না। সুতরাং বহুব্যয়সাধ্য ক্লেশকর উপায়ে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া আসিবার ঠিক নয় মাস পরে তাঁহার একটী পুত্র হয়। দ্বিতীয় বৎসরের শীতকালও তিনি ঐ নগরে অতিবাহিত করেন; পরে মহাসমিতির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া ওয়াসিংটন নগরে গমন করেন। তথা হইতে তৃতীয় বৎসরের সমস্ত শীত ঋতুর অবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ঠিক নয় মাস পরে বসন্ত কালে তাঁহার আর একটী পুত্র হয়। এই দুই ঘটনা তাঁহার পরিচিত সকল ব্যক্তিই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এই দুইটী পুত্রের 'প্রতিনিধি' এবং 'সমিতিসভ্য' বাচক নাম রাখিয়াছিলেন।

৬। লেখকের দুগ্ধব্যবসায়ী এক প্রতিবাসীর ন্যূনাধিক কুড়িটী

গাভী এবং তাহাদিগের জন্য একটী বৃষ ছিল। তাহার সকল প্রতিবাসীরাই তাহাদিগের গাভী সেই বৃষের নিকট পাঠাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার নিজ গাভীদলের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় বাছুর বৎসরের মধ্যে একটীও দেখা যায় নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাসীদিগের গৃহে স্ত্রী জাতীয় বাছুরই অধিক দেখা গিয়াছে।

৭। লেখকের এক বরাহজাত দুইটী অল্পবয়সের গ্রাম্য বরাহী ছিল। বরাহী দুইটী উপযুক্ত সময়ে কিছু দূরস্থ এক পশুশালায় প্রেরিত হয়। একটী বরাহী সেই প্রাতেই প্রত্যাগত হইয়াছিল। অপরটীর সহিত তৎক্ষণেই সহবাসের ইচ্ছা বরাহের না থাকাতে, কিছুক্ষণ পরে সেটী আনীত হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমটীর ছয়টি স্ত্রীজাতীয় ও দুইটী পুরুষ জাতীয় শাবক এবং দ্বিতীয়টীর সাতটী পুরুষ জাতীয় ও দুইটী স্ত্রীজাতীয় শাবক হয়।

গ্রন্থকর্ত্তার পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি একরূপ এস্থানে লিখিত হইল। ইহাদের আর সংখ্যাবৃদ্ধির কোনই আবশ্যক নাই। পাঠক মনে করিয়া দেখিলে এইরূপই অনেক ঘটনা দেখিতে পাইবেন। স্ত্রী এবং পুরুষজাতির প্রাকৃতিক পরিমাণের ব্যতিক্রম কিরূপ অবস্থায় কি কারণে হইতে পারে, তাহার সম্যক আলোচনার সুবিধা যে যে স্থানে হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের এইরূপ নানা পরিদর্শন ও প্রথম অধ্যায়ে লিখিত বিবরণীর সাহায্যে, নিম্নলিখিত মত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(ক) পুষ্ট ও সুস্থকায়া এবং অধিক কামস্পৃহান্বিতা স্ত্রী কন্যা অপেক্ষা অধিক পুত্রসন্তান প্রসব করে; বিশেষে যখন স্বামীর সহবাস-শক্তি অধিক না থাকে অথবা স্ত্রীর অপেক্ষা অল্প থাকে। ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ

(খ) আকৃতিতেই যাহাদিগের সহবাস স্পৃহার স্বল্পতা প্রকাশ পায়

এবং যাহাদিগের শরীর অতি দুর্ব্বল ও অতি সামান্য ক্লেশ বা পরিশ্রম যাহাদিগের সহ্য হয় না, এরূপ ক্ষীণ দুর্ব্বল স্ত্রীলোক অধিক কন্যাসন্তান প্রসব করে; বিশেষে, যদি স্বামীর অধিকতর সহবাসশক্তি থাকে।

(গ) যদি এই সকল লক্ষণ স্ত্রীলোকে মাঝামাঝি রকমের থাকে এবং স্বামীর সহবাসশক্তিও সেইরূপ হয়, তাহাদিগের প্রতি দুই বৎসরে সন্তান হইলে, পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক হইবে। সাধারণতঃ এইরূপ স্ত্রীলোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব অধিক এবং যাঁহারা ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্তা, তাঁহাদিগের পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামেই এইরূপ স্ত্রীলোক অধিক দেখা যায়।

(চ) কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত শ্রমোপজীবীদিগের কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তান অধিক হয়। তদ্বিপরীতে,

(ছ) সহরে, নগরে এবং কোন কোন বহুজনাকীর্ণ পল্লিগ্রাম-শ্রেণীভুক্ত গণ্ডগ্রামেও পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক হয়।

(জ) সকল পল্লীগ্রামেই বেশ্যাগণের বালিকা অপেক্ষা বালক অধিক হয়। তাহাদিগের পরিমাণ, প্রতি তিনটী বালকে একটী মাত্র বালিকা।

(ঝ) সহরে বেশ্যাসন্তানগণের মধ্যে যদিও বালকের সংখ্যা অধিক, তথাপি পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অল্প।

(ট) ১৮ হইতে ২২ বৎসরের স্ত্রীলোক, যদি ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষকে বিবাহ করে, তাহাদিগের কন্যা অধিক হয়।

(ঠ) ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের স্ত্রীর স্বামী যদি তাহার অপেক্ষা ৫ হইতে ১০ বৎসর অল্পবয়স্ক হয়, তাহাদিগের পুত্রসন্তান অধিক হইয়া থাকে।

(ড) ভ্রাতা এবং ভগ্নীগণের মধ্যে ভগ্নীর যদি কন্যা অধিক হয়, ভ্রাতার পুত্র অধিক হইবে এবং

(ঢ) যদি ভগ্নীর পুত্র অধিক হয়, ভ্রাতার কন্যা অধিক হইবে।

(ত) কন্যাসন্তানোৎপাদনে পিতার এতদূর পর্য্যন্ত সহবাসশক্তির আবশ্যক, যে নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই—সামান্য বালকেও বালকের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু বালিকার জন্মদানে বলবান পুরুষের আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম নিরূপণ।

চতুর্থ অধ্যায়ের সকল ঘটনাগুলিতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম স্থির করিবার জন্য বহু চেষ্টার ফলস্বরূপ যাহা স্থির হইয়াছে, নিম্নে লিখিত হইল। পুত্রজন্মপ্রদানে স্ত্রীর সহবাসস্পৃহা স্বামীর অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক; এবং কন্যাজন্মপ্রদানে স্বামীর সহবাসস্পৃহা স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থকারের পল্লী-গ্রামবাসী এক বন্ধু, তাঁহার সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন কালে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার পুত্র হইলে তিনি তাঁহার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারকালেই বলিতে পারিতেন; কারণ, সহবাসকালে স্ত্রীই সমস্ত কার্য্য করিতেন; কিন্তু কন্যা হইলে তাঁহাকেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। এই কথা হইতে গ্রন্থকর্ত্তার উল্লিখিত মত তাঁহার মনে প্রথমে উদিত হয়। কিন্তু এই কথাগুলি অনেকের অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, এবং ঈপ্সিত সন্তানলাভার্থ স্ত্রী ও পুরুষের সহবাসে এরূপ এক পক্ষের কার্য্যকারীতার অতি অল্পই আবশ্যক হয়। তথাপি এই কথা হইতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রধান মত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে এবং যাঁহারা এ মতের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এই কথাগুলি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ মত সাধারণের প্রচলিত মত নহে। পিতামাতার মধ্যে যিনি অধিকতর বলশালী, তিনিই তাঁহার জাতিগত দৈহিক লক্ষণ

গর্ত্তস্থ সন্তানকে প্রদান করেন, এইটীই সাধারণের বিশ্বাস এবং এইটীই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া সহজেই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই শেষোক্ত মত সত্য নহে। কোন অনুসন্ধান বা পরিদর্শন দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় নাই এবং যে সকল স্থলে পুত্র বা কন্যাসন্তান অধিক, সে সকল স্থলেও এ মত প্রয়োগ করা যায় না। তবে যে এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ এই যে, দেখিলেই প্রথমতঃ ইহা প্রকৃত এবং যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষে যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীর সহবাসশক্তি সমান এবং পুত্র ও কন্যা সমসংখ্যক, সে স্থলে পুত্র এবং কন্যা সন্তানোৎপত্তির কারণ বলিয়া ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কন্যা এবং পুত্রোৎপত্তির কোন কারণই নহে, এবং ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত কন্যা বা পুত্র সন্তানের আধিক্য সম্বন্ধীয় সকল পরিদর্শনে প্রয়োগ করা যায় না; কিন্তু পূর্ব্বকথিত অপর মত ইহার বিপরীত হইলেও, এ সকল পরিদর্শনে এবং অন্য সকল স্থলেই প্রযোজ্য। এই অধ্যায়ে এই বিষয়টীই আলোচিত হইয়াছে এবং এই আলোচনা হইতে, আমাদিগের এ মত যে সত্য, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত পরিদৃষ্ট ঘটনাবলীর সহিত তৎপশ্চাল্লিখিত মীমাংসাবলীর সম্বন্ধ সংখ্যানুসারে নিম্নে প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্ব অধ্যায়ের সংখ্যাই এস্থলে গৃহিত হইয়াছে; সুতরাং ঘটনাগুলির পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

১ম। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই শারীরিক শক্তি ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন বংশজাত। স্বামীর এক ভ্রাতা এবং এক ভগ্নী ছিল। দৈহিক দুর্ব্বলতা ইহাদের কাহারও শরীরে লক্ষিত হয় নাই; অথবা অধিক কন্যা-সন্তানোৎপত্তি যে পুরুষানুক্রমিক, তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায়

না। একটী পুত্রের পর একটী কন্যা, এই রূপে প্রথমতঃ তাঁহাদের চারিটী সন্তান হয়। ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে, ইহাদের সহবাসশক্তি সমানাই ছিল। এই সময়ে প্রসূতি কিছু রুগ্নভাবাপন্না হইলেন এবং দিন দিন তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় প্রতি দুই বৎসরে তাঁহার একটী করিয়া কন্যা হইয়াছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার জন্মকাল হইতে, তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং এই কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। অসুস্থ শরীরে স্ত্রীর সহবাসশক্তি স্বামীর অপেক্ষা অবশ্য কম হইয়াছিল এবং এই শক্তির লাঘবতা হেতু তাঁহার কন্যা সন্তান হয়। প্রসূতির এই দুর্ব্বলতা তাঁহার কন্যাগণও পাইয়াছিলেন এবং বিবাহের পর সেই দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহাদিগেরও কন্যা সন্তান অধিক হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ৪০ বৎসর বয়সে অল্পবয়স্কা অপূর্ণযৌবনা এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। এরূপ অবস্থায় নিঃসন্দেহ স্বামীর সহবাসশক্তি স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক ছিল। দুই বৎসর অন্তর করিয়া তাঁহার যে চারিটী সন্তান হয়, তাহারা সকলেই বালিকা। তাহার কারণ, কতক পরিমাণে স্বামীর সহিত তুলনায় স্ত্রীর অধিক দুর্ব্বলতা এবং কতক পরিমাণে ক্রমাগত সন্তান প্রসব এবং পালন হেতু তাঁহার পূর্ণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে না পাওয়া।

জননীর রুগ্নাবস্থার পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্ম হয়। সুতরাং তিনি জননীর সুস্বাস্থ্য এবং বল লাভ করিয়াছিলেন। এই কন্যার স্বামীও বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রথমে একটী পুত্র হইয়াছিল এবং তাহার পরে যে সন্তানগুলি হইয়াছিল, সে সকল

গুলিই কন্যা সন্তান। দুই বৎসর অন্তর করিয়া এই কন্যাগুলির জন্ম হয় এবং প্রথম সন্তান স্তন ত্যাগ করিবার পর, প্রসূতি তাঁহার সম্পূর্ণ দৈহিক বল পুনর্লাভ না করিতে করিতেই গর্ভবতী হয়েন। এরূপ অবস্থায় কন্যাসন্তানোৎপত্তি পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মাধীনে অবশ্যম্ভাবী। মধ্যম পুত্রও বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুরূপ বলসম্পন্না এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র এবং কন্যা সমসংখ্যকই হইয়াছিল।

অপর কন্যাগণ জননীর দুর্ব্বলতা অধিকার করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ভিন্ন সকলেরই প্রায় কন্যা সন্তান হইয়াছিল। এই কনিষ্ঠা কন্যার অতি শৈশব অবস্থাতেই, তাহার জননীর শোচনীয় শারীরিক অবস্থা হেতু সমস্ত পরিবার পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করেন। তথাকার সুসেব্য বায়ু, ভ্রমণযোগ্য সুবিস্তীর্ণ উদ্যান প্রভৃতির উপভোগে এই কন্যার স্বাস্থ্যের এবং শরীরের অনেক উপকার হইয়াছিল। অন্য কন্যাগণ বিদ্যালয়ে এবং মাতৃশুশ্রূষায় আবদ্ধা থাকায় পল্লীগ্রাম-বাসের কোন উপকারই লাভ করিতে পারেন নাই।

২য়। এস্থলেও স্বামী এবং স্ত্রী সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন বংশজাত। ইঁহাদিগের সহবাসশক্তিও সমান ছিল। সেই কারণে ইঁহাদের পুত্র ও কন্যা সমসংখ্যক হইয়াছিল। পুত্রগণের বিবাহের পর দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহারা সাধারণের অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্ত্রী এ বিষয়ে মাঝামাঝি রকমের থাকাতে, এই উভয় পুত্রেরই কন্যাসন্তান অধিক হইয়াছিল। এদিকে কন্যাদ্বয়ও সাধারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্না ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্বামী মাঝামাঝি রকমের হওয়াতে, এই কন্যাগণের পুত্রই অধিক হইয়াছিল।

৩য়। এস্থলে স্বভাবতঃ স্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন হওয়াতে, তাঁহাদিগের প্রথমে দুইটী কন্যা হয়। শেষে স্বামী রোগগ্রস্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, স্ত্রী অধিকতর বলশালিনী হয়েন। সুতরাং সেই সময় হইতে তাঁহাদিগের পুত্রসন্তান হইয়াছিল।

৪র্থ। এস্থলে দুইটী ভগ্নী জননীর দুর্ব্বলতাই লাভ করিয়াছিলেন এবং সাধারণের অপেক্ষাও তাঁহারা ক্ষীণা ছিলেন। যে দুই ব্যক্তির সহিত দুই ভগ্নীর বিবাহ হয়, তাঁহাদিগের ভগ্নী আদৌ ছিল না। সুতরাং কেবল মাত্র পুত্রোৎপাদনের জন্য প্রসূতির যত-দূর শক্তি থাকা আবশ্যক, তাঁহাদিগের জননীর ছিল এবং জননীর সেই শক্তি এই পুত্রগণ অধিকার করিয়াছিলেন। কাজেই পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে যেরূপ সন্তান হওয়া উচিৎ, ইঁহাদের তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ কেবলমাত্র কন্যা সন্তান।

৫ম। অনেক কন্যা হইলে, কি উপায়ে কন্যোৎপাদন নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহাই এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ, প্রসবের পর স্ত্রীর দৈহিক শক্তি স্বাস্থ্য এবং স্বাভাবিক সহবাসস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লাভ করিবার জন্য, কিছুদিন স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীর সম্পূর্ণ পৃথক থাকা আবশ্যক। এ স্থলে এই উপায় অবলম্বনে কেবল যে স্ত্রী সুস্বাস্থ্য এবং যথেষ্ট বল লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পুত্রোৎপাদনের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। বহুদিনের বিচ্ছেদে স্ত্রীর সহবাসস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন, এ অবস্থায় সহবাসস্পৃহা সাধারণতঃ স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপ দীর্ঘ্য বিচ্ছেদে পুত্রোৎপাদনের আশা অতি অল্প।

কিন্তু এ সময়ে সকল স্থানে বাষ্পীয় যান না থাকাতে গো এবং অশ্বশকটারোহণে তাঁহাকে বাটী আসিতে হইয়াছিল এবং তিন দিনের ক্রমাগত পথশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে পথশ্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে, স্ত্রীর দুর্দ্দমনীয় সহবাসস্পৃহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন অপেক্ষা বিশ্রাম এবং নিদ্রার ইচ্ছাই অধিকতর বলবতী হয়, সন্দেহ নাই। স্বামী ও স্ত্রীর এরূপ অবস্থাতে, পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে পুত্রের জন্মই নিঃসন্দেহ। বিচ্ছেদকালে ব্যভিচার প্রভৃতির দ্বারা কামরিপু চরিতার্থ করাতে স্বামীর সহবাসস্পৃহা কম হইয়াছিল, এরূপ আমরা বিবেচনা করি না এবং করিবার কোন কারণও দেখি না।

৬ষ্ঠ। এই ঘটনাগুলিও পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মের অধীন। এই দুগ্ধ ব্যবসায়ীর দুগ্ধের প্রতিই অধিক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং তাহার সমস্ত বন্দোবস্তও সেই উদ্দেশ্যে। পূর্ণযৌবনা গাভী ভিন্ন অন্য কোনরূপ গাভী সে ব্যক্তি তাহার পালের মধ্যে রাখিত না। গাভীগণও অতি যত্নে রক্ষিত হইত এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যও দেওয়া যাইত। তাহার কারণ এই যে, হৃষ্ট পুষ্ট হইলে অধিক বয়সে কসাইগণ তাহাদিগকে অধিক মূল্যে লইতে পারিবে এবং তাহাদিগের পরিবর্ত্তে সেই মূল্যেই নূতন গাভী ঐ ব্যবসায়ী কিনিতে পারিবে। এইরূপ বন্দোবস্তে তাহার দুগ্ধ অধিক হইত এবং তাহার সকল গাভীই পূর্ণযৌবনা ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কোনটীই বৃদ্ধা বা নিতান্ত অল্পবয়স্কা ছিল না। এইরূপ পরিমিতব্যয়িতার হিসাবে প্রতি বৎসর অথবা দুই বৎসর অন্তর, সেই ব্যক্তি একটী করিয়া পুরুষ জাতীয় বাছুর যত্নপূর্ব্বক পালন করিত এবং উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহার গাভীগণের সহিত

সঙ্গমার্থ কিছুদিন আপন পালের মধ্যে রাখিয়া তাহার অল্প বয়সেই তাহাকে নপুংসক করিয়া কসাইগণের নিকট বিক্রয় করিত। বৃষটী গাভীগণের সহিত চরিত না, এক অল্পপরিশর স্থানে বদ্ধ থাকিত এবং কোন গাভীর কামোত্তেজনায় তাহাকে সেই স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। গাভীও অনেক গুলি ছিল। কাজেই প্রত্যেক গাভী একবারমাত্র ঐ বৃষের নিকট যাইতে পাইত। এরূপ অবস্থায় বৃষ অপেক্ষা গাভীরই কামস্পৃহা অধিক হইত। তাহার কারণ, প্রথমতঃ অনেক গাভীর সহিত সঙ্গমে বৃষের কামস্পৃহার স্বল্পতা, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত পালের সহিত চরিতে পাইলে যেরূপ হইত, সঙ্গমের পূর্ব্বে সেরূপ কামোত্তেজনার সময় বৃষ পাইত :না। এদিকে রাখালের দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্ব্বেই, পালের অন্য গাভীগণ হইতে প্রত্যেক গাভীরই কামোত্তেজনার লক্ষণ যথেষ্ট প্রকাশ পাইত। গাভী-গণের তুলনায় বৃষের অল্পবয়স, এবং তৎকারণ বশতঃ তাহার পেশীসমূহের কোমলতার বিষয়ও এস্থলে বিবেচনা করা আবশ্যক। এ সকল অবস্থাই পুরুষ জাতীয় সন্তানোৎপাদনের উপযোগী। তাহার প্রতিবাসীদিগের গাভীগণের অবস্থা ইহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সকল গাভী কখনও এরূপ যত্নে পালিত হইত না এবং বহুদূর হইতে আনিত হইত। সুতরাং তাহারা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত। তাহাদিগের বয়সও প্রায় অল্প। এরূপ অবস্থায় সঙ্গমকালে এই গাভীগণের কামস্পৃহা বৃষের সহিত প্রায় সমান থাকিত। সুতরাং তাহাদিগের পুরুষ জাতীয় শাবক হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, স্ত্রী জাতীয় শাবক হইবার সম্ভাবনাও সেইরূপ ছিল।

৭ম। এই ঘটনাও পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মের অধীন। শূকরজাতির স্বভাব এই, যে তাহাদিগের পালক যে পথ দিয়া

লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রায়ই সে পথ ছাড়িয়া বিপথে গিয়া পড়ে। সুতরাং প্রহার করিয়া ও অন্য যন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগকে চালাইতে হয়। বরাহী দুইটীকেও এইরূপে বরাহের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কাজেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তাহারা পশুশালায় উপস্থিত হয়। একটী বরাহীকে বিশ্রাম করিতে না দিয়াই বরাহের নিকট রাখা হইয়াছিল। সঙ্গম কালে বরাহের শরীর সতেজ ছিল এবং কোনরূপে ক্লান্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী জাতীয় শাবক হইবার সম্ভাবনাই অধিক। অপরটিকে সেই থানে রাখিয়া আসাতে, বিশ্রাম এবং তাহার দৈহিক বল পুনর্লাভের যথেষ্ট সময় সেই বরাহী পাইয়াছিল এবং সঙ্গমকালে তাহার কামস্পৃহাও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু বরাহের পূর্ব্বসঙ্গমহেতু দুর্ব্বলতা তখনও দূর হয় নাই। কাজেই এই বরাহীর পুরুষজাতীয় শাবক অধিক হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট সাধারণ মীমাংসা সমূহের আলোচনা।

(ক) দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবরণাবলী ভিন্ন, অনুসন্ধানেও জানা যায় যে, পল্লীগ্রামে বালক অধিক হয় এবং সহরে বালিকা অধিক হয়। তাহার কারণ এই যে, পল্লীগ্রামে কৃষিজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যাদি তাহাদিগের স্বামীর ন্যায় ক্লান্তি-দায়ক ও ক্লেশকর নহে। সুস্থ শরীরে স্ত্রীলোকের দৈহিক শক্তি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতদূর পরিশ্রম আবশ্যক, স্ত্রীলোকগণ তথায় ততদূর পরিশ্রমই করিয়া থাকে। এরূপ পরিমিত পরিশ্রমে, তাহা-দিগের দৈহিক শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু পুরুষদিগের শরীর, সমস্ত দিনের হলচালন প্রভৃতি কৃষিকার্য্য বা অন্য নানা ক্লেশকর কার্য্য দ্বারা, দিবসান্তে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় সহবাসে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, তাহার পুত্রই প্রায় হইয়া থাকে।

(খ) সহরের অবস্থা পল্লীগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার স্ত্রীলোকগণের দৈনিক কার্য্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অনেক কম। অনেক গৃহে কোন কার্য্য নাই বলিলেও হয়। এরূপ অলসতা ভিন্ন, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যকর সুসেব্য বায়ু উপভোগে সহরের

স্ত্রীলোকগণ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা থাকেন। এই সকল কারণে ইহাদিগের দৈহিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হইয়া থাকে। কিন্তু এখানকার পুরুষগণ স্বাস্থ্যরক্ষার সকল উপায়ই কতক পরিমাণে উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং নারীগণ অপেক্ষা তাঁহাদের দৈহিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে; অথচ তাঁহাদিগের দৈনিক পরিশ্রমও সেরূপ ক্লান্তিদায়ক নহে। সুতরাং বিশ্রামকালে স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর সহবাসস্পৃহা অধিক হয়। এরূপ অবস্থায় কন্যা-সন্তানই প্রায় হইয়া থাকে।

(গ) এই অবস্থাও যে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। নিয়মিত সহবাসে স্ত্রীলোকগণের প্রতি দুই বৎসরে, অথবা ঐরূপ কোন নিরূপিত সময়ে সন্তান হইবার কারণ এই :—শিশুর জন্মের পর যে এক বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা তাহাকে লালন করিতে হয়, সেই কালের মধ্যে প্রসূতি ঋতুমতী হয়েন না। সন্তানের লালন কালে ঋতু না হওয়া শারীরিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। বৃক্ষ অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপিত হইলে এককালে মুকুলিত ফলের পুষ্টিসাধন এবং পর বৎসরের জন্য নূতন মুকুল উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। এই হেতু সেই সকল বৃক্ষে এক বৎসর অন্তর ফল হয়। কতকগুলি বৃক্ষে ফল বৎসরের প্রারম্ভেই শীঘ্র পরিপক্ক এবং বৃক্ষ হইতে পতিত হয় এবং বৎসরের শেষভাগে আবার মুকুল হইবার যথেষ্ট সময় থাকে। এইরূপ না হইলে প্রায় সকল ফল আমরা এক বৎসর অন্তর পাইতাম।

যখন এক বৎসর লালনের পর সন্তানের জন্য আবশ্যক খাদ্য সংগ্রহ প্রসূতির শক্তির প্রায় অতীত হইয়া পড়ে, তখন সন্তানের স্তনত্যাগের আবশ্যক হয়। ইহার পরই ঋতু আরম্ভ হইয়া থাকে,

এবং বল পুনর্লাভ করিবার পূর্ব্বেই আবার গর্ভসঞ্চার হয়। এইরূপে লালন কার্য্য শেষ না হইতে হইতে, দুর্ব্বল অবস্থাতেই গর্ভবতী হইলে, সহবাসকালে স্ত্রীর সহবাসস্পৃহা স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অধিকতর বলবতী প্রসূতিরাও যদি কতক পরিমাণে কৃত্রিম উপায়ে এবং কতক পরিমাণে স্বীয় স্তনদুগ্ধদ্বারা সন্তানকে লালন করেন এবং লালনকাল মধ্যেই ঋতুমতী হন, দেহের বলশোষক এই উভয় কার্য্য হেতু তাঁহাদিগের সহবাসশক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে। সুতরাং তাঁহাদিগেরও কন্যা সন্তান অধিক হইয়া থাকে। শক্তিহীনতার এই দুইটী কারণের মধ্যে প্রথমটী হইতে যদি প্রসূতিগণ কিছুকালের জন্য অব্যাহতি পান, অর্থাৎ যদি সন্তান স্তনত্যাগের পর, অল্পকালের মধ্যেই আবার গর্ভসঞ্চার না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পুত্র হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রতি বৎসর অথবা প্রতি দুই বৎসর অন্তর সন্তান হইলে, প্রসূতির পুত্রসন্তানোৎপাদনার্থ যথেষ্ট শক্তি থাকিলেও তাহা হ্রাস হইয়া আইসে; সুতরাং কন্যাসন্তানই ক্রমাগত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে এই অবস্থায় পুত্র হইতেও দেখা যায়। এরূপ স্থলে কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, গর্ভবতী হইবার নিরূপিত সময়ে, কার্য্যগতিকে স্বামী দুই তিন মাস ধরিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ [illegible] ছিলেন। এইরূপে গর্ভ সঞ্চারের বিলম্বে স্ত্রী বল লাভের যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন।

(ঘ) এই মীমাংসা পাঠকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ সকলের দূর হইবে। প্রাকৃতিক দুইটী কারণে এইরূপ হইতে পারে। প্রথম, ধর্ম্মশিক্ষা যে সকল বালিকা পাইয়াছেন, তাঁহারা সন্তানোৎপাদন বিষয়ক

চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া মহাপাপ এবং মনে উদয় হইলে তাহা দমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় মনে করেন। এইরূপে শুদ্ধ সরল সংযতচিত্তে তাঁহারা যৌবনে পদার্পণ করিয়া থাকেন। তখনও তাঁহাদের কোনরূপ কামস্পৃহা বা বিবাহের ইচ্ছা থাকে না। যদি কখন সহবাসেচ্ছা যৌবনের স্বভাব বশতঃ তাঁহাদিগের মনে উদয় হয়, অন্তরে তাঁহারা লজ্জিতা হন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের ভয় হয়, পাছে কোন রূপ কার্য্যে বা কথায় এ ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এমন কি, বিবাহ হইলেও স্বামীর প্রেমালিঙ্গনকালে তাঁহারা আপন ইচ্ছা দমন করেন, এবং তাঁহাদিগের এরূপ ভাব হয় যে, আপনা-দিগের ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীর সন্তোষার্থ তাঁহারা স্বামীর ইচ্ছার বশীভূতা হইয়া থাকেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, সহবাসার্থ ইচ্ছা স্ত্রীর ততদূর থাকে না, অথবা তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। কেবল স্বামীর অত্যন্ত সহবাসেচ্ছা হেতু তাঁহার বিশেষ অনুরোধে, ইচ্ছা না থাকি-লেও স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছার বশীভূতা হইতে হয়। এরূপ সহবাসকালে পুত্রোৎপাদনার্থ আবশ্যক সহবাসস্পৃহা স্ত্রীর অল্পই থাকে। কাযেই পুত্রজন্মের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প। এইরূপ ধর্ম্মভাব কালে কিয়ৎপরিমাণে অপগত হইলেও এই স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বোল্লিখিত 'গ' অবস্থা প্রাপ্ত হন।

এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা হইতে 'ঘ' মীমাংসা স্থির করিবার আর একটী কারণ আছে। অপেক্ষাকৃত অধিক বল-বতী স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা অসুস্থ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকেরাই প্রায় ধর্ম্মার্চ্চনায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলতায় স্বভাবতঃ অকালমৃত্যুর চিন্তা মনে উপস্থিত হয় এবং সেই চিন্তা হেতু দুর্ব্বল স্ত্রীলোকগণ

ধর্ম্মমন্দিরে নিযুক্ত থাকিয়া পরজীবনের জন্য আয়োজন করেন। সুস্থ সবল স্ত্রীলোকদিগের অন্তরে মৃত্যু চিন্তা অল্পই হয়। সুতরাং ধর্ম্মোপদেশকদিগের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার উপদেশ তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। দুর্ব্বলেরাই এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভীত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। জীবনের প্রখর কিরণ, জীবনের আনন্দ লহরী বলিষ্ঠা ও দৃঢ়িষ্ঠা যুবতীগণের উপর ঘন বর্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মৃত্যুর চিন্তা বা পরকালের চিন্তা, শরতের মেঘরাশির ন্যায় ক্ষণমাত্র সেই প্রখর কিরণ ঢাকিয়া, আবার দ্বিগুণ পরিমাণে তাহার জ্যোতি প্রকাশিত করে।

এই 'ঘ' মীমাংসা ভ্রমমূলক বলিয়া অনেকের বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা বাস্তবিক সত্য। যে সকল পল্লীগ্রামে স্বদেশের স্ত্রীলোক-গণেরই অধিকাংশ উপাসনামন্দিরে নিযুক্ত হন, সেই সকল উপাসনা মন্দিরের শিশুগণের দীক্ষার তালিকাসমূহে দেখা যায় যে, যেখানে কন্যা সন্তান দুই বা ততোধিক দীক্ষিতা হইয়াছে, দীক্ষিত পুত্র সন্তানের সংখ্যা সেখানে একটী মাত্র। দুর্ব্বল অসুস্থ্য স্ত্রীলোকগণই যে সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন, ইহা কোন নূতন কথা নহে। হলম্‌স্‌ নামক কোন গ্রন্থকর্ত্তা এই বিষয়ে এবং বলবতী স্ত্রীলোকেরাই যে দুষ্টস্বভাবা এবং অনিষ্টকারিণী হইয়া থাকে, তদ্বিষয় তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পুস্তক সমাপনে লিখিয়াছেন, বিবেক পবিত্র জীবন এবং ধর্ম্ম যে স্থানে, সেস্থানে অকালমৃত্যুও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই অকাল-মৃত্যুরূপ ক্ষতির ধর্ম্মসাধনারূপ পূরণে পরমেশ্বরের কৃপার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ কবি লংফেলো তাঁহার একটী

সুন্দর কবিতায় ধর্ম্ম পবিত্রতা এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা একাধারে মিলাইয়াছেন।*

এ বিষয়ের একটী গল্পও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গল্পটী এই যে, কোন একটী বালকের অন্তরে ধর্ম্ম বিষয়ক একখানি পুস্তক পাঠে ধর্ম্ম ও অকালমৃত্যুর নিকট সম্বন্ধ এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাহার জননী তাহাকে সৎস্বভাববিশিষ্ট হইবার উপদেশ দিলে বালকটী উত্তর দিয়াছিল, "সৎবালকেরা সকলেই মরিয়া যায়, আমি সৎবালক হইব না।"

দুর্ব্বল অসুস্থ স্ত্রীলোকেরাই ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, এই দ্বিতীয় কারণটী যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তবে সাধারণ শক্তিসম্পন্ন স্বামী লাভে তাহাদিগের কি কারণে পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক হইবে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(চ, ছ) 'চ' এবং 'ছ' মীমাংসা 'ক' এবং 'খ' এর অন্তর্গত। তবে প্রথমটী সাধারণ, দ্বিতীয়টী কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি প্রযোজ্য। সুতরাং 'ক, এবং 'খ' মীমাংসার ব্যাখ্যা সমূহ 'চ' এবং 'ছ' তেও প্রয়োগ করা যায়। তবে যে এই দুই মীমাংসা পৃথক রূপে দর্শিত হইয়াছে, তাহার কারণ 'চ' এবং 'ছ' মীমাংসা যে সত্য, তাহার অধিকতর স্পষ্ট প্রমাণ বিবরণাবলীতে পাওয়া গিয়াছে। নিকটস্থ স্থানসমূহে অনুসন্ধান করিয়া 'চ' এবং 'ছ' এর ন্যায় অন্য অনেক মীমাংসা স্থির হইয়াছে। যেমন, সঙ্গতিপন্ন পরি-

---

* They the holy ones and weakly
Who the cross of suffering bore
Folded their hands so meekly
Spoke with us on earth no more.

বারে কন্যাসন্তান অধিক হয়। সঙ্গতিপন্ন পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে কোন রূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পশম, সুচী প্রভৃতির আলস্যপরবশ জীবনোপযোগী শিল্প কার্য্যই তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র কর্ম্ম। এরূপ অলসতায় ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। দরিদ্র এবং গৃহস্থদিগের পরিবারে প্রসুতিগণকে সমস্ত গৃহকর্ম্মই করিতে হয়। এরূপ পরিশ্রমে তাহাদিগের শরীর সবল এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এ বিষয়ের বিচার পূর্ব্বেই একরূপ করা হইয়াছে। এখন তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

(জ, ঝ) নিজ পরিদর্শন হইতে এই দুই, বিশেষ 'জ' মীমাংসা স্থির হইয়াছে। পল্লীগ্রামে বেশ্যাসন্তান সম্বন্ধে কোন বিবরণীই পাওয়া যায় না। সুতরাং এ বিষয়ের জ্ঞান সকল ব্যক্তিরই নিতান্ত অল্প। তবে এরূপ বালক বালিকার জন্মপরিমাণ যতদূর গ্রন্থকর্ত্তার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাতে একজন বালিকায় তিন জন বালক এই পরিমাণই পাওয়া যায়। এরূপ হইলে, এ মীমাংসাও যুক্তিসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সহরের বেশ্যাসন্তানগণের জন্মবিবরণী দেখিলে ইহা ততদূর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নলিখিত কারণে সহর এবং পল্লীগ্রামের এইরূপ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লীগ্রামে উপপতির প্রলোভনে উন্মত্তা ব্যাভিচারিণীর সতীত্বে জলাঞ্জলি প্রদানের ফল স্বরূপে, তাহাদিগের সন্তান হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনায়, স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকগণের কামস্পৃহা এতদূর উত্তেজিত হয় যে, এরূপ পাপের ভবিষ্যৎফলদর্শনে তাহারা অন্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের এরূপ অবস্থা না হইলে, পল্লীগ্রামে কদাচ ব্যাভিচারী পুরুষগণ এ কার্য্যে সফলমনোরথ হইতে পারে না। আর সে সকল

স্থানে এরূপ পাপসহবাসের সুবিধাও অল্প হইয়া থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ সহবাস সংঘটিত হয়, তখন স্ত্রীলোকের সহবাসস্পৃহা এরূপ হইয়া থাকে যে, তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে পূর্ব্বকথিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পুত্র হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

সহরেও এরূপ অনেক ঘটনা দেখা যায়। কিন্তু এ সকল স্থানে আর দুই শ্রেণীর বেশ্যা আছে; তাহাদিগের সন্তানের জন্ম ভিন্ন অবস্থায় হইয়া থাকে। প্রথম, সাধারণ বেশ্যাগণ। কামরিপুর দিবারাত্র প্রশ্রয়দানে ইহাদিগের সহবাসস্পৃহা অধিক উত্তেজিত হইতে পায় না। কিন্তু ইহাদিগের সহিত ক্ষণসহবাসাকাঙ্ক্ষী ব্যভিচারী পুরুষগণের কামস্পৃহা বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ অপেক্ষা এস্থলে অধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সহবাসে, পুত্র এবং কন্যাসন্তানোৎপত্তি সাধারণতঃ যে রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, ইহাদিগের সন্তানোৎপত্তিও সেইরূপ। রক্ষিতা বেশ্যাগণ দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্তা। সন্তনোৎপাদন সম্বন্ধে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় অবস্থাতেই ইহারা উপপতির সহিত বাস করে। বিশেষতঃ কিছু অধিক বয়স্ক পুরুষগণই নবযৌবনারূঢ়া স্ত্রীলোকদিগকে বেশ্যা রাখিয়া থাকে। সুতরাং 'ট' মীমাংসানুসারে এরূপ বেশ্যাদিগের কন্যাসন্তানই অধিক হইবার সম্ভাবনা।

'নিউইয়র্ক মেল' এবং 'এক্স প্রেস' নামক সংবাদ পত্রে, ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে জুলাই তারিখে, নিরাশ্রিতা নারীকুল সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লিখিত ছিল যে, রাজপথে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় শিশুগণের মধ্যে বালকের সংখ্যাই অধিক। জুলাই মাসের প্রথম আঠার দিনের মধ্যে মেট্রন ওয়েবের অনাথ শিশুগণের আশ্রমে যে ১৮ জন পিতৃমাতৃহীন শিশু আনীত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ১৪ জন এবং

জুন মাসের ২২ জনের মধ্যে ১৩ জন বালক ছিল। ইহাদের অধিকাংশই যে বেশ্যা সন্তান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

(ট) নবযৌবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহবাসশক্তি তাহাদিগের হইতে অধিক বয়স্কগণের অপেক্ষা অধিক, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। অল্প বয়সে কামরিপু সহজেই অত্যন্ত উত্তেজিত এবং দুর্দ্দমনীয় হয় সত্য; কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেও দেহের স্নায়ু ও পেশীসমূহ অত্যন্ত কোমল থাকে এবং সহজে নানা অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই কারণে অধিক বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা বালকগণ সহজে অধিক দুঃখ এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু শিশুগণের এই অনুভব শক্তি এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণের অনুভব শক্তির মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। শিশু-গণের অনুভব শক্তিতে পেশী ও স্নায়ুসমূহের কোমলতা ও অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা যথেষ্টই প্রকাশ পায়। অধিক বয়স্কগণের পেশী সমূহের দৃঢ়তায়, তাহাদিগের উত্তেজনা অল্পে অল্পে হইয়া থাকে। এই হেতু সহবাসার্থ সহবাসস্পৃহার উত্তেজনার জন্য, অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের, নব যুবকগণের অপেক্ষা অধিকতর সহবাসশক্তির আব-শ্যক। সুতরাং সহবাসক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের যে যুবকগণের অপেক্ষা অধিক সহবাসশক্তি থাকে, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এই হেতু অন্য সকল বিষয়ে সমান হইলেও, ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক স্বামীর ১৮ হইতে ২২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীর সহিত সহবাসে, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর সহ-বাসশক্তি অধিক হইতে পারে না। তাহার সহবাসেচ্ছা স্বামীর অপেক্ষা অনেকবার হইতে পারে, কিন্তু সমপরিমিত কখনই হয় না। অধিক বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা বালকের ক্ষুধা অনেকবার হইয়া থাকে এবং ক্ষুধাও অসহ্য হয়। তাই বলিয়া অধিক বয়স্ক ব্যক্তি

গণের ন্যায় সম পরিমাণে আহার বা খাদ্য পরিপাকে ইহারা সমর্থ নহে। এরূপ অবস্থায় পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

(ঠ) এ অবস্থা উপরিলিখিত অবস্থার বিপরীত। এরূপ বিবাহ অতি অল্পই দেখা যায়। আয়র্লণ্ডবাসীগণের মধ্যে ২১ হইতে ২৪ বৎসরের পুরুষের সহিত ৩০ হইতে ৩২ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের বিবাহ বড় আশ্চর্য্য নহে। এরূপ যে কয়টী বিবাহ দেখা গিয়াছে, তাহাতে বালিকা অপেক্ষা বালকই অধিক হইয়াছে।

(ড) ভ্রাতা এবং ভগ্নী প্রায় সমসংখ্যক হইলে এই প্রকাশ পায় যে, তাহাদিগের জনক জননীর সহবাসশক্তিও সমপরিমিত। কিন্তু সাধারণ অপেক্ষা অল্প বা অধিক, তাহা ইহা হইতে স্থির করা যাইতে পারে না। যে পরিমাণেই এই শক্তি থাকুক না কেন, সন্তানগণ এই শক্তি জনক জননী হইতে অধিকার করিবে। কন্যাগণের যদি জনক জননী হইতে অধিকৃত কোন দৈহিক ধাতুগত দোষ না থাকে এবং সাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সহিত বিবাহে ইহাদিগের যদি অধিক কন্যা হয়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই স্থির করা যাইতে পারে যে, ঐ কন্যাগণ সহবাসশক্তিতে সাধারণ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ। ভ্রাতৃগণও এই শ্রেণীভূক্ত। সুতরাং যদি তাঁহারা সাধারণ অথবা সাধারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের পুত্রসন্তানই অধিক হইবে।

(ঢ) ইহার বিপরীত অবস্থায়, অর্থাৎ যদি কন্যাগণ অধিক পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদিগের শক্তি সাধারণ অপেক্ষা অধিক বলিতে হইবে। পুত্রগণও নিঃসন্দেহ এই শক্তি লাভ করিবেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সাধারণ শক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করিলে তাঁহাদিগের পুত্র অপেক্ষা কন্যা সন্তানই অধিক হইবে।

(ত) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাধারণের বিশ্বাস এই যে, পুত্র হইলে পিতা গর্ভস্থ সন্তানকে তাহার জাতিগত দৈহিক লক্ষণসমূহ প্রদান করিয়া থাকেন। কাজেই কন্যার জন্মে স্বামীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু 'ত' মীমাংসা এই মতের সম্পূর্ণ প্রতিবাদক। কোন এক পরিবারে পুত্র অধিক হইয়াছিল। সেই পরিবারেই এক কন্যার জন্মকালে গ্রন্থকার কন্যার পিতাকে সদর্পে 'ত' মীমাংসায় লিখিত প্রচলিত কথাটী বলিতে শুনিয়াছিলেন। এই কথাও যে প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিতেছে, তাহা পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। কৃষক প্রভৃতি কোন কোন নিম্নশ্রেণীতে স্ত্রীলোকগণের পছন্দ যে, তাহাদিগের স্বামী, বালক অভিধেয় অল্পবয়স্ক যুবকগণের অপেক্ষা, অধিক শক্তি সম্পন্ন হইবে; কারণ এরূপ হইলে তাহারা কন্যাজন্ম প্রদানের জন্য সাধারণ স্ত্রীলোকগনের সহবাস-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া নিজ শক্তির প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে স্বামী বালক প্রায় হইলে স্ত্রীর অধিক সহবাসস্পৃহা হেতু, গর্ভকালে পুত্রোৎপাদনার্থ সন্তানের উপর তাহারই ক্ষমতা অধিক হইবে।

এই অধ্যায় সমাপনে ইহাও পাঠককে বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত মীমাংসাগুলির ব্যতিক্রমও দেখা যাইবে। নিজ অথবা প্রতিবাসীগণের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিমাণবিরুদ্ধে পুত্র এবং কন্যা জন্মের কারণ অনুসন্ধান কালে পাঠকের একথাটীও স্মরণ রাখা আবশ্যক। 'ঠ' এবং 'ড' মীমাংসায় লিখিত ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নী কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সাধারণ অপেক্ষা অল্প বা অধিক শক্তি সম্পন্ন হইতে পারেন; অথবা কোন এক পরিবারে একজন অল্প বা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অপর পরিবারে বিবাহ করিতে পারেন; অথবা অধিক বয়স্ক এক ব্যক্তি অল্প বয়স্কা এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারেন; কিম্বা তাহার বিপরীতও হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে পাঠকের বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; নতুবা এই মীমাংসাসমূহ হইতেই তিনি ভ্রমে পতিত হইতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—০:*:০—

পুত্রোৎপাদনের উপযোগী সময় এবং অবস্থা।

চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত প্রকৃত ঘটনাগুলির সহিত পুত্র এবং কন্যা-জন্ম বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়মের সম্বন্ধ দর্শিত হইল। এক্ষণে সাধারণতঃ যেরূপ অবস্থায় রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে এবং গর্ভসঞ্চারকালে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র কিম্বা কন্যাসন্তানোৎপাদনার্থ যেরূপ অবস্থা অনুকূল এবং চেষ্টায় লাভ করা যাইতে পারে, তাহারও সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

ঈপ্সিত সন্তান লাভার্থ পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন বাসনায়, একশত ব্যক্তির মধ্যে এক জনকেও স্ত্রী সহবাস করিতে দেখা যায় না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য সহবাসেই প্রায় গর্ভসঞ্চার হইয়া পড়ে। এই হেতু জনক জননীর বাঞ্ছিত সন্তান লাভোদ্দেশে গর্ভসঞ্চারের অবস্থা এবং কার্য্যকাল এ অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। সহবাস-সুখসম্ভোগে বিশেষ বিঘ্নদায়ক না হয়, এরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম এ উদ্দেশ্যে গৃহিত হইল এবং সে সকলগুলিই পুত্রসন্তানোৎপাদনের উপযোগী; তাহার কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কন্যা অপেক্ষা অধিক পুত্রলাভের ইচ্ছা সকলেই করিয়া থাকেন।

প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, স্ত্রীর অতিশয় আগ্রহ না থাকিলে স্ত্রীর সহিত সহবাস কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। এই ইচ্ছা স্ত্রীর

কামচরিতার্থের বিশেষ ইচ্ছা হওয়া আবশ্যক, যেন স্বামীর সন্তোষার্থ না হয়। সহবাস সমাপনেও যদি স্ত্রীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হয়, এবং যদি সেই সহবাসে গর্ভসঞ্চার হয়, সেই অতৃপ্তি পুত্র-জন্মের একটী স্পষ্ট লক্ষণ। সেই অতৃপ্ত ইচ্ছার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে পুনরায় সহবাস কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

সহবাস সাধারণতঃ রাত্রেই হইয়া থাকে। সুতরাং রাত্রির কোন সময় ইহার বিশেষ উপযোগী, তাহার বিচারও এস্থলে আবশ্যক। সময়ের উপযোগিতা স্ত্রীর দৈনিক কার্য্যের উপর নির্ভর করে। দিবসের শেষ-ভাগে অথবা অবসানে যদি সর্ব্বদা রুদ্যমান বিরক্তিকর সন্তান পালনে স্ত্রীর শরীর ক্লান্ত এবং দুর্ব্বল হয়, সহবাস সম্বন্ধীয় নানা চিন্তায় বা স্বামীর চেষ্টায় তাঁহার কামোদ্দীপন এবং তাহার চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা হইলেও রাত্রির প্রথম ভাগ পুত্রোৎপাদনের পক্ষে উপযোগী নহে; বিশেষে যদি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর স্বামী শয়নের পূর্ব্বে বিশ্রাম এবং শারীরিক সচ্ছন্দতালাভের জন্য যথেষ্ট সময় পান। এ অবস্থায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত সহবাসকার্য্য স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। তাহার কারণ এই, তখন নিদ্রায় সকল ক্লান্তি দূর হইলে স্ত্রী শরীরের স্বাভাবিক সবলতা লাভ করিতে পারেন। যদি দিবসের শেষভাগে স্ত্রীর ক্লান্তিদায়ক কোন কার্য্য না থাকে এবং যদি স্বামী নিজ কার্য্যহেতু দৈহিক ক্লান্তি বোধ করেন, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম ভাগ সহবাসের উপযোগী। কিন্তু তখনও স্ত্রীর ইচ্ছা প্রথমে হওয়া আবশ্যক।

মাসের কোন সময় উপযোগী তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতু এবং পশুগণের কামোদ্দীপন কাল একই প্রকার। বিভিন্নতা এই যে, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব প্রচুরতর এবং সহবাসেচ্ছা অধিকতর স্থায়ী হয়। পশুগণের ইচ্ছা অল্পকালস্থায়ী।

কেবল মাত্র নিরূপিত কালীন স্রাব এবং কামোদ্দীপন কালেই তাহাদিগের সহবাসেচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এই ইচ্ছা সমস্ত মাস ব্যাপিয়াই থাকে। এরূপ না হইলে মনুষ্যজাতির বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিত না। পশুগণের ন্যায় ইহাদিগের ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী হইলে, ভবিষ্যৎ ফল চিন্তায় ক্ষণস্থায়ী ক্লেশ স্থিরভাবে সহ্য করিয়া, এই ইচ্ছাকে অনেক স্ত্রীলোকেই দমন করিতে পারিতেন। কিন্তু এই ইচ্ছার স্থায়িত্ব হেতু বিবাহদ্বারা আজীবনই, বিশেষে বিবাহযোগ্য বয়সে—যখন নবযৌবন প্রভাবে কামস্পৃহা সেরূপ সহবাসশক্তিতে বলবতী না হইলেও দুর্দ্দমনীয়া হইয়া থাকে—ইহার তৃপ্তিসাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ঋতুহেতুভূত তৎপরবর্ত্তী সহবাসেচ্ছা সমস্ত মাস ব্যাপিয়া থাকে বলা হইয়াছে। অনেকের জীবনে আবার সেরূপ দেখা যায় না। আবার অনেকের এই ইচ্ছা ঋতুকালেই হইয়া থাকে; কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ইহার উত্তেজনা সম্পাদন অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া পড়ে। এরূপ অনেক স্ত্রীলোকের বিষয় পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। এরূপ সহবাসস্পৃহাশূন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্রোৎপাদন অসম্ভব। তবে যদি সম দৈহিক অবস্থার পুরুষদিগের সহিত ইহাদিগের বিবাহ হয়, তাহা হইলে পুত্রজন্ম ইহাদিগের হইতে কতক পরিমাণে আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, সুস্থ্য ও বলিষ্ঠ সন্তানের আশা অতি অল্প।

গ্রন্থকারের নিজ পরিদর্শন হইতে তাঁহার দ্বিতীয় নিয়ম স্থির হইয়াছে। সেই নিয়মটী এই যে, ঋতুর পর যত অল্প সময়ের মধ্যে স্ত্রী গর্ভবতী হইবে, কামোত্তেজনাও তত অধিক হইবে; সুতরাং পুত্রজন্মের সম্ভবনাও সেই পরিমাণে অধিক। যদি ঋতুর কিছুদিন পরে গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে কন্যাজন্মের অধিক

সম্ভাবনা। কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে, এ নিয়ম সর্ব্ব সাধারণে প্রযোজ্য নহে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তকে এরূপ অনেক প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে, ঋতুর কুড়ি অথবা পঁচিশ দিবসেরও পরে গর্ভসঞ্চারে অনেক স্ত্রীলোকের পুত্র হইয়াছে।

ঋতুর পর পূর্ণ এক সপ্তাহ গত না হইলে সহবাস ইহুদীদিগের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তথাপি ইহাদিগের বালক এবং বালিকার সংখ্যা প্রাকৃতিক পরিমাণের অনুযায়ী। মক্ষিকাজাতির মধ্যেও দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকার সহবাসেচ্ছার পর, কিছুদিন তাহাকে পুরুষ জাতীয় মক্ষিকা হইতে পৃথক রাখিয়া সহবাস করিতে দিলে, তাহার গর্ভে পুরুষ জাতীয় মক্ষিকাই অধিক হইয়াছে।

বস্তুতঃ স্ত্রীলোকবিশেষে সহবাসেচ্ছার স্থায়িত্বের ন্যূনাধিক্য হয়। ঋতুর পর কাহারও অতি অল্পদিন মাত্র, কাহারও দুই সপ্তাহকাল, কাহারও সমস্ত মাস ব্যাপিয়াই এই ইচ্ছা থাকে। অনেকেরই ইহা মাসের প্রারম্ভেই অদৃশ্য হয়। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ঋতুর দুই সপ্তাহ পরে স্বামীসহবাসে আর গর্ভ হয় না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, পুত্রলাভেচ্ছু নারী দুই এক মাস ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিবেন, ঋতুর পর কোন সময়ে তাঁহার সহবাসেচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। কেবল সেই সময়ই সহবাসার্থ নির্ব্বাচিত করা কর্ত্তব্য।

পুনঃ পুনঃ সহবাস বংশোৎপত্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, বিশেষতঃ যদি স্ত্রীর ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীর বিশেষ অনুরোধে অথবা স্বামীর বহু প্রেমালিঙ্গনে ক্ষণতরে উত্তেজিতা হইয়া তাহাকে স্বামীর ইচ্ছার বশীভূতা হইতে হয়।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামী অত্যন্ত অধিক বলবান হইলে, প্রতি রাত্রি অথবা সপ্তাহে দুইবারেরও সহবাসে অনেক স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য চির-কালের জন্য ভগ্ন হইয়া যায়। স্বামীর পরদারগমনের ভয়ে স্ত্রীর কোন অনিচ্ছা প্রকাশ না করাতে অনেকে মনে করেন যে, এরূপ কার্য্য তাঁহার স্ত্রীর পক্ষেও আনন্দদায়ক। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইতেও পারে; কিন্তু এরূপ কার্য্য স্ত্রীর শরীরের পক্ষে অত্যন্ত হানিজনক। যে ব্যক্তি আপনার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীর শরীর এই রূপে নষ্ট করেন, তাঁহাকে পশুর সমান বলিলেও পশুগণের অযথা নিন্দা করা হয়; কারণ পশুগণও স্ত্রীজাতীয় পশুগণের অনিচ্ছা থাকিলে, সহবাসার্থ তাহাদিগের উপর কোন রূপ ছল বল বা কৌশল প্রয়োগ করে না।

প্রত্যূষকাল সহবাসের সময় বলিয়া অনেকে বিবেচনা না করিতে পারেন; কারণ এই কার্য্যের পর স্বভাবতঃ কিছু বিরাম বা নিদ্রার আবশ্যক হয়। ইহার উত্তর এই, মাসের মধ্যে এত অল্পবার সহবাস কর্ত্তব্য, যেন এ কার্য্যের পর শরীরের কিছুমাত্র ক্লান্তি বা দুর্ব্বলতা বোধ না হয়। পুত্রসন্তান লাভার্থ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ধ্রুব উপায় আর নাই। যাঁহার এরূপ ইন্দ্রিয় দমনশক্তি আছে, তিনিই ধর্ম্মগীতার (Book of Psalm) নবোদিত সূর্য্যের বর্ণনার সুন্দর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাহাতে বর্ণিত আছে, সূর্য্য যেন নববধূর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া প্রফুল্লমনে সবল ব্যক্তির ন্যায় আবার পথ পর্য্যটনে উদ্যত হইয়াছেন। অধুনা প্রায়ই সমস্ত রজনীর সাধ্যাতীত সহবাস-সুখসম্ভোগে ম্লান কৃষ এবং নির্জীব অবস্থায় স্বামী বধূর শয্যা ছাড়িয়া থাকেন। তাঁহার শরীরের তিলমাত্রও নবোদিত সূর্য্য অথবা পর্য্যটনোদ্যত বলবান ব্যক্তির সহিত তুলনা হয় না।

সকল ব্যক্তিরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ন্যূনাধিক প্রতি ত্রিশ দিনের পরে এবং ঋতু হইলে, স্ত্রীর স্বভাবতঃ সহবাসেচ্ছা হইয়া থাকে। পুরুষের ইচ্ছার পূর্ণ তৃপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার ইচ্ছা স্বভাবতঃ পুনরায় উদ্দীপিত হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে এই সকল বিষয়ের ক্রমাগত চিন্তা ও আলোচনায় এই ইচ্ছা উত্তেজিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল চিন্তা ও আলোচনা স্ত্রীর সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিৎ; কারণ, ইহার প্রশ্রয়ে কন্যাসন্তান হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

অষ্টম অধ্যায়।

নারীগণের পুত্রোৎপাদনে অক্ষমতার বিশেষ কারণ নিরূপণ।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যদি স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর সহবাস-শক্তি অধিক হইলে কন্যা সন্তান হয়, তাহা হইলে উপবাস প্রভৃতি উপায়ে স্বামীর দুর্ব্বলতা সম্পাদনে ইচ্ছা করিলেই পুত্র সন্তান লাভ করা যায়। কিন্তু এ উপায় অবলম্বন কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে সন্তানগণের দুর্ব্বল হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বরং ইহার বিপরীত উপায়, অর্থাৎ স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং বল লাভের জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী অধিকতর বলবতী হইলে, তাহার সহবাসশক্তিও স্বামীর অপেক্ষা অধিক হইবে। কি উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কোন আলোচনা এ পুস্তকের অন্তর্গত নহে। চিকিৎসকগণ বিশেষ অবস্থাসমূহ সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়া ইহার উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিতে পারিবেন। তবে স্ত্রীলোকগণের অসুস্থতার সাধারণ কারণ এবং সেই সকল কারণের প্রকৃতি নিরূপণ এই গ্রন্থের অন্তর্বর্ত্তী।

অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে সুস্থদেহ হইলেও, জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে অতিশয় দুর্ব্বল। এরূপ স্ত্রীলোকগণের সহবাসস্পৃহার বৃদ্ধিসাধন অতিশয় ক্লেশকর। এ বিষয়ে যতদুর আমরা দেখিয়াছি তাহাতে স্থির বিশ্বাস হয়, যে সকল স্ত্রীলোকের সহবাসস্পৃহা অতি অল্প, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই নিজ অথবা জনক জননী

হইতে অধিক্বত কোনরূপ পীড়ার ভাব আছে। সেই পীড়া আরোগ্য হইলে, তাহাদিগের দুর্ব্বলতা, যে পরিমাণেই থাকুক না কেন, দূর হইবে।

সহবাসস্পৃহার ন্যূনাধিক্য অনুসারে স্ত্রীলোকগণের এই কয় বিভাগ করা যাইতে পারে ঃ—

১ম। জন্মকাল হইতে বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক। যাঁহারা প্রসবের পর এবং লালন কালের মধ্যেই ঋতুমতী হয়েন এবং যাঁহারা এই কারণবশতঃ প্রতি বৎসর পুত্র প্রসব করেন, তাঁহারা এই শ্রেণীভুক্তা। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক পল্লীগ্রামেই সচরাচর দেখা যায়, সহরে অতি অল্প। অত্যধিক কামস্পৃহান্বিত পুরুষের সহিত বিবাহ না হইলে ইঁহাদিগের পুত্রই অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইলে এবং প্রসবের পরেই প্রসবান্তে দুর্ব্বলতা দূর না হইতে হইতে আবার গর্ভবতী হইলে ইঁহাদের ক্রমাগত কন্যাসন্তান হইতে থাকে।

২য়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তা স্ত্রীলোকগণ সন্তানের লালনকালের মধ্যেই ঋতুমতী হয়েন না, অথচ লালনকার্য্য দ্বারা বিশেষ দুর্ব্বলও হয়েন না। সহরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই দৈহিক অবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সচরাচর ইঁহারা সন্তানকে একবৎসর কাল পর্য্যন্ত লালন করিয়া থাকেন। এই-রূপে দুই বৎসর অন্তর ইঁহাদিগের সন্তান হয়। সন্তানের স্তন পরি-ত্যাগের কিছুকাল পরে যদি গর্ভসঞ্চার হয়, ইঁহাদের পুত্রই অধিক হইবে।

৩য়। সন্তান প্রসবে ও লালনে যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং অল্পে অল্পে বহুদিন ধরিয়া যাঁহারা বললাভ করিতে থাকেন, সেই স্ত্রীলোকগণ তৃতীয় শ্রেণীভুক্তা। সন্তান লালনের পরে দুর্ব্বল অবস্থায় তাঁহাদের ঋতু হয়। সুতরাং কন্যা সন্তানই তাঁহাদের অধিক হইয়া

থাকে। যদি কখন পুত্র সন্তান জন্মে, সেই পুত্র তাহার ভগ্নীগণের দৈহিক কোমলতা এবং দুর্ব্বল নির্জীব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ পুত্রগণের শৈশব অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। সহরে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকই অধিক। ইহাদেরই অনেক অসুস্থ দুর্ব্বল কন্যা সন্তান হয় এবং এই কন্যাগণই আবার কালে প্রসূতি হইয়া থাকে।

৪র্থ। যে সকল স্ত্রীলোক অতি দুর্ব্বল, আপনার জীবনই যাঁহাদিগের ভার বোধ হয়, তাহারা চতুর্থ শ্রেণীভুক্তা। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি পুত্রোৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি তাঁহারা কখন সন্তান প্রসব করেন, তাহার দৈহিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া থাকে এবং শৈশবে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই শ্রেণীর স্ত্রীর সংখ্যা অতি অল্প; কারণ, বিবাহ-যোগ্যা হইবার পূর্ব্বেই ইঁহাদের মৃত্যু হয়, অথবা ইঁহারা নিজ শরীরের অবস্থা বুঝিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হয়েন না, অথবা স্ত্রী এবং প্রসূতি হইবার নিতান্ত অনুপযুক্তা বোধে, বিবাহেচ্ছু যুবকগণ ইঁহাদিগকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়েন। *

উপরিলিখিত এই চারিটী প্রধান বিভাগ। ইহা ভিন্ন অন্য মধ্যবর্ত্তী বিভাগও আছে। কোন একটী স্ত্রীলোক, শরীরের অবস্থাবিশেষে এক শ্রেণীভুক্তা হইলেও স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতিতে তদুচ্চ বা নিম্নশ্রেণী-ভুক্তা হইতে পারেন।

ঈশ্বর কৃপায় জীবনের প্রথম অর্দ্ধভাগে আমাদিগের দেহে এরূপ

---

* এই শ্রেণীর চিররুগ্না বালিকাগণের বিবাহ আমাদের দেশে বিরল নহে। বস্তুতঃ সমাজ-নিয়ম কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া যতদিন না এই বালিকাগণ সবল সুস্থ-কায়া হন, তত দিন ইহাদের বিবাহ না দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এরূপ বালিকার বিবাহ দিয়া পাত্রটীকে দ্বিতীয় পক্ষের 'ভাগ্যবান' করা মাত্র। স্ত্রীর জীবদ্দশায় এরূপ বিবাহ স্বামীর পক্ষেও বিড়ম্বনা।

একটী শক্তি থাকে, যে শক্তিদ্বারা পিতামাতা হইতে অধিকৃত জন্মকালাবধি কোন রোগে ভুগিয়া অথবা আপনার কোন পীড়া হেতু শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আমরা বিশেষ চেষ্টায় এবং যত্নে শারীরিক যন্ত্রণা দূর করিয়া সবলতা লাভ করিতে পারি। এই মহালাভ যদি কেহ বিশেষ যত্ন করিলেও নিজ জীবনে ভোগ করিতে না পান, প্রত্যেক প্রসূতির স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার বিশেষ যত্নে তাঁহার পুত্র কন্যা অথবা পৌত্র দৌহিত্রগণও তাঁহার সকল দৈহিক পীড়া বা দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন।

জননীর শ্বাস প্রশ্বাস অথবা পরিপাক যন্ত্রের কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা পীড়া থাকিলে, যেমন সেই দুর্ব্বলতা বা পীড়া কন্যাগণের শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা নারীজাতীয় কোনরূপ পীড়া থাকিলে, সে সকলও কন্যাগণ জননী হইতে অধিকার করিয়া থাকেন। এই সকল পীড়া দূর করিবার নিমিত্ত কেবল জলবায়ু পরিবর্ত্তন বা স্বাস্থ্যরক্ষার অন্য উপায় অবলম্বনে কোন ফলোদয় নাই। এই সকল পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের বিশেষ উপায় বিহিত হইলে, জলবায়ু পরিবর্ত্তনাদি আনুসঙ্গিক উপায় আবশ্যক এবং ফলদায়ক হইতে পারে।

সাধারণতঃ আমাদিগের বিশ্বাস যে, জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কোন দুর্ব্বলতা থাকিলে সমস্ত দেহও দুর্ব্বল হয়। কিন্তু এ কথাকে সাধারণতঃ প্রযোজ্য কোন নিয়ম বলা যায় না। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র অথবা পরিপাক যন্ত্র দুর্ব্বল হইলেও পেশীসমূহের সবলতা এবং দেহের অন্যান অংশের সুস্থ অবস্থা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্ত্রীলোকের শ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্র রোগগ্রস্ত হইলেও, তাহার সহবাসশক্তির প্রবলতা হেতু, কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক হইতে দেখা গিয়াছে। তবে পীড়ার

বৃদ্ধিতে শরীরের সকল অংশেরই শক্তি যে ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আবার শরীর দৃঢ়, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র নিরোগ, এবং পরিপাক কার্য্য উত্তম হইলেও, জননী হইতে অধিকৃত জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় দুর্ব্বলতা অনেক সময়ে দেখা যায়। এই দুর্ব্বলতা হেতুই কন্যা-সন্তান অধিক হয়।

সকলেই স্বীকার করিবেন, এই সকল নারীজাতীয় পীড়া এবং দুর্ব্বলতা, সর্ব্বত্র বিশেষে সঙ্গতিপন্ন পরিবারে অধিক প্রাদুর্ভূত। কুমারী হারিয়ট বিচার এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,তাঁহার পরিচিতা নারীগণের মধ্যে নারীজাতীয় সকল পীড়া হইতে মুক্ত তিনি কোন প্রসূতিকে দেখেন নাই।

এই সকল পীড়ার মধ্যে ঋতুকালীন প্রচুর স্রাব সাধারণ পীড়া এবং এই পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহা পীড়া বলিয়া পরিগণিত হয় না। অনেকেই ইহাকে দৈহিক দুর্ব্বলতার একটী লক্ষণ মাত্র বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের অর্দ্ধেক স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য যে এই পীড়ায় নষ্ট হইয়াছে, একথা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। যদিও ইহা একেবারে দূর হয় না, বিশেষ চেষ্টা করিলে ইহার অনেক উপশম লাভ করা যায়। এই পীড়া অনেক স্থলেই এইরূপে অগ্রাহ্য হইবার আর একটী কারণ এই যে, ঋতুকালীন স্রাব প্রচুর হয় কি না, দশজনের মধ্যে একজনও বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। প্রসূতিগণ যদি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন, অল্পকালের মধ্যেই দুর্ব্বল অসুস্থ স্ত্রীলোকে আমাদের দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই স্ত্রীলোকগণ হইতে আবার আরও অধিক সংখ্যক কন্যার জন্ম হইবে। তাহারাও যে তাহাদিগের জননীর দুর্ব্বলতার অধিকারিনী হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীজাতীয় পশুগণের ঋতুর সহিত উদ্ভিদগণের কুসু-

যোৎপত্তির সামঞ্জস্য কোন কোন বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কুসুমোৎপাদন ফল ধরিবার পূর্ব্বকার্য্য। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, বৃক্ষের অত্যন্ত অধিক ফুল কেবল যে তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, তাহ নহে; সেই বৎসরে সেই বৃক্ষে অল্পপরিমিত ফল হইবারও ইহা একটা বিশেষ লক্ষণ।

উদ্ভিদ জগতের বা অন্য কোন উপমা প্রদান এস্থলে অনাবশ্যক এবং কল্পনাশক্তির বিকাশ মাত্র। আলোচ্য বিষয়টীরই পরিদর্শনে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ঋতু নিয়মিত এবং পরিমিত হইলে বালিকাগণের কিরূপ আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, বোধ হয় প্রায় সকলেই ভাল রূপ দেখিয়াছেন। এরূপ ঋতুতে বালিকাগণের সৌন্দর্য্য কান্তি সলজ্জভাব প্রভৃতি যৌবনের সকল শোভারই বিকাশ পায়। চক্ষুতে নূতন জ্যোতি প্রকাশ পায়, মুখমণ্ডল অধিকতর উজ্জ্বল হয়, অধিকতর লোহিত রাগে ওষ্ঠদ্বয় শোভা পায়, বাহু, স্কন্ধদেশ, বক্ষস্থল সম্পূর্ণ পুষ্ট এবং সুগোল গঠন প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার প্রতিপদে কমনীয়তা এবং নয়নে অতুল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু ঋতুস্রাবের প্রাচুর্য্যে আকৃতি কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে! দেহ শীর্ণ, সর্ব্বদাই ক্লান্তিবোধ, চক্ষু জ্যোতির্হীন কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট, তাহার চারি দিক কৃষ্ণবর্ণ রেখান্বিত, মুখমণ্ডল মলিন, ওষ্ঠ রক্তহীন স্কন্ধদেশ ও বক্ষঃস্থল কঙ্কাল হেতু অসম হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া ঋতু এইরূপ হইলে যৌবনে বার্দ্ধক্য আনীত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্রাব প্রচুর হয় কি না, জিজ্ঞাসা করিলে দশজনের মধ্যে একজনও বলিতে পারেন না। অন্য নয় জন হয়ত বলিবেন, তাঁহাদের ঋতু অন্য স্ত্রীলোকগণের ন্যায়। সুস্থ অবস্থায় ঋতু পরিমাণ তাঁহারা অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের স্রাব প্রচুর অথবা

পরিমিত তাঁহারা বলিতে পারেন না। বাস্তবিক ইহার কোন পরিমাণ স্থির করা অসম্ভব। স্ত্রীলোকগণের দৈহিক শক্তি এবং স্বাস্থ্যের উপর ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

তথাপি অপরিমিত ঋতুস্রাবে দেহের দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বোধ হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বোধে স্রাব অপরিমিত জানিতে হইবে। এইটী স্মরণ রাখিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই সহজে বুঝিতে পারিবেন, ঋতু পরিমিত বা অপরিমিত হইতেছে এবং কোন্ সময়ে ইহার আধিক্য নিবারণার্থ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ বা অন্য উপায় বিধান আবশ্যক। চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ অসম্ভব হইলে অন্য উপায় অবলম্বনের জন্য এই বিষয়ক নিম্নলিখিত একটী কথা পাঠিকাবর্গের উপদেশার্থ লিখিত হইল।

নাসিকা মুখ পাকাশয় এবং জরায়ুর অভ্যন্তর ভাগে যে অতি সূক্ষ্ম আবরণ থাকে, তাহাকে ঝিল্লী কহে। নাসিকা প্রভৃতির ঝিল্লী হইতে সময়ে সময়ে শোণিত নির্গত হইতে দেখা যায়। এইরূপ শোণিত নির্গমন দুইটী কারণে হইয়া থাকে। প্রথম, যখন দেহের কোন স্থানে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চিত হয়, সেই স্থানের ধমনীসমূহ রক্তাধিক্যহেতু স্ফীত হইয়া উঠে। পরে অত্যধিক চাপ হেতু সেই ধমনীসমূহের গাত্র দিয়া শোণিত অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকে। রক্তাধিক্য বা প্রদাহের উপশমে চাপ কম হইয়া আইসে। তখন দ্বিতীয় কারণ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বকথিত চাপ হেতু সূক্ষ্ম ধমনীসমূহের শিথিলীভূত গাত্র, সাধারণ শোণিতবেগহেতু পুনরায় ভালরূপ সঙ্কুচিত হইতে পায় না। সুতরাং তখনও সেই বিকার প্রাপ্ত ধমনীসমূহ হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে। এবার শোণিত

নির্গমনের কারণ রক্তাধিক্য নহে, তন্ত্রি (tissues) সমূহের দুর্ব্বলতা। নাসিকা হইতে এরূপ শোণিতনির্গমন প্রায়ই দেখা যায়। রক্তাধিক্য হেতু শোণিত নির্গমন আরম্ভ হইয়া রক্তাধিক্যের উপশমেও সেই শোণিত নির্গমন স্থগিত হয় না। বরং সময়ে সময়ে তাহাতে প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা হইয়া উঠে। প্রবল সঙ্কোচক ঔষধের প্রয়োগে ধমনীর দেহ সঙ্কুচিত হইলে শোণিত নির্গমন বন্ধ হয়। সময়ে সময়ে রোগীকে অজ্ঞান করাও হইয়া থাকে; কারণ অজ্ঞানাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের লাঘবতা হেতু ধমনীসমূহের দেহে রক্তের চাপ একরূপ বন্ধই হইয়া যায় এবং তাহাদিগের দেহভাগও তখন সঙ্কুচিত হইবার অবসর পায়। সকল ব্যাধির মূলস্বরূপ এই মহা বিপদজনক নারীজাতীয় পীড়ার যতগুলি কারণ দেখা যায়, কোটীদেশ কষিয়া বাঁধিয়া রাখা সে সকল গুলির মধ্যে প্রধান কারণ। ইহাতে কেবল যে কোটী বন্ধনী বা কঠিণ বক্ষাচ্ছাদনের কথা বলা হইতেছে, তাহা নহে। কোনরূপে কোনরূপ বস্ত্রদ্বারা কোটীদেশ এবং বক্ষস্থল আঁটিয়া রাখা অকর্ত্তব্য। এরূপ বন্ধনে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীসমূহের মধ্য দিয়া দেহের নিম্নভাগে চালিত শোণিত, শীরাসমূহের দ্বারা হৃৎপিণ্ডে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক হয়। বাহু হইতে শোণিত পাতিত করিবার পূর্ব্বে অস্ত্রচিকিৎসক যেমন বাহু বন্ধন করিয়া থাকেন, কোটীদেশ বন্ধনের কার্য্যও সেই রূপ। যতক্ষণ বন্ধন থাকে, ততক্ষণ শীরা হইতে অবিরত শোণিত নির্গত হইতে থাকে। অস্ত্রচিকিৎসার বন্ধনের ন্যায় কোটীদেশ বন্ধন ততদূর বলপূর্ব্বক হয় না সত্য; তথাপি শরীরে কোনরূপ চাপ বা বন্ধন অতি সামান্য হইলেও, বা বিশেষ ক্ষতিজনক বোধ না হইলেও, ঋতুকালে প্রয়োগে ক্ষতিজনক হইতে পারে। অন্য সকল বস্তুর ন্যায় রক্তের নিম্নাভিমুখে গমনের ভাব

থাকে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ কার্য্যদ্বারা সেই ভাবের প্রতিরোধ হইলে, শোণিত উর্দ্ধাভিমুখে চালিত হয়। সুতরাং কোন রূপ কৃত্রিম প্রতিবন্ধক সামান্য হইলেও, তাহার প্রতিরোধ হৃৎপিণ্ডের পক্ষে কিছু দুঃসাধ্য। এই হেতু কোটিদেশ বন্ধনে দেহের নিম্নভাগস্থ শোণিত দেহের সেই ভাগের প্রত্যেক কোমল স্থানেই রক্তাধিক্য আনয়ন করে, অথবা ঋতুকালে প্রচুর স্রাবরূপে নির্গত হইতে থাকে।

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, হস্তে, বিশেষতঃ অঙ্গুলির দিকে কোনরূপ ক্ষত হইলে, চিকিৎসকগণ হস্ত নিচু করিতে দেন না; রুমাল দ্বারা ঘাড়ের সহিত বাঁধিয়া উঁচু করিয়া রাখিতে পরামর্শ দেন। তাহার কারণ এই, আপেক্ষিক ভার হেতু শোণিত ক্ষতস্থানে অধিক পারমাণে সঞ্চিত হইয়া প্রদাহ আনিতে পারে। ঋতুকালে শোণিতের কার্য্যও সেইরূপ এবং প্রচুর স্রাবের উপশমের জন্য একই উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, কোটীদেশ আল্গা করিয়া রাখা এবং শয্যায় বা অন্য কোন স্থানে শায়িতা অবস্থায় থাকা। বাহুর বন্ধন খুলিয়া দিবার পূর্ব্বে শোণিত নির্গমন রোধার্থ সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ যেরূপ নিষ্ফল, প্রচুর ঋতু স্রাবের উল্লিখিত প্রধান কারণ দূর করিবার পূর্ব্বে অন্য উপায় বিধানও সেইরূপ নিষ্প্রয়োজন।

স্বামীর অত্যধিক সহবাসসুখসম্ভোগ, স্ত্রীলোকগণের এই পীড়ার আর একটী প্রধান কারণ। ইহা যে কেবল পীড়ার বৃদ্ধির কারণ তাহা নহে, পীড়ার উৎপত্তিরও কারণ। প্রচুর স্রাবে সহবাস স্পৃহার হ্রাস হইয়া থাকে। তখনও সহবাসেচ্ছা না থাকিলেও স্বামীর সন্তোষার্থ স্ত্রীকে তাহার ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইতে হয়। উভয়েরই স্পৃহা থাকিলে ততদূর ক্ষতিজনক না হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সহবাস স্ত্রীর পক্ষে বিশেষ রূপে স্বাস্থ্যহানিকর।

কতশত নারী বিবাহিতাবস্থায় সুখসচ্ছন্দ পরিবৃতা বলিয়া বোধ হইলেও, এই কারণে কি অসুখেই দিন যাপন করিয়া থাকেন। বারম্বার সহবাসে জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত ও প্রদাহিত হয়। তাহাতে যে কেবল শরীরের ক্ষতি হয় এমন নহে, মনের অবস্থাও ক্রমে শোচনীয় হইয়া আইসে। মন দুর্ব্বল, সর্ব্বদা ক্রোধপরবশ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা, উত্তেজনশীলতা ও নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয় এবং অন্য নানা কারণে আজীবন ভয়ানক অসুখেই তাঁহারা দিন যাপন করেন। তাঁহাদিগের এরূপ পীড়া নয়, যে জীবনের শেষ হইবে; অথচ তাঁহারা আজীবন মানবদেহের সুখসম্ভোগে বঞ্চিতা থাকেন। যে পর্য্যন্ত না স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই এই দ্বিতীয় কারণ হইতে বিশেষরূপে সাবধান হন, প্রচুর স্রাব বা জননেন্দ্রিয়ের কোন পীড়া হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশা তাঁহাদিগের বৃথা।

প্রচুর এবং ক্লেশকর ঋতুর আর একটী কারণ মৈথুন। এই কুঅভ্যাস দৈহিক নানা পীড়ার উৎপাদক। এ বিষয় বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। এরূপ গ্রন্থও অনেক আছে এবং এ বিষয়টীও এ পুস্তকের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে। কেবল পাঠক এবং পঠিকাগণকে এই মাত্র স্মরণ করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই কুঅভ্যাস মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং অকাল মৃত্যুর পথ স্বরূপ। বালক বালিকাগণের এই কুঅভ্যাস বিষয়ে তাঁহাদের যেন কোনরূপ অগ্রাহ্য না থাকে। বালক বালিকাগণের এ অভ্যাস একবার হইলে তাহাদের অকালমৃত্যু বা অকালবার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী।

পীড়া সম্বন্ধে এত কথা বলা হইল, এখন তাহার আরোগ্য বা উপশমের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। চিকিৎসকগণই ইহার প্রকৃত উপায় বিধান করিতে পারেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, কোন স্ত্রীলোক

তাঁহার কন্যার এই পীড়া সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চিকিৎসক-গণ সে কথা উড়াইয়া দিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, আরও কিছু অধিক বয়স হইলে, অথবা বিবাহ হইলে, অথবা জননেন্দ্রিয়ের কার্য্যসমূহ বয়ঃপ্রাপ্তে নিয়মিত হইলে এ পীড়া আর থাকিবে না। এরূপ স্থলে দুই একটা উপদেশ নিতান্ত আবশ্যক। এ উপদেশ ঔষধ সম্বন্ধে নহে, দৈনিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে। ঔষধে যে এ পীড়ার উপশম হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, রোগের মূলকারণের কোনরূপ প্রতিবিধান হয় না। সুতরাং রোগের মূলকারণ ও তাহার প্রকৃতি নিরাকরণ এবং তাহার প্রতিবিধান বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যদি বস্ত্র কষিয়া পরা বা কোটিদেশ ও বক্ষস্থল সভ্যতার অনুরোধে আঁটিয়া রাখা অভ্যাস থাকে, তাহা খুব আল্‌গা করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঋতুকালে বা তাহার পূর্ব্বে অত্যধিক অঙ্গচালনা বা পরিশ্রম, যেমন নৃত্য অশ্বারোহণ প্রভৃতি অকর্ত্তব্য। কোষ্ঠ পরিষ্কার নিতান্ত আবশ্যক। বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে, দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী কালে তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে ঋতুকালে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন হইবে এবং সে সময়ে সেরূপ ঔষধ ব্যবহার করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে। যতক্ষণ সম্ভব রোগী সম্পূর্ণ শায়িতা অবস্থায় থাকিবেন। অর্দ্ধশায়িতা এবং অর্দ্ধ উপবিষ্টা অবস্থায় থাকাও কর্ত্তব্য নহে। মস্তিষ্কের বা মানসিক উত্তেজনা যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই সকল উপায় অবলম্বন এবং তৎসহ ঔষধ সেবন দ্বারা এই মহারোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের অনেক আশা করা যাইতে পারে।

নারীগণ যেন কখন এরূপ মনে না করেন যে, অতি অল্পে অল্পে উপশম হয় বলিয়া এ পীড়া দুরারোগ্য বা তাহার আরোগ্য চেষ্টা বৃথা।

অন্যান্য অনেক পীড়ার ন্যায় ইহাকে একেবারে দমন করা দুঃসাধ্য বটে, তথাপি যাহাতে দেহে ইহার আনুসঙ্গিক অন্যরূপ বিপদ না আসিতে পারে, ইহাকে এরূপে দমন করা যাইতে পারে।

প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর গত হইল, এ দেশে বংশবৃদ্ধিনিবারণার্থ এক প্রকার বিষাক্ত বটিকা প্রকাশ্যে বিক্রয় হইয়াছিল। সেই বিষাক্ত বটিকা সেবনের ফল জননী হইতে অধিকার করিয়া আধুনিক প্রসূতি-গণ এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ ভোগ করিতেছেন কি না, তাহাও পাঠকবর্গের একটী আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। এই বটিকা যে দেশে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, মূর্খ বটিকা ব্যবসায়ী-গণের প্রচুর অর্থ সংগ্রহ এবং তাহাদের আশাতিরিক্ত আর্থিক উন্নতিই তাহার প্রধান প্রমাণ। কয়েক বৎসর গত হইল, ইহাদের মধ্যে এক-জনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার সর্ব্বশুদ্ধ বিক্রয় ১,০০,০০০ লক্ষ ডলার। সুতরাং ক্রেতাও এক লক্ষ। এই একজন স্ত্রীলোক হইতেই দেশের স্ত্রীলোকগণের জীবনে যে কি পর্য্যন্ত বিষময় ফল ফলিয়াছে, সর্ব্বব্যাপী ভগবান ভিন্ন আর কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

এই মহাপাপ দমনার্থ একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার সভ্য মহোদয়গণ বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে এরূপ বিষ বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। নারী জাতীয় পীড়া সমূহের মহৌষধ বলিয়া এই বিষ বিক্রীত হইত। বিক্রেতাগণ তাহাদিগের বিজ্ঞাপনে বটিকা সেবন বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবার ছলে, এই কয়টী কথায় তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃই প্রকাশ করিয়াছিল:—"গর্ভাবস্থায় ইহার সেবন নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি ভ্রমবশতঃ কেহ গর্ভাবস্থায় সেবন করেন, তাহাতে গর্ভপাত ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই।" এই মহতী সভার বা দেশের

মঙ্গলেচ্ছু মহোদয়গণের এ বিষয়ে আরও একটী কার্য্য অবশিষ্ট আছে। এখনও অনেক অজ্ঞান অবিবেকী পশু এরূপ বটিকা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিতেছে। যদিও বিজ্ঞাপনে তাহারা ঋতুবন্ধের বা এইরূপ কোন নারী জাতীয় পীড়ার ঔষধ বলিয়া লিখিয়া থাকে, প্রত্যেক ঋতুকালে গর্ব্ভপাত করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

নারীগণ গর্ব্ভপাতের উদ্দেশ্যেই যে এ সকল বটিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন, একথা আমরা বলি না। হয়ত তাঁহারা বিক্রেতা-গণের বাগ্‌জালে ভুলিয়া নিজ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ সকল বটিকা সেবন করেন। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীলোকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একবার গর্ব্ভসঞ্চার হইলে ঋতুস্রাব পুনরানয়নের জন্য বা সরল ভাষায় গর্ব্ভপাতের উদ্দেশে যে ঔষধই ব্যবহৃত হউক না কেন এবং তাহার বিক্রেতাগণ ঔষধের নিরপকারিতা সম্বন্ধে যতই কিছু বলুক না কেন, সে ঔষধ নিশ্চয়ই দেহের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

গর্ব্ভসঞ্চারে ঋতু প্রতিরুদ্ধ বা স্থগিত হয়। এই প্রতিরোধ দূরী-করণ, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার রূপ কার্য্যের ন্যায় নহে। এ কার্য্য সাধনের জন্য বিশেষ রূপ বলবান ঔষধের আবশ্যক। দেহের অপর যন্ত্রসমূহের সহিত জরায়ুর কিছু দূর সম্বন্ধ থাকায়, পাকাশয়ে এবং অন্ত্রে প্রবিষ্ট ঔষধ সমূহ অন্য যন্ত্র সমূহের ন্যায় জরায়ুর উপর সেরূপ সহজে কার্য্য করিতে পারে না। এই শেষোক্ত যন্ত্রের উপর কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে এই সকল ঔষধের কার্য্য শরীরের অন্যান্য যন্ত্র ও শোণিতের উপর হইয়া থাকে। সুতরাং জরায়ুর উপর উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধিত হইবার পূর্ব্বে ইহা দ্বারা প্রথ-মতঃ শোণিত দূষিত হয়, স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং জীবনিশক্তির হ্রাস হয়। বৃক্ক

হইতে অকালে নবজাত ফলসমূহ ফেলিয়া দিবার জন্য, রৌদ্র বায়ু বৃষ্টি ইহার শাখা প্রশাখা পত্রসমূহে লাগিতে না দেওয়া এবং শিকড় খুঁড়িয়া তাহাতে রৌদ্র লাগান প্রভৃতি কার্য্য যেরূপ মূর্খতার পরিচয়, ঔষধ সেবন দ্বারা গর্ত্তপাত সাধনও সেইরূপ অবিবেকীর কার্য্য। বৃক্ষ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে তাহা হইতে ফল সমূহ ঝরিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন মূলে মৃত্তিকা ক্ষেপন ও রৌদ্র বৃষ্টি বায়ু প্রয়োগে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা করাও বৃথা। কিছুদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় বৃক্ষটী জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আর কোনই উপকার নাই। বাঁচিয়া থাকে এই পর্য্যন্ত।

নিন্দা বা ঈর্ষা পরবশ হইয়া যে এত কথা লিখিলাম তাহা নহে। সর্ব্বসাধারণেই বোধ হয় এই সকল কথা বলিবেন এবং এই সকল অসৎ কার্য্যে যে কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অনেক পরিবারে, বিশেষতঃ সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, দুইটী বা তিনটী মাত্র সন্তান দেখা যায় এবং সেই সন্তানগণের জন্মের মধ্যবর্ত্তীকাল এত অধিক যে, তাহার মধ্যে আরও সন্তান হওয়া উচিত ছিল। হয়ত স্ত্রী ও পুরুষের সহবাসে বিরাগ হেতু অথবা তাঁহারা গর্ত্তসঞ্চারের প্রতিকূল অবস্থায় সহবাস করিয়া থাকেন বলিয়া এরূপ অল্প সংখ্যক সন্তানের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু সকলেই এ সকল উপায় অবলম্বন করিলে, গর্ত্তপাতকারী ঔষধ বিক্রেতাগণ কখনই এরূপ সম্পত্তি করিতে পারিত না। তাহাদিগের অর্থসঞ্চয়েই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তাহাদিগের ক্রেতাও অসংখ্য। এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ঔষধ সেবন দ্বারা পুত্রোৎপত্তি স্থগিত রাখার প্রথা এখনও দেশে যথেষ্ট প্রচলিত রহিয়াছে, এবং ইহাই—আপনি সেবন করিয়াই হউক বা সেবনের ফল জননী হইতে অধিকার

করিয়াই হউক—অকাল মৃত্যুর পথ স্বরূপ স্ত্রীলোকদিগের অনেক পীড়ার কারণ।

যে সকল স্ত্রী এরূপ উপায়ে সন্তানোৎপত্তি নিবারণ করেন, কেবল যে তাঁহারা আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং অকালে বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু আনয়ন করেন তাহা নহে। তাঁহাদের মূর্খতা এবং মহাপাপের ফল, যে সকল সন্তানকে তাঁহারা কৃপা করিয়া জন্ম দেন, তাহাদিগের ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া যান। সকলেই বোধ হয় এ কথা স্বীকার করিবেন, যে স্ত্রীলোক এ উপায়ে একবার গর্ভপাত করিয়াছেন, তাঁহার সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

—০:*:০—

নারীগণের পুত্রোৎপাদনের উপযোগী দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমাদিগের একখানি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদিকা শিশুদিগের লালন পালন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—"আজ কাল শিশুগণের মধ্যে প্রায় সকল গুলিই অসুস্থ। তাহাদিগের মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল, স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত পীড়িত, ধূমপান রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অত্যাচার ও অজীর্ণ প্রভৃতি নানারোগ হইতেই একরূপ তাহাদিগের জন্ম বলিতে হইবে। পিতা যেন পুত্রের মস্তিষ্ক তামাকের ন্যায় সাজিয়া সেবন করিয়াছেন; মাতা নৃত্য রঙ্গালয় প্রভৃতির আনন্দে মত্ত হইয়া দগ্ধ মস্তিষ্কের নিঃশেষ করিয়াছেন। স্নায়ুমণ্ডলী সম্বন্ধে উভয়েই পীড়িত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া যে পর্য্যন্ত না স্ত্রী কিঞ্চিৎ কফি পান করেন, তাঁহার হস্ত সরে না, কাঁপিতে থাকে এবং তাঁহার পাকাশয় যেন ফুলিয়া উঠে আর কিছুই ভাল লাগে না। কফিটুকু পান করিলেই যেন সে দিবসের জন্য তিনি নব জীবন প্রাপ্ত হন। স্বামীও ধূমপান না করিলে চিন্তা অধ্যয়ন বা মানসিক কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। উভয়েই যেন দুই দিক হইতে সন্তানের আয়ু দগ্ধ করিতেছেন। রাত্রি জাগরণ, নৃত্যাদির আনন্দ প্রভৃতি কারণে স্নায়ু এবং পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা এবং উত্তেজনশীলতা উভয়ের শরীরে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এরূপ দুই জনে সন্তানের জন্মদান

করিলে সে সন্তান কেন নিতান্ত দুর্ব্বল ও পীড়িত না হইবে? এরূপ দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে প্রকৃতির সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত কার্য্যই ক্লেশদায়ক। সময়ে সময়ে শিশুগণ যে অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া থাকে, ক্ষুধা শীত গ্রীষ্মাতিশয্য প্রভৃতি যে তাহার কারণ তাহা নহে। সে ক্রন্দন অত্যন্ত স্নায়বিক যন্ত্রণা হেতু। কখন বা ভয় হয়, কখন বা জীবনের প্রত্যেক বস্তুই তাহার পক্ষে অসহ্য বোধ হয় এবং স্নায়বীয় জ্বরাক্রান্ত দুর্ব্বল রোগীর ন্যায় তাহার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী সর্ব্বদা বিচলিত থাকে।” জনক জননীর ধূমপান, রাত্রিজাগরণ, কফিপানে যে সন্তানের স্বাস্থ্যের হানি হয়, ইহাতে কাহারও কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সম্পাদিকা যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার কিছুই অত্যুক্তি বলা যায় না। এ সকল গুলিই সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত কথা। ধূমপান, রাত্রিজাগরণ ও কাফিপান ভিন্ন আমাদিগের দেশের যুবক যুবতীগণ স্বাস্থ্যহানিকর অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। কেবল যে স্বাস্থ্যহানিকর অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা নহে, স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক উপায়ও তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন। কাযেই অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন।

আবার অনেক স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা অধুনা প্রাদুর্ভূত স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অনভিজ্ঞতা মূলক অত্যাচার সমূহের বর্দ্ধনের জন্য বিশেষ সযত্না। ইঁহাদিগকে সংসারের লোক বলা যায় না। ইঁহারা সকল প্রকার কুকামনাবর্জ্জিতা এবং ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্বরূপিনী। দেহকে নিজবশে রাখাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে ইঁহারা স্বভাবগতঃ ভোগেচ্ছা সমূহের সংযমন করিয়া থাকেন, বা সে সকল বাসনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। এই জগতেই এবং মানবদেহ ধারণ করিয়াই, সংসার এবং সংসারের যাবতীয় দোষ বর্জ্জন দ্বারা স্বর্গীয়া দেবী স্বরূপিনী হওয়াই

তাঁহাদের বাঞ্ছা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সমূহের অর্দ্ধেক মাত্র করিয়া থাকেন।

ইহাদের জানা উচিত, পুত্রলাভবাসনা এবং রিপুচরিতার্থতা দুইটী ভিন্ন বস্তু। প্রথমটী ঈশ্বরের আদেশ পালন, দ্বিতীয়টী মনুষ্যের পাপ-ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ;-প্রথমটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং পুণ্যকর্ম্ম, দ্বিতীয় পাপ মাত্র অকর্ত্তব্য এবং পরিত্যজ্য। পুত্রকামনায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি পাপ-মধ্যে পরিগণিত করা কোন মতে ধর্ম্ম বা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কার্য্য। প্রকৃত প্রস্তাবে, মৈথুন যেমন একদিকে মহা পাপ, অপর দিকে কামরিপুর সম্পূর্ণ দমন বা বিনাশ সাধনও সেইরূপ মহাপাপ। আহার সম্বন্ধে যেমন আকণ্ঠ ভক্ষণ ও উপবাসের মধ্যবর্ত্তী কার্য্য আছে, পুত্রজন্মপ্রদান-কার্য্যেরও সেইরূপ লাম্পট্য ও ইন্দ্রিয় সংযমন এই দুইএর একটী মধ্যবর্ত্তী স্থান আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের এই মধ্যবর্ত্তী স্থানই গ্রহণীয়।

আজ কাল স্ত্রীলোকগণ যে সন্তানের বড় আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে দুইটী বা একটী মাত্র, তাহার প্রধান কারণ সন্তানগণের দৈহিক বা মানসিক দুরবস্থা। প্রসূতির গৌরবের বস্তু সন্তানে, কি শৈশবে কি যৌবনে, কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত যে, সন্তানের সমস্ত পীড়ার তাঁহারা মূল কারণ। এরূপ পুত্রের আকাঙ্ক্ষা কোন্ রমণী করিবেন ? কিন্তু সুস্থ সবল ধীশক্তি-সম্পন্ন পুত্রগণ ও সেইরূপ সুস্থকায়া সদা প্রফুল্ল-বদনা কন্যাগণ দ্বারা পরিবৃতা হইয়া কোন রমণী না স্বর্গীয় বিমল আনন্দ উপভোগ করেন ? সুতরাং মলিন সর্ব্বদা রোগাক্রান্ত উঠিতে পড়িয়া যায়, সর্ব্বদা রোরুদ্যমান, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই চিকিৎসকের হস্তে উৎসর্গীকৃত দুই একটী

সন্তান লাভ করিলেই তাঁহারা জীবন চরিতার্থ এবং বাসনা পরিতৃপ্ত বোধ করেন, আর অধিক তাঁহারা প্রার্থনা করেন না।

কথিত আছে যে, পারিস নগরে পাঁচ পুরুষেই একটী বংশের লোপ হয়। গ্রন্থকার নিজ পরিদর্শনে স্থির করিয়াছেন যে, সকল সহরেই প্রায় এরূপ হইয়া থাকে। সহরের যে সকল পরিবার মধ্যে পুত্রগণের বিবাহ কেবল সহরের কন্যাগণের সহিত হইয়া থাকে, সেই সকল পরিবার বিশেষতঃ এই নিয়মের অধীন এবং সেই সকল পরিবার হইতেই একথা সত্য বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল পরিবারে কোন কোন পুত্রের পল্লীগ্রামে বিবাহ হইয়াছে, সেই সকল বংশেরই বহুদিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

বৃদ্ধ বহুদর্শী পাঠকগণ সহরে অনেক স্থলে দেখিতে পাইবেন, যে সকল লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া সহরে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামে জন্মহেতু এবং তথাকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু উপভোগে ৭০ বা তদধিক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল দেহে কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রগণ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সহরে লালিত পালিত হইয়া ক্রমেই দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া আসিতেছেন, এবং দৈহিক অবস্থায় পিতার অপেক্ষা অনেকটা নিম্ন শ্রেণীস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; এবং তাঁহার পৌত্রগণ এরূপ অসুস্থ রুগ্ন ও দুর্ব্বল যে, তাহাদিগের অর্দ্ধেক গুলিই পিতামহের মৃত্যুর পূর্ব্বেই কালকবলিত হইয়াছেন। এরূপ পরিবার মধ্যে ভাল করিয়া দেখিলে প্রায় দেখা যাইবে যে, প্রথম পুরুষে পুত্র এবং কন্যা প্রায় সম সংখ্যক বা পুত্রই অধিক হইয়াছে; দ্বিতীয় পুরুষে কন্যা অধিক, তৃতীয় পুরুষে কন্যাই অধিক সংখ্যক। এইরূপে চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষে পুত্র আর আদতেই হয় না। সুতরাং চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষে বংশের লোপ হইয়া যায়।

যদি কখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, অনুসন্ধানে প্রায়ই দেখা যাইবে যে, প্রসূতি সুস্থ এবং সবল দেহ সম্পন্না কোন পল্লীগ্রামের কন্যা, কিম্বা সহরের হইলেও তাঁহার পিতৃ পুরুষগণের স্বাস্থ্য এবং সবলতা প্রাপ্তির উপযোগী কোন বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছেন। যেমন সহরের জল-বায়ু এবং অন্য নানা কারণে স্বাস্থ্য এবং বল নষ্ট হয়, সেইরূপ পিতা পিতা-মহের স্বাস্থ্য এবং সবলতা পুনঃপ্রাপ্তির উপযোগী অবস্থার উপভোগে বংশের এবং দেহের সকল ক্ষতিই পূরণ করা যাইতে পারে। এইরূপে পিতা মাতার দোষজাত দৈহিক দুর্ব্বলতা, অসুস্থতা এবং সকল প্রকার ক্লেশই তাঁহাদিগের আপন যত্নে উপশম হইতে পারে এবং সন্তানগণকেও বিশেষ যত্নে এবং সাবধান পূর্ব্বক লালন পালন করিয়া নিজ বংশ হইতে সে সকল একেবারে দূর করা যাইতে পারে। এরূপ উপায় অবলম্বনে যদি পিতা মাতার পীড়া সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতিলাভ সন্তানগণের পক্ষে সম্ভব না হয়, তথাপি সে সকলের ফলভোগ তাহাদিগের অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই। উপায় থাকিতে স্বীয় পীড়া সমূহ সন্তানগণকে প্রদান করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উল্লিখিত কথা গুলির কি সম্বন্ধ তাহাই এখন দেখা যাউক। যে নারীর সন্তানগণের মধ্যে সকলগুলি বা অধিকাংশ কন্যাসন্তান, তিনি যদি পুত্রকামনা করেন, তিনি প্রথমতঃ তাঁহার আপনার এবং পূর্ব্বপুরুষগণের দৈহিক অবস্থা ভালরূপ দেখিবেন। যদি তাঁহার জননী এবং জননীর পিতৃকুলে অধিক কন্যাসন্তান হইয়া থাকে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার জননী হইতে তিনি সেই দুর্ব্বলতা অধিকার করিয়াছেন এবং তাহা দূর করণ সময় সাপেক্ষ্য। যদি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষে এরূপ কোন লক্ষণ দেখা না যায়, তিনি তাঁহার আপনার দৈহিক অবস্থার বিষয় দেখিবেন। তাঁহার প্রধান দ্রষ্টব্য, নিজ

অলসতা হেতু তিনি তাঁহার পিতা মাতার স্বাস্থ্য ও বললাভে বঞ্চিতা হইয়াছেন কি না। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তিনি আপনার অলস-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া এবং কিছু দিনের জন্য জলবায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা পুত্রোৎপত্তির উপযোগী শক্তি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পল্লীগ্রামে বাস এবং অঙ্গসঞ্চালন হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা স্বাস্থ্য পুনর্লাভের চেষ্টা। তৎসহ সহবাস মৈথুন প্রভৃতির ইচ্ছা সম্পূর্ণ দমন করিতে পারিলে এক বৎসরের মধ্যেই দেহের যথেষ্ট উন্নতি হইবে এবং তিনি পুত্রসন্তান লাভ করিতে পারিবেন। নারীগণের যতদিন দুর্ব্বলতা থাকিবে—পিতামাতা হইতে অধিকৃতই হউক অথবা স্বীয় দোষেই হউক—সন্তানোৎপাদনরূপ কার্য্য হইতে বিরত হওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তদুদ্দেশ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বলনাশক বিষাক্ত ঔষধ যেন কোন মতে কোন নারী সেবন না করেন। পুত্রলাভেচ্ছু নারীগণের সহবাসেচ্ছা দমন অথবা আবশ্যক বোধে স্বামীসঙ্গ আবশ্যক কাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করিতে পারেন, চিরকাল ধরিয়া যে কার্য্য স্বেচ্ছা-ধীনে চলিয়া আসিতেছে, তাহার জন্য এত আয়োজন আড়ম্বর দেখিতে শুনিতে বড়ই মন্দ। কিন্তু ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ চিন্তা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই মনে আদৌ স্থান পাইবে না। উদ্ভিদ্ এবং গার্হস্থ পশুগণের সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধে কত জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি এবং ইহার অধিকতর সহজ উপায় উদ্ভাবন এবং এই সকল বিষয়ের জ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধে কতই আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু মানবজাতির উৎপত্তি ও পালন বিষয়ে কোন উপদেশ কথা বলিলে তাহা কদর্য্য বলিয়া ঘৃণা করা শিক্ষিত বুধমণ্ডলীর কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। তবে যে সকল কথা হইতে সহবাসস্পৃহা প্রশ্রিত হয় অথবা

অস্পষ্ট স্বভাব হেতু কথিত হয়, সে সকল কথা ভদ্রসমাজে ঘৃণার্হ। কিন্তু পুত্রলাভরূপ ধর্ম্মোদ্দেশে বিবাহ অথবা সহবাসের বিষয়ে কোন কথা পবিত্র কথা বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। এ সকল বিষয়ের আলোচনায় এবং পিতামাতার আনন্দস্বরূপ ও জগতের হিতকারী পুত্রজন্মপ্রদানোদ্দেশে তদ্বিষয়ক আলোচনায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা মনে আদৌ স্থান পায় না।

সাধারণের বিশ্বাস এই যে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানই অধিক সংখ্যক অকালে প্রসূত ও বিনষ্ট হয়। বিবরণাবলীতেও একথা সত্য বলিয়া যথেষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। গর্ভসঞ্চারে এবং ভ্রূণশিশুর লালনে, কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তান হইলে প্রসূতির অধিকতর শক্তির আবশ্যক। পরিপাকশক্তির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করিলে যেমন পাকাশয় ভারাক্রান্ত হয় এবং তাহা হইতে ভুক্ত সমস্ত বস্তুই উদ্গারিত হইয়া যায়, দুর্ব্বল জরায়ুতে পুত্রোৎপত্তির কার্য্যও সেইরূপ। প্রকৃতির সকল কার্য্যেরই একটী সীমা আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত উদ্ভিদের ফল এবং পশুগণের শাবকসংখ্যার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যখন আমরা সেই সীমা অতিক্রম করিয়া এবং উদ্ভিদ্ বা পশুর বলের বৃদ্ধি না করিয়া আরও অধিক সংখ্যক ফল বা শাবক উৎপাদনের চেষ্টা করি, তাহাতে উদ্ভিদ্ বা পশুগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অকালে অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে ও জীবগণের গর্ভপাত হয়। আত্মরক্ষারূপ এই সর্ব্ব প্রধান প্রাকৃত নিয়ম দ্বারা প্রকৃতি প্রসূতিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি বিশেষ যত্নে এবং সাবধানে এই সকল ফল পরিপক্ক হয় এবং পশুশাবকসমূহ ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তথাপি জীবন ধারণের প্রধান আবশ্যক বস্তু সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা অকালে কালকবলিত হইয়া থাকে। ফল সকল অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে এবং শাবক-

সমূহ সন্তানোৎপাদনের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পঞ্চভূতে অদৃশ্য হয়।

এই হেতু, যদি কন্যাসন্তান পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভে থাকে, অথচ পুত্র-সন্তান হইলেই তাহা অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পুত্রজন্মপ্রদানের জন্য সহবাসশক্তি যথেষ্ট থাকিলেও সেই ভ্রূণ-শিশুর লালনকার্য্যের পক্ষে প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্য এবং শারিরীক উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবতী হওয়া আবশ্যক, এবং জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রশয় বা স্বাস্থ্যহানিকর কুঅভ্যাস বা সহবাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কামরিপুর অপরিমিত প্রশ্রয়দানের বিষময় ফলের বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহা হইতেই নারীগণের প্রচুর স্রাবরূপ পীড়া আনীত হয়। শুধু তাহা নহে, ইহার দ্বারা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই শরীর একেবারে নষ্ট হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আপনার ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার নিমিত্ত স্ত্রীর স্বাস্থ্য নষ্ট করা এবং তাঁহার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া স্বামীর পক্ষে একটী মহা পাপ কার্য্য। এই কামরিপুর প্রশ্রয়দানরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হওয়া স্বামীর উপরেই অধিক নির্ভর করে; কারণ প্রায়ই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছার পরিতৃপ্তি করিতে হয়। ইহার বিপরীত কদাচিৎ কখন ঘটে। নিঃসন্দেহ অজ্ঞানতা বশতঃ অনেকেই এ পাপে অনুরক্ত হন। বাস্তবিক সহবাসেচ্ছার অত্যধিক প্রশ্রয়দানের কুফল সম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, এ ইচ্ছা স্বভাবগত। স্বভাবগত ইচ্ছার তৃপ্তিসাধনে কোন ক্ষতিই হইতে পারে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক। মদ্যপায়ীর মদিরাপানতৃষ্ণা যেরূপ স্বভাবগত, এ ইচ্ছাও সেই-রূপ; এ তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন সেইরূপই বিপদজনক এবং হেয় পাপ কর্ম্ম।

গ্রন্থকর্তা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককেই এই কারণে অনেক প্রকারে ভুগিতে দেখিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই পীড়িত, কোন না কোন অসুখ তাঁহাদের সর্ব্বদাই আছে; তাঁহাদিগের দৈনিক কার্য্যের অর্দ্ধভাগও তাঁহারা অসুস্থতাবশতঃ সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারেন না; মাথাধরা, জ্বর, সর্দ্দি, অজীর্ণ, উদরাময়, অম্ল প্রভৃতি তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক পীড়া। স্ত্রীর অবস্থাও সেইরূপ। তাঁহাদিগের জ্যোতির্হীন কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু, শুষ্ক ক্ষীণ হস্ত প্রভৃতি তাঁহাদিগের কামরিপুর অপরিমিত প্রশ্রয়দানের স্পষ্ট লক্ষণ। প্রতি রজনীতেই ইহার আনন্দ উপভোগ তাঁহাদিগের সকল পীড়ার প্রধান কারণ। অধিক প্রশ্রয়ে কালকীটবৎ এই মহারিপু অল্পে অল্পে অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত জীবনিশক্তি নিঃশেষ করিয়া থাকে।

এই পাশ্চাত্য মহাদেশে এই ইচ্ছা, দেশের জলবায়ু বা আচার ব্যবহারে, অথবা এই উভয় কারণ বশতঃই অত্যন্ত প্রবল হয়। পূর্ব্ব মহাদেশসমূহের সহিত তুলনায় এ দেশের অধিবাসীগণ যে এরূপ কৃশ ও দুর্ব্বল, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। আমরা দেখিয়াছি যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি এ দেশে আসিয়া বাস করেন, প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট দেখা যায়। কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর পরে তাঁহাদিগের সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। গ্রন্থকারের বিদেশীয় বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, এ দেশে আসিয়া তাঁহাদিগের সহবাসেচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়াছে। স্বদেশে অপেক্ষা এদেশে তাঁহাদিগের অধিক অর্থোপার্জ্জন হেতু অধিকতর সুখভোগ, ইহার কারণ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। আর বহুকাল হইতে স্থিত জনাকীর্ণ দেশসমূহ অপেক্ষা এ দেশের বায়ুতে অধিক অক্সিজেন আছে। ইহাও সেই উত্তেজনার অন্য একটী কারণ বলা যাইতে পারে। আচার

ব্যবহার বা জলবায়ু, কারণ যাহাই হউক, সর্ব্বত্রই এ ইচ্ছা দমনের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া সকলেরই আবশ্যক। ইহার দমনে আমাদের নিজ শরীর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং সন্তান সন্ততিগণের দুর্ব্বলতাও সম্ভব নহে।

রোগের কারণ অনুসন্ধানকালে চিকিৎসকগণের এই দিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যজাতির অনেক পীড়ার, বিশেষতঃ অধিকদিনস্থায়ী পুরাতন পীড়াসমূহের ইহাই মূলকারণ। বহুদিন হইতে ক্রমাগত এই মহারিপুর প্রশ্রয় দানে, ভগ্ন শরীর প্রাকৃত কারণে এবং ঔষধ দ্বারা সংস্কৃত না হইতে হইতেই, আবার ভগ্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে পীড়া বহুদিন স্থায়ী এবং পুরাতন হয়।

এ স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। বিবাহেচ্ছু যুবকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিবাহের পর আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা, পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতাসমূহ যাহাদের নাই এরূপ নারীকে বিবাহ করা কি যুক্তি সঙ্গত নহে এবং কিরূপ লক্ষণ দ্বারা এরূপ স্ত্রী নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, বিবেচনা পূর্ব্বক স্ত্রী নির্ব্বাচনই নিজ বংশকে চিরস্থায়ী করিবার প্রশস্ত উপায়; আর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা যখন এত অধিক, তখন এরূপ নির্ব্বাচনও অসম্ভব নহে। কিন্তু এ নির্ব্বাচন-প্রথা যদি সকলেই গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অতি দুর্ব্বল রুগ্ন স্ত্রীলোকগণকে আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় দিন যাপন করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু সেই দুর্ব্বল স্ত্রীলোকগণ যে, ক্রমে প্রসূতি হইয়া বংশপরম্পরায় তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও রোগসমূহের বিস্তৃতি করিতে থাকিবেন, তাঁহাদের ক্ষীণজীবী সন্তান সন্ততিগণ জড়জীবনের ভারে মৃতপ্রায় হইয়া নানা যন্ত্রণায় দিন যাপন করিবেন, ইহা অধিকতর দুঃখের বিষয়।

কোন্ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক এরূপ দুর্ব্বলদেহে স্বামীর দুঃখের কারণ হইবার জন্য এবং নিজ যন্ত্রণার বৃদ্ধি করিবার জন্য বিবাহ করা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন? বরং একাকিনী দিনপাত করাই তাঁহারা শ্রেয়স্কর মনে করিবেন। তবে যদি তাঁহারা এরূপ স্বামী পান, যাঁহারা বিবাহ করিলেও স্ত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ, কর্ত্তব্য বিবেচনায়, আপনার সহবাসসুখভোগেচ্ছা সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এরূপ সংযতচিত্ত দেবতার ন্যায় স্বামী কোথায় পাওয়া যাইবে?

স্ত্রী নির্ব্বাচনে পাত্রীর এই কয়টী লক্ষণ দেখা আবশ্যক :—

তাঁহার ভালরূপ সুস্থশরীর হইবে। রুগ্ন, সর্ব্বদাই যে একটা না একটা অসুখ লাগিয়া আছে, দেহের এরূপ অবস্থা, বা নারী জাতীয় কোনরূপ পীড়া বা জননেন্দ্রিয়ের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা থাকিবে না।

পাত্রের বয়স অপেক্ষা পাত্রীর বয়স পাঁচ বৎসরের ন্যূন হইবে না। তাঁহার বয়স ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে হইলেই ভাল।

তিনি ৫ বা ৫½ ফিট হইবেন এবং স্বামীর অপেক্ষা চার ইঞ্চির কম হইবেন না। শরীরের একটী মাত্র আবরণের উপর হইতে এই মাপ লইতে হইবে—বগলের নিম্নভাগ হইতে বক্ষঃস্থলের পরিধি ৩৬ ইঞ্চি, কোটী দেশের পরিধি ২৬ ইঞ্চি এবং উরুদেশের পরিধি ৩৮ ইঞ্চি। ওজনে তিনি প্রায় এক মণ ত্রিশ সের ভারী হইবেন।

তিনি সুকেশী ও উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্টা হইবেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল সতেজ, কমনীয় ও প্রফুল্ল হইবে। নিষ্প্রভ, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু, ম্লান পাণ্ডুবর্ণ, বহুব্রণবিশিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন পীড়া আছে।

তিনি ১০।১২ সের ওজনের ডম্বল ১০।১২ বার সহজে তুলিতে

এবং নামাইতে পারেন এবং প্রত্যহ ২ বা ২॥ ক্রোশ অক্লেশে বেড়াইতে পারেন, এরূপ বল তাঁহার থাকা আবশ্যক। *

স্বামী বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না হইলে, এরূপ সুস্থ সবল নারীর কন্যা

---

* আমাদের দেশে এরূপ নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে এ সকল যে সুস্থ ও সবল দেহের স্পষ্ট লক্ষণ, এবং স্ত্রীর এরূপ নিরোগ সুস্থ ও সবলদেহ যে সকলেরই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিবাহকালে পাত্রীর এই সকল লক্ষণ বিষয়ে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক এবং যত অল্প বয়সেই বিবাহ হউক না, পাত্রীর অন্ততঃ ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সহবাসেচ্ছার দমন পূর্ব্বক স্বামী নিজ যত্নে স্ত্রীর এইরূপ সুস্থ ও সবল দেহ লাভের জন্য যত্ন করিলে, এরূপ নির্ব্বাচনের সুফল অনেক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়। আত্মোন্নতি এবং মাতৃভূমির উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প যুবকগণের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। রূপ বা অর্থলোভে স্ত্রী নির্ব্বাচন প্রথা বর্জ্জন করিয়া, গুণের পক্ষপাতী হইয়া গুণবতী স্ত্রীরত্ন লাভই সর্ব্বদা সর্ব্বথা বিধেয়। বিবাহের পরও লোকলজ্জা ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশে অধিকাংশ সংসারেই এদিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরে থাকুক, অনেক সংসারে নববধূ স্বামী সহবাস ভিন্ন অল্প পরিমাণেই হউক বা অধিক পরিমাণেই হউক বৌকাঁটকী শাশুড়ী প্রভৃতির হতাদরে বহুকালাবধি পীড়িতা হইয়া থাকেন। এবং বধূগণের বিবাহকালে সুস্থাবস্থা থাকিলেও এরূপ হতাদরে শরীর ভগ্ন কেন না হইবে? শরীরের সেই ভগ্নদশায় সন্তান হইতে আরম্ভ হইলে, অধিক কন্যা সন্তান হইতে থাকে। দুই একটী পুত্র সন্তান হইলেও তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল ও অসুস্থ হয়। প্রসূতিও অল্প দিনে মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন।

জাতীয় অবনতির ইহা একটী মূল কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যত দিন না প্রতি সংসারে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি স্বামীর বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে, তত দিন সংসার সুখের হইবার বা সুপুত্র দ্বারা বংশের এবং জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল হইবার কোন আশাই নাই। অতএব উল্লিখিত স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি স্মরণ রাখিয়া স্ত্রীর শারীরিক উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্ত্রী তাঁহার সন্তানগণকে যেরূপ স্বাস্থ্য ও সবল দেহরূপ মহাধন প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা ক্রোরপতির অতুল সম্পত্তি অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। এস্থলে আবার দেখিতে হইবে যে স্বামীর কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা পীড়া না থাকে।

এই গ্রন্থে যে কন্যা এবং পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী বর্ণিত হইল, পাঠক এবং পাঠিকাগণ বোধ হয় ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে আরও অনেক সাধারণ নিয়ম দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এ সকল অতি গুরুতর বিষয় এবং ইহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে হইলে অসংখ্য বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়, এবং ইহাদের এরূপ আলোচনা করিতে একজনের জীবনে কখন কুলাইয়া উঠে না। বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে কি কি কারণে নারীদেহে সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধীয় যন্ত্রসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কেবল এই বিষয়টীর আলোচনা করিতে আমাদের এ অল্প জীবন ফুরাইয়া যায়। কারণ, এ আলোচনা যে কেবল নারীজাতীয় পীড়া সম্বন্ধে, তাহা নহে; মানবদেহ যে সকল ব্যাধির অধীন, তাহাদের প্রত্যেকটীর বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্যক।

পাঠক এবং পাঠিকাগণের নিজ পীড়া সমূহের কারণ অনুসন্ধানের পথ প্রদর্শনার্থ আর দুই একটী কথা এস্থলে লিখিত হইল। চিকিৎসা শাস্ত্রের এবং চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাধীনে সে সকল কারণের প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ চিকিৎসকেই এ বিষয়ে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এবং পীড়ার মূল কারণ অনুসন্ধান এবং সেই মূল কারণের প্রতিবিধান না করিয়া কেবল মাত্র প্রধান প্রধান লক্ষণ সমূহের চিকিৎসাতেই ব্যাপৃত থাকেন। চিকিৎসকগণকেও সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। যেখানে মৈথুনরূপ কু-অভ্যাস পীড়ার

মূল কারণ, সেখানে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন বা কোনরূপ অনুসন্ধান চিকিৎসক অনুচিত বিবেচনা করিতে পারেন। প্রশ্ন করিলেও হয়ত রোগী সে বিষয় লুকাইবার চেষ্টা করেন। কাজেই চিৎসকও এ বিষয়ে অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিরস্ত হন। রোগীর এ বিষয়ে সুবিবেচনা আবশ্যক।

এখন বোধ হয় এই কয়টী কথা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রত্যেক পাঠিকাই জননেন্দ্রিয়ের কোন পীড়ার কারণ অনুসন্ধান সহজেই করিতে পারিবেন এবং তাহার শান্তির উপায়ও স্বয়ং স্থির করিতে পারিবেন।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থ ঈপ্সিত সন্তানলাভ বিষয়ে বিশেষ উপকারী হইবে। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, যদি সকলেই এই গ্রন্থানুযায়ী নিয়মসমূহ পালন করেন, দেশে আর এত অধিক অবিবাহিতা নারী দেখা যাইবে না।

বিবরণাবলীতে এবং গ্রন্থের অনেক স্থলে বার বার বলা হইয়াছে যে, শৈশবে কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই অধিক মৃত্যুর সম্ভাবনা। এ বিষয়টী আরও স্পষ্টরূপে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু যদিও ভবিষ্যতে পুত্রসংখ্যার বৃদ্ধি এ পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি ইহার নাম হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়টী পুস্তকের বিশেষ আলোচ্য বিষয় নহে; সুতরাং এ বিষয়ে আর যাহা কিছু বলিবার আছে এই স্থানেই শেষ করা যাউক।

গ্রন্থকারের পক্ষে দুঃখের বিষয় হইলেও সকলের ইহা দ্রষ্টব্য যে, ভূমিকায় তাঁহার যে তিনটী পুত্রের কথা লেখা হইয়াছে, সেই তিনটী পুত্রই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; কিন্তু কন্যাগুলি সকলেই জীবিতা আছে। এমন কি, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্রের মধ্যে যে কন্যাটীর জন্ম হইয়াছিল, সেটী অত্যন্ত রুগ্ন এবং দুর্ব্বল ছিল এবং পুত্রগণ অপেক্ষা

তাহার বাঁচিবার আশা অনেক কম ছিল। কিন্তু সেইটীই বাল্যকালের সকল বিঘ্নবিপত্তি কাটাইয়া এখন অনেক পরিমাণে সুস্থ সবল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং পুত্রদুইটীই শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। একটীকেও অপরটীর জন্মকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে হয় নাই। যে সমস্ত পীড়ায় ইহাদের মৃত্যু হয়, সে সমস্তই প্রথমে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই ঘটনা হেতু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেক পুত্রসন্তানের এইরূপে মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাহার কারণ নিরূপণে যত্নবান হন। তাহা হইতে এ বিষয়ের বিশেষ তত্বানুসন্ধান হয়।

এই গ্রন্থের উপদেশানুযায়ী কার্য্যদ্বারা, কন্যা অপেক্ষা অধিক পুত্রজন্ম প্রদান করিলেই যে এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইল তাহা নহে। সে উদ্দেশ্য সাধনার্থ জন্মের পর পুত্রের লালন পালন বিষয়েও বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ যাঁহাদের কন্যাসন্তান অধিক, তাঁহাদিগের স্তনদুগ্ধ তাঁহাদিগের সন্তানের পক্ষে, বিশেষে পুত্রগণের পক্ষে ততদূর স্বাস্থ্যকর নহে। নারীদেহে জননেন্দ্রিয় এবং লালনেন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের এরূপ সম্বন্ধ, যে যদি প্রথমোক্ত ইন্দ্রিয় পুত্রজন্ম-প্রদানে অনুপযুক্ত হয়, শেষোক্ত ইন্দ্রিয়ও পুত্রের লালনকার্য্যে সেইরূপ অনুপযুক্ত হইবে। এরূপ অবস্থায় পুত্রগণের আহারের জন্য তাহাদিগের জননীর স্তনদুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর স্তনদুগ্ধের আবশ্যক।

এরূপ প্রসূতিগণের যে স্তনদুগ্ধের পরিমাণ কম হইবে তাহা নহে, প্রচুর হইলেও সন্তানের পক্ষে অনুপকারী। প্রসূতিগণ প্রায়ই, বিশেষে গর্ভাবস্থায়, যে সকল খাদ্য গুরুপাক এবং পীড়াজনক, মুখরোচক বলিয়া সেই সকল খাদ্যই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং মুখে ভাল না

লাগিলে সুখাদ্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সকল খাদ্যের কার্য্য স্তনদুগ্ধের উপর হইয়া থাকে। এই কারণে শিশুগণের অম্ল উদরাময় প্রভৃতি পাকাশয় ও অন্ত্রের নানা পীড়া হইয়া থাকে। অধিক দিন ধরিয়া প্রসূতি এই সমস্ত অখাদ্য আহার করিলে, ক্রমে শিশুর পরিপাকযন্ত্রের একরূপ স্থায়ী বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইতে ক্রমে তাহার জীবনিশক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং শিশু সহজেই যে কোন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইতে পারে। প্রসূতির দেহে পরিপাক কার্য্য প্রত্যহ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইলে, তাঁহার সন্তানগণের দেহে কোন পীড়া সহজে প্রবেশ করিতে পায় না।

যে পরিবারে কন্যা সন্তান অধিক, সেই সকল পরিবারে পুত্রের লালনার্থ প্রসূতির আহার এবং পরিপাক শক্তির বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা এবং তদনুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি স্তনদুগ্ধে বিশেষ দোষ থাকে, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া সুস্থ এবং সবল ধাত্রী নিয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং তাহার পথ্যেরও বিশেষ বিবেচনা করিয়া বন্দোবস্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের কোন্ খাদ্য শিশুর উপকারী এবং কোন্ খাদ্য অপকারী, তদ্বিষয়ে কোন বিবেচনা শক্তিই নাই। এস্থলে খাদ্য ও অখাদ্যের বিচার যে কেবল স্তনদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাহা নহে। শিশুর পক্ষে দুগ্ধের উপকারিতা, এবং ভুক্ত-দ্রব্যের উত্তম পরিপাক দ্বারা যাহাতে স্তনদুগ্ধের পুষ্টিকারিতা গুণের বৃদ্ধি হয়, এই দুইটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি ধাত্রীর শারীরিক অবস্থা ভালরূপ কিছু জানা না থাকে, কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তাহার পরীক্ষা কর্ত্তব্য। স্তনদুগ্ধ স্বাস্থ্যকর না হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে কোনরূপ কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা শিশুর পক্ষে বিশেষ হানিজনক এবং তাহা হইতে নানারূপ সাংঘাতিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

পল্লীগ্রামের সুশীতল স্বাস্থ্যকর বায়ু যে সকলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী, বোধ হয় সকলেই ভালরূপ জানেন। দুর্ব্বল প্রসূতিগণের এবং তাঁহাদিগের অসুস্থ সন্তানগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপকারী আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এরূপ অনাবদ্ধ নির্ম্মল বায়ু সেবন প্রত্যেক শিশুরঃপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বৎসরের এই সময়ে গৃহের বাহিরে ভ্রমণ, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি বালক বালিকাগণের পক্ষে মহা উপকারী।

দশম অধ্যায়।

গৃহপালিত পশুগণে এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগ।

মনুষ্যজাতির ন্যায় পশুগণেতেও এই প্রাকৃতিক নিয়ম অতি সহজেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার কারণ, পশুগণের মধ্যে আহার বিহারাদি দৈনিক সমস্ত কার্য্যই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমান। বিশেষে মনুষ্যের ন্যায় পশুগণ কামরিপুর প্রশ্রয়দান বা স্বাস্থ্যহানিকর কোন কার্য্যই করে না। সুতরাং সে সকল প্রশ্রয় দমনের জন্য তাহাদিগের কোন চেষ্টারও আবশ্যক হয় না।

পুরুষজাতীয় শাবক উৎপন্ন করাইতে হইলে স্ত্রীজাতীয় পশু সম্বন্ধে এই কয়টী বিষয় দেখা আবশ্যক। পশুটী সুস্থ সবল ও পূর্ণযৌবনা হইবে। সঙ্গমের পূর্ব্বে বহুদূর হইতে আগমন বা অন্য কোনরূপ পরিশ্রম হেতু দৈহিক ক্লান্তি কিছুমাত্র তাহার থাকিবে না। সহবাসেচ্ছা বিশেষ-রূপে উত্তেজিত না হইলে, তাহাকে পুরুষ পশুর কাছে লইয়া যাওয়া, এবং উত্তেজনা কালে একবারের অধিক সহবাস করিতে দেওয়া উচিৎ নহে। একবারের অধিক সহবাসে সহবাসেচ্ছা স্বভাবতঃ কমিয়া আইসে এবং যদি শেষ সহবাসে গর্ভসঞ্চার হয়, স্ত্রীজাতীয় শাবক হইবারই সম্ভাবনা।

স্ত্রীজাতীয় পশু অল্পবয়স্কা হইলে, কোন অপরিচিত পুরুষজাতীয় পশু দেখিয়া তাহার ভয় হইতে পারে। সেই ভয়হেতু তাহার কামোত্তে-জনাও হ্রাস হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় উত্তেজনা কালের কিছু দিন

পূর্ব্বে এ উভয় পশুকে একত্রে এবং অন্য পশুগণ হইতে স্বতন্ত্র চরিতে দেওয়া উচিৎ। তাহাতে কিছুদিন পরে তাহার সে ভয় আর থাকিবে না এবং যথাকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার নিকট যাইতে পারিবে। ফল কথা, স্ত্রী জাতীয় পশুর অপেক্ষা পুরুষ জাতীয় পশুর দৈহিক শক্তি এবং কামোত্তেজনা কম হওয়া আবশ্যক, অন্ততঃ দৈহিক অবস্থা তাহার অপেক্ষা কোন মতে ভাল হইবে না। এস্থলে পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, 'দৈহিক অবস্থা' কথার অর্থ স্থূলকায় নহে, দৈহিক যথেষ্ট শক্তি এবং স্বাস্থ্য।

পয়োৎপাদন ব্যবসায়ী অনেকে বলিয়াছেন যে, যেখানে স্ত্রী এবং পুরুষজাতীয় পশু একত্রে বিচরণ করে, সেখানে পূর্ণযৌবনা স্ত্রীজাতীয় পশুর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষজাতীয় পশুর সহবাসে, পুরুষজাতীয় শাবক হইবার অধিক সম্ভাবনা এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রীজাতীয় পশুর সহিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষজাতীয় পশুর সহবাসে স্ত্রীজাতীয় শাবক হইবার অধিক সম্ভাবনা। এ কথা সপ্রমাণিত এবং উল্লিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। অল্পবয়স্ক পুরুষজাতীয় পশুর সহবাসস্পৃহা পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীজাতীয় পশুর অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। সেইরূপ অল্পবয়স্কা স্ত্রীজাতীয় পশুর সহবাসস্পৃহা অধিক বয়স্ক পুরুষজাতীয় পশুর অপেক্ষা কম হইতেই হইবে। সুতরাং স্ত্রীজাতীয় পশু পূর্ণবয়স্কা হইলে পুরুষজাতীয় শাবক এবং অল্পবয়স্কা হইলে স্ত্রীজাতীয় শাবক হইবে। স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপাদনার্থ কামস্পৃহা বিষয়ে স্ত্রীজাতীয় পশুর অপেক্ষা পুরুষজাতীয় পশুর অবস্থা অধিক ভাল থাকা আবশ্যক। অনেক স্ত্রীজাতীয় পশুর জন্য একটী পুরুষ জাতীয় পশু রাখা হইলে, এক সঙ্গমের পরক্ষণেই তাহার দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি দূর হইবার পূর্ব্বে অন্য স্ত্রীজাতীয় পশুকে তাহার নিকট লইয়া যাওয়া উচিৎ নহে। বরং মধ্যে দুই এক

দিন যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রীজাতীয় পশুর দৈহিক অবস্থা ভাল হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন যাইতে দেওয়া আবশ্যক। স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন করাইতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে, যে বৃষের সহিত সঙ্গম হইবে, তাহার কামস্পৃহার বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল কোন গাভীর নিকট যাইতে দেওয়া না হয়। এরূপ করিতে হইলে গাভীর প্রথম কামোত্তেজনা কাল বিনা সহবাসে যাইতে দিয়া, তাহার পরবর্ত্তী সময়ের জন্য এরূপ বন্দোবস্ত কর্ত্তব্য। এদিকে গাভীকে সামান্য আহার দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং সঙ্গমের কিছু পূর্ব্বে পরিশ্রমের দ্বারা তাহার দৈহিক বল এবং কামস্পৃহা কমাইবার জন্য কিয়ৎদূর তাহাকে চালাইয়া আনিয়া ক্লান্তদেহেই বৃষের সহিত সহবাস করিতে দিলে, তাহার স্ত্রীজাতীয় শাবক হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সামান্য লঘু আহার বা তেজস্কর আহার, দুই একদিনের জন্য নহে, কিছুদিনের জন্য ক্রমাগত দেওয়া আবশ্যক। যতদিন গাভী দুগ্ধ দেয়, সে সময়ের মধ্যে দুই একদিনের পুষ্টিকর আহারে তাহার সহবাসস্পৃহার বৃদ্ধি সাধন কখন সম্ভব নহে। কারণ এই সময়ে ভুক্তবস্তু প্রধানতঃ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করে, দৈহিক বিশেষ কোন উপকার তাহা হইতে হয় না। কিন্তু দুই একদিনের পুষ্টিকর আহারেই এবং দুই একদিনের বিশ্রামেই বৃষের দৈহিক অবস্থা ভাল হইতে পারে, এবং বহু সঙ্গমের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া তাহার পূর্ণ কামোত্তেজনা পুনরায় হইতে পারে।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, যখন ইহার হস্তলিপিমাত্র প্রকাশকগণকে দেওয়া হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৫ই জুলাই তারিখের "রুরাল নিউইয়র্কার" নামক পত্রিকায়

"স্বেচ্ছায় পশুগণের স্ত্রী বা পুরুষ শাবক উৎপাদন" নামক প্রবন্ধে, অন্য অনেক তর্কযুক্তির মধ্যে এই কয়টী কথা লেখা ছিল; "টেক্সাস নগরবাসী ডি ডি ফিয়োট নামক একব্যক্তি বলেন, তিনি কেবল খাদ্যের বন্দোবস্ত দ্বারা আপন ইচ্ছামত তাঁহার পশুগণের স্ত্রী এবং পুরুষ জাতীয় শাবক উৎপাদন করাইয়াছিলেন। যখন তিনি স্ত্রী জাতীয় শাবক ইচ্ছা করিতেন, বৃষের নিকট লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, তিনি কিছুদিনের জন্য গাভীকে ঠাণ্ডা লঘুপাক আহার দিতেন এবং সেই সময়ে বৃষকেও গুরুপাক কামস্পৃহার উত্তেজক আহার প্রদান করিতেন। পুরুষ জাতীয় শাবক ইচ্ছা করিলে তিনি ইহার বিপরীত উপায় অবলম্বন করিতেন।"

এ কথা গুলি সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত এবং এ গ্রন্থের মতের সহিত সম্পূর্ণ মিলিতেছে; অর্থাৎ কন্যা সন্তানের জন্মদানে, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের দৈহিক এবং জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে অধিক বল থাকা আবশ্যক এবং পুত্রসন্তান লাভার্থ স্ত্রীর অধিক বলবতী হওয়া আবশ্যক। পাঠকবর্গ পরে দেখিবেন যে, আহার ভিন্ন আরও অন্য উপায়ে এই বল লাভ করিতে পারা যায়। ১

১। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে কোন ব্যক্তিই হয়ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিনা কেবল পরিদর্শন হইতে স্থিরীকৃত কোন মীমাংসাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানজগতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার আলোচনাও নিতান্ত আবশ্যক।

কোন চিকিৎসক যদি কার্য্যতঃ দেখিয়া থাকেন যে কোন এক ঔষধ কোন পীড়ার দমন পক্ষে বিশেষ উপকারী, তথাপি যতক্ষণ না তিনি সেই ঔষধের কার্য্যপ্রণালী এবং আরোগ্যশক্তি বিশেষরূপ আলোচনা দ্বারা নিয়মবদ্ধ করিতে পারেন, ততক্ষণ সেই ঔষধের আরোগ্য কার্য্যের নিশ্চয়তা স্বম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত নহেন। তথাপি ভ্রূণের স্ত্রী বা পুরুষ-দেহপ্রাপ্তি যে শক্তির অধীন এবং যে শক্তির দ্বারা উদ্ভিদ এবং জীবগণের স্বরূপ উৎপাদনের জন্য, স্ত্রী এবং পুরুষের সম্মিলন বা সম্মিলনেচ্ছা হইয়া থাকে, সে সকল বিষয়ের বহু আলোচনার পর নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক মীমাংসা স্থির করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা বা নিয়মাধীনে, স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন এবং ভ্রূণের স্ত্রী বা পুরুষ দেহ প্রাপ্তিরূপ দুইটী কার্য্য হইয়া থাকে।

যে শক্তির দ্বারা সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষের সম্মিলন

হইয়া থাকে, তাহা তড়িতের একটী শক্তি বা কার্য্য মাত্র। জীব-দেহের এই তড়িৎকে শারীর তড়িৎ (animal electricity) বলা যায়। তড়িতের এই শক্তিও তড়িতপদার্থেরই কোন গূঢ় নিয়মের অধীন।

তড়িৎ সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত মত এই যে, ইহা দৃষ্টির অগোচর দুই তরল পদার্থ বা শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। এই দুই পদার্থকে উত্তাপ ঘর্ষণ কিম্বা রাসায়নিক কার্য্যের দ্বারা পৃথক করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইয়ের পরস্পরের সহিত এরূপ সম্বন্ধ যে, পৃথক হইলেই আবার তাহারা পরস্পরের সহিত মিলাইয়া যায়। এই সম্বন্ধ হেতু উদ্ভিদ এবং জীবজগতে উৎপাদন কার্য্যের সহিত এই তড়িৎ কার্য্যের সামঞ্জস্য আমরা অনেকাংশে দেখিতে পাইব।

তড়িৎ পদার্থের প্রকৃতি ও গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। জীবোৎপত্তিবিষয়ের ন্যায় ইহারও গূঢ় তত্ত্বসমূহ এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তড়িৎ সম্বন্ধে দুইটী মত দেখা যায়। প্রথমটী এই যে, তড়িৎ একটী অমিশ্র পদার্থ। ইহার অস্তিত্ব দুইরূপে প্রকাশ পায়; কোন্ বস্তুতে ইহার আধিক্য এবং কোন্ বস্তু হইতে ইহার একরূপ নিঃশেষ। এই দুই অবস্থা হইতে ইহার দুইটী নাম হইয়াছে, পজিটিভ্ (positive) এবং নেগেটিভ্ (negative)।* দ্বিতীয় মতটীই সাধারণ প্রচলিত মত। সেই মত এই যে, দুইটী অমিশ্র বস্তুর মিশ্রণে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সেই দুইটী বস্তুর নাম কাচজ তড়িৎ (vitreous electricity) এবং লাক্ষাজ তড়িৎ (raisinous electricity)। এক টুকরা কাচ যদি এক টুকরা ফ্লানেল

* ডাক্তার দুর্গাদাস কর তাঁহার ভৈষজতত্ত্বে যে দুইটী নাম দিয়াছেন, উপযুক্ত বোধে আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। তিনি পজিটিভ তড়িতের নাম পুরুষ তড়িৎ এবং নেগেটিভ তড়িতের নাম প্রকৃতি তড়িৎ দিয়াছেন।

বা অন্য কোনরূপ পশমী কাপড় দিয়া অনবরত ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কাচ কাচজ তড়িৎ গ্রহণ করে। সেইরূপ গালার বাতি বা অন্য কোন লাক্ষাজাতীয় পদার্থ ঘর্ষণ করিলে সেই লাক্ষাজাতীয় পদার্থ লাক্ষাজ তড়িৎ গ্রহণ করে।

তড়িতের এই দুইটী অমিশ্র পদার্থের কার্য্য সন্তান লাভার্থ স্ত্রী এবং পুরুষের সম্মিলনে স্পষ্টই দেখা যায়। জীব ও উদ্ভিদ্‌গণ যখন পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের দেহে জীবনিশক্তির পূর্ণ সঞ্চার হয়, তখন পুরুষ জননেন্দ্রিয়ে পুরুষ তড়িৎ এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে প্রকৃতি তড়িৎ সঞ্জাত এবং একত্রিত হয়। সুতরাং এ উভয় তড়িৎ পদার্থের পুনর্মিলনরূপ কর্ম্ম হেতু, লৌহ এবং চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় জগৎ ব্যাপিয়া প্রত্যেক জাতীয় জীবেরই স্ত্রী এবং পুরুষের সম্মিলনেচ্ছা হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জগতে এবং মৎস্য প্রভৃতি জীবগণের মধ্যেও, স্ত্রী ও পুরুষ-সঞ্জাত পরাগ ও গর্ভকেশরের রেণু সমূহের এবং বীর্য্য ও ডিম্বের মিশ্রনে স্ত্রী ও পুরুষ হইতে ঐরূপ তড়িৎ পদার্থ দ্বয়ের সঞ্চার হয়। সেই তড়িৎ সঞ্চারে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি ও ডিম্ব জীবে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। তড়িৎ যন্ত্রের যেমন কাচ এবং তাহার উভয় পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র গদির ঘর্ষণে কাচ কাচজ তড়িৎ এবং গদিগুলি লাক্ষাজ তড়িৎ প্রাপ্ত হয়, উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যেও সেইরূপ স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় বা পরস্পরের সহিত পরিমিত ঘর্ষণে উভয় ইন্দ্রিয় হইতে তড়িৎ পদার্থদ্বয় নির্গত হইয়া থাকে। তড়িৎ যন্ত্রের ন্যায় পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের অণ্ডকোষ কাচের কার্য্য এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ডিম্বাশয় গদির কার্য্য করিয়া থাকে। এই উভয় যন্ত্রই জীবদেহে তড়িতের আধার স্বরূপ। এইরূপ ঘর্ষণে যখন এই দুই যন্ত্রে তড়িতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়, তখন উভয় যন্ত্র হইতেই তড়িৎ নির্গত হয় এবং পুরুষ দেহ

হইতে নির্গত সেই তড়িতের সহিত পুরুষদেহের স্বভাবগত বীজ সমূহ স্ত্রীর দেহে প্রবিষ্ট হয়। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বীজ এবং তড়িৎ দুইটী ভিন্ন বস্তু। বীজ না থাকিলেও তড়িৎ নির্গত হইতে পারে এবং তড়িৎ বিনাও বীজ থাকিতে পারে।

তড়িৎ সম্বন্ধে স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদে জীবগণের জাতিগত বিভিন্নতা উল্লিখিত তড়িৎ ধর্ম্মে প্রমাণিত হইতেছে, অর্থাৎ পুরুষে পুরুষ বা কাচজ তড়িৎ এবং স্ত্রীতে প্রকৃতি বা লাক্ষাজ তড়িৎ সঞ্জাত হয়। আবার জাতিভেদে জীবগণের তড়িৎ-লক্ষণও ভিন্নরূপ হয়। এই কারণে জগৎ ব্যাপিয়াই দেখা যায়, জীবগণের মধ্যে কেবল স্বজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষে সহবাস হইয়া থাকে। এক জাতীয় পুরুষ জীবকে অপর জাতীয় স্ত্রী জীবের সহিত সহবাস করিতে অতি অল্পই দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, এক জাতীয় স্ত্রী এবং পুরুষ জীবে যে সকল পদার্থের রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরস্পরের সহিত বিশেষ একটী সম্বন্ধ থাকে। ভিন্ন জাতির মধ্যে সে সকল পদার্থের সেরূপ তড়িৎ-সম্বন্ধ থাকে না।

এই তড়িৎ সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া কখন থাকে না। কেবল সহবাস-কালে জননেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, একথা সাধারণতঃ অল্পেই বিশ্বাস হইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত কোন যুবক অন্ধকার গৃহে কাহারও হাত ধরিলে, তাঁহার শরীর ও মনের ভাবে, তিনি কোন বালকের হাত ধরিয়াছেন বা কোন স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়াছেন ঠিক বলিতে পারেন; বিশেষতঃ যদি সেই সময়ে স্ত্রীলোকটীর সহবাসস্পৃহা কিছু অধিক থাকে।

নিউইয়র্ক নগরে এক ব্যক্তি ব্যভিচার দোষে বিচারালয়ে তাঁহার

স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে ততদূর অপরাধিনী নহেন, তাহার প্রমাণের জন্য বলিয়াছিলেন, তাঁহার এ কুঅভিলাষ পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে আদৌ স্থান পায় নাই। একদিন প্রত্যূষে তিনি কোন সাংসারিক কার্য্যবশতঃ ব্যভিচারী যুবকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই যুবক তাঁহার স্বামীর নিকট আত্মীয় ও তাঁহাদের সহিত এক বাড়িতেই থাকিতেন। গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র সেই ব্যক্তি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার শরীরে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, তিনি আর আপনাকে শাসন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই কথাগুলি শুনিয়াছেন, তাঁহারাই স্ত্রীলোকটীর এই সকল সরল বাক্যে হাসিয়া উঠিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি উল্লিখিত তড়িৎ বিষয়ক মত ভ্রমমূলক না হয়, স্ত্রীলোকটীর প্রত্যেক কথা সত্য বলিয়া অনায়াসে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

নায়ক নায়িকার পরস্পর পরস্পরের প্রেমমাখা হস্তধারণে তাহাদিগের দেহ ও মনের যেরূপ ভাব হয়, অনেক উপন্যাস ও পদ্যগ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত আছে। বিবেচক পাঠকগণ, কবির কবিত্ব নষ্ট হইলেও, তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হইবেন সন্দেহ নাই।

রাসায়নিক তড়িৎ বিষয়ক আর একটী গূঢ় তত্ত্ব হইতে এই মত বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অধিকাংশ তড়িৎবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকে ৫০ কিম্বা ৬০টী অমিশ্র পদার্থের নাম দেওয়া থাকে। সেই নামগুলি এরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ যে, প্রত্যেক দুইটী পদার্থের উপরেরটী পজিটিভ বা পুরুষ এবং তৎপরবর্ত্তিটী নেগেটিভ বা প্রকৃতি গুণসম্পন্ন; অর্থাৎ প্রথমটী পুরুষ, দ্বিতীয়টী প্রকৃতি; দ্বিতীয়টী পুরুষ, তৃতীয়টী

প্রকৃতি; তৃতীয়টী পুরুষ, চতুর্থটী প্রকৃতি। এইরূপে প্রত্যেকটী তাহার পরবর্ত্তিটীর সহিত সম্বন্ধে পুরুষ ও পূর্ব্ববর্ত্তিটীর সহিত সম্বন্ধে প্রকৃতি। এই নামের তালিকার, প্রথমটী, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী পুরুষতড়িৎউৎপাদক পদার্থটীর নাম পোটাসিয়ম এবং শেষোক্ত প্রকৃতি তড়িৎ উৎপাদক পদার্থটীর নাম অক্সিজেন। প্রথমটী আল্‌কালী, বা ক্ষার জাতীয় বস্তুর মধ্যে প্রধান। শেষোক্তটী অ্যাসিড্ বা অম্লজাতীয় পদার্থের মধ্যে প্রধান। ক্ষার এবং অম্লের রাসায়নিক গুণ যে বস্তুতে যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণানুসারে পদার্থগুলি তালিকার স্থান পাইয়াছে। যেমন, সোডিয়ম পোটাসিয়ম অপেক্ষা অল্প ক্ষার যুক্ত, সুতরাং তাহা পোটাসিয়মের পক্ষে প্রকৃতি কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী লিথিয়ম অপেক্ষা অধিক ক্ষার যুক্ত, সুতরাং তাহা লিথিয়মের পক্ষে পুরুষ। রসায়ন শাস্ত্রের সমক্ষারাম্ল পদার্থসমূহের তালিকাও এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই পদার্থসমূহের পুরুষ ও প্রকৃতি তড়িৎগুণের পরিমাণানুসারে তাহাদের নাম এবং শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

এই রাসায়নিক সম্বন্ধ তড়িৎসম্বন্ধের আর একটী নাম মাত্র; অথবা, সম্ভবতঃ তড়িৎকার্য্য আর কিছুই নয়, কেবল ক্ষার এবং অম্ল পদার্থের রাসায়নিক কার্য্য মাত্র। এ বিষয়ের আলোচনা এ পুস্তকের অন্তর্গত নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই রাসায়নিক তত্ত্ব হইতেই, তড়িৎ যে কি পদার্থ, ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

বহুদিন হইল, সুপ্রসিদ্ধ রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ফ্রাঞ্জ সাইমন, মনুষ্যদেহ হইতে যত প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে, সে সকল পদার্থেরই রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন

যে, নারীগণের ঋতুশোণিত অম্লগুণ বিশিষ্ট এবং পুরুষ জাতির বীর্য্য ক্ষার জাতীয়। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষার এবং অম্লপদার্থের সম্বন্ধানুসারে যে স্বভাবতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে প্রকৃতি তড়িতের ও পুরুষজননেন্দ্রিয়ে পুরুষ তড়িতের কার্য্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা হইতে বেশ স্থির করা যাইতে পারে যে, সকল জীবগণের মধ্যে এবং উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যেও এইরূপ নিঃসৃত পদার্থসমূহ, স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদে, অম্ল বা ক্ষার জাতীয় এবং প্রকৃতি বা পুরুষ তড়িৎ-উৎপাদক হইয়া থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষের সহবাসরূপ কার্য্যের সহিত তড়িৎ কার্য্যের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য আর একটী তড়িৎ তত্ত্ব সামান্য হইলেও এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সম্যক পরিদর্শন দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরুষ-তড়িৎপূর্ণ এবং প্রকৃতি-তড়িৎপূর্ণ দুইটী বস্তুকে কোন তড়িৎ সঞ্চারী পদার্থ দ্বারা একত্রিত করিয়া দিলে, পুরুষ-তড়িৎই অধিক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া প্রকৃতি-তড়িতের সহিত মিলিত হয় এবং সেই মিলন স্থান প্রকৃতি তড়িৎপূর্ণ বস্তুর অনেক নিকট। তড়িতের এই ধর্ম্মটী পুরুষে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। স্ত্রী জাতির সহিত মিলনার্থ পুরুষ জাতিই স্ত্রী জাতির নিকট গিয়া থাকে; স্ত্রী জাতিকে পুরুষের নিকট যাইতে কদাচ দেখা যায়। অনেকে বলিতে পারেন, ইহার কারণ পুরুষ জাতির সহবাসেচ্ছা স্ত্রীজাতির অপেক্ষা অধিক বলবতী। কিন্তু এই কারণটী শুনিয়াই পরিতৃপ্ত থাকা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

স্বরূপ উৎপাদন রূপ এই কার্য্য অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ উদ্ভিদ্ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত দেখা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, জীবনের প্রথম লক্ষণ স্বরূপ উৎপাদন। দেখা যায়,

যে ক্ষুদ্র কণা প্রথমতঃ অতি সামান্য বায়ু বা দৃষ্টির অগোচর কোন তরল পদার্থপূর্ণ অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আবার তদনুরূপ একটী কণা উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে, যে সকল পদার্থে আহার প্রভৃতি কোন রূপ কার্য্যই দেখা যায় না, তাহাতেও জননকার্য্যের প্রমাণ স্পষ্ট পাওয়া যায়। উদ্ভিদগণের মধ্যে এই জাতীয় উদ্ভিদ সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীস্থ। ইহাদের স্ত্রী বা পুরুষ লক্ষণ কোন রূপে প্রকাশ পায় না। ইহাদের উচ্চ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্‌গণের স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, পুষ্পের পরাগ কেশর ও গর্ভ কেশর। এই শ্রেণীর বৃক্ষে একই পুষ্পে দুইরূপ কেশর দেখা যায়। তদুচ্চ শ্রেণীর বৃক্ষসমূহে এই স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে দেখা যায়, অর্থাৎ, একই বৃক্ষে কতকগুলি পুষ্পে পরাগ কেশর ও কতক-গুলি পুষ্পে গর্ভকেশর হয়। ইহাদেরও উচ্চশ্রেণীস্থ উদ্ভিদগণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জীবগণের ন্যায়; অর্থাৎ এক জাতীয় কতকগুলি বৃক্ষে কেবল মাত্র স্ত্রী জাতীয় পুষ্প এবং কতকগুলি বৃক্ষে পুরুষ জাতীয় পুষ্প উৎপন্ন হয়। এই সকল বিষয় দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, স্বরূপ উৎপাদনই জগতের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য। অন্য সকল কার্য্যই তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। এমন কি, যে সকল ফল মূল আমরা ভক্ষণ করি, সে সকল আর কিছুই নয়, কেবল বৃক্ষগণের বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবার জন্য আবশ্যক সঞ্চিত খাদ্য।

তড়িৎ কার্য্যদ্বারা কিরূপে গর্ভস্থ ভ্রূণশিশু স্ত্রী বা পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার জন্য তড়িতের এই দুইটী গুণ আমা-দিগকে ভাল রূপে বুঝিতে হইবে —

১। তড়িৎ পূর্ণ কোন একটী পদার্থ, তড়িৎশূন্য অথচ তদ্‌গ্রহণে সক্ষম অপর একটী পদার্থের সংঘর্ষে আসিলে, তড়িৎপূর্ণ পদার্থটী শেষোক্ত পদার্থে তাহার বিপরীত তড়িৎ সঞ্চারিত করিয়া থাকে। চুম্বক প্রস্তর এবং ছুঁচ কিম্বা ক্ষুদ্র ইস্পাতটুকরা কিম্বা অন্য কোন রূপ লৌহের টুকরা দ্বারা এই তড়িৎ সঞ্চরণ কার্য্যের পরীক্ষা হইতে পারে। এই শেষোক্ত পদার্থগুলি যদি প্রকৃতি তড়িতের গুণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে চুম্বক প্রস্তরের পুরুষতড়িৎগুণবিশিষ্ট প্রান্ত তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে। চুম্বক প্রস্তরের পুরুষ-তড়িৎপূর্ণ প্রান্ত ছুঁচের এক প্রান্তে স্পর্শ করাইলে, তড়িৎ সঞ্চরণ নিয়ম দ্বারা ছুঁচের সেই প্রান্ত প্রকৃতি তড়িৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন পরস্পরের আকর্ষণে ছুঁচটী চুম্বক প্রস্তরে সংলগ্ন হইয়া যায়। চুম্বক সংলগ্নে ছুঁচের দুইটী তড়িৎ পৃথক হইয়া যাইলে তাহার অপর প্রান্ত পুরুষ-তড়িৎ প্রাপ্ত হয়। ছুঁচের এই পুরুষ তড়িৎপূর্ণ প্রান্ত অপর একটী ছুঁচের এক প্রান্তে স্পর্শ করাইলে, সেই প্রান্ত পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতি-তড়িৎ প্রাপ্ত হয়, এবং দ্বিতীয় ছুঁচটী প্রথমটীতে অকৃষ্ট হয়। এইরূপে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির পরিমাণানুসারে অল্প বা অধিক সংখ্যক ছুঁচ পর পর সংলগ্ন করা যাইতে পারে। লেডেনকৃত বৈদ্যুতিক পাত্রেও এই তড়িৎ সঞ্চরণ কার্য্য উত্তমরূপ দেখা যায়। এই পাত্রের অভ্যন্তরভাগ পুরুষ তড়িতে পূর্ণ করিলে, ইহার বহির্ভাগে প্রকৃতি-তড়িৎ একত্রিত হয়। এই তড়িৎ সঞ্চার কার্য্য কাচের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। কাচের উপরিভাগ দিয়া ইহার চলাচল হইতে পারে না; সুতরাং বাহিরের ও ভিতরের পুরুষ ও প্রকৃতি তড়িৎ পৃথক হইয়াই থাকে। আবার তড়িৎ সঞ্চারী কোন পদার্থ দ্বারা এই দুই

দিক একত্রিত করিলে এই দুই তড়িৎও পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

২। লেডেন কৃত বৈদ্যুতিক পাত্র কতক পরিমাণে তড়িৎপূর্ণ করিয়া, যদি বহির্ভাগের প্রকৃতি তড়িৎ ভূমি বা অন্য কোন বস্তুর সহিত সংযোগে পাত্র হইতে নির্গত করা যায় এবং অভ্যন্তরের পুরুষ তড়িতের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে বহির্ভাগের প্রকৃতি তড়িৎ অপেক্ষা অভ্যন্তরের পুরুষ তড়িতের পরিমাণ অধিক হইবে। এরূপ অবস্থায় পাত্রের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগ তড়িৎ সঞ্চারী পদার্থ দ্বারা যোগ করিয়া দিলে, সমস্ত প্রকৃতি তড়িৎ এবং তৎপরিমিত পুরুষ তড়িৎ নিঃশেষ হইবে এবং অবশিষ্ট পুরুষ তড়িৎ সেই পাত্রের অভ্যন্তরে থাকিবে। এখন ভূমি বা কোন বস্তুর সহিত পাত্রের বহির্ভাগের সংযোগ যদি ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, অভ্যন্তরের পুরুষ তড়িৎ হইতে পুনরায় বহির্ভাগে প্রকৃতি তড়িৎ সঞ্চারিত হইবে। এই রূপে ভিন্ন তড়িৎ পূর্ণ দুইটী বস্তু যদি একত্রিত করা যায়, অধিক তড়িৎপূর্ণ বস্তুটী অপরটীতে নিজ তড়িতের পরিমিতাংশ মিশাইয়া তাহাকে তড়িৎশূন্য পদার্থের ন্যায় করিয়া থাকে এবং অবশিষ্ট তড়িৎ দ্বারা আবার তদ্বিপরীত তড়িৎ অন্য একটী বস্তু নিকটে রাখিলে তাহাতে সঞ্চারিত করে।

তড়িৎদ্বারা কিরূপে ভ্রূণশিশু স্ত্রী অথবা পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হয় তাহা ভালরূপে বুঝিবার নিমিত্ত, ইহার উল্লিখিত দুইটী ধর্ম্ম, বিশেষে প্রথমটী ভালরূপে পাঠ করা আবশ্যক। যাঁহারা এই তড়িৎ-বিদ্যা বিষয়টী ততদূর জ্ঞাত নহেন, হয়ত তাঁহারা মনে করিবেন যে, প্রকৃতি তড়িৎ তাহার নিকটস্থ বস্তুতে প্রকৃতি তড়িৎ এবং পুরুষ তড়িৎ পুরুষ তড়িৎই সঞ্চারিত করে।

এইটী স্মরণ করিয়া রাখিলে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, পুরুষ হইতে উৎপন্ন ভ্রূণাংশে ভ্রূণজীবকে স্ত্রীদেহ প্রদানের একটী শক্তি থাকে এবং ভ্রূণের অবশিষ্ট যে অংশ নারী হইতে উৎপন্ন, তাহাতেও ভ্রূণজীবকে পুরুষদেহ প্রদানের একটী শক্তি থাকে। কিন্তু প্রসূতির সহবাসস্পৃহার স্বল্পতা বা প্রকৃতি তড়িৎ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা হেতু, তাঁহা হইতে উৎপন্ন ভ্রূণাংশের ক্ষমতা গর্ভসঞ্চার কালে প্রবল না থাকিতেও পারে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের সহবাসে, যখন ঐ দুই বৈদ্যুতিক শক্তি মিলিত হয় এবং সেই মিলনে গর্ভসঞ্চার হয়, তখন প্রসূতি তাহার উপযুক্ত শক্তি প্রদানে অক্ষম হয়েন, অর্থাৎ, পূর্ব্বোল্লিখিত তড়িৎ-সঞ্চার প্রক্রিয়া দ্বারা পুরুষ তাহার পুরুষ তড়িৎ হইতে যে প্রকৃতি তাড়িতাবস্থা আনয়ন করেন, প্রসূতি সেই প্রক্রিয়ানুসারে তাহার প্রকৃতি তড়িৎ হইতে পুরুষ-তড়িৎ সঞ্চারণ দ্বারা সেই প্রকৃতি তড়িতাবস্থার দমনে সক্ষম হয়েন না। এই হেতু, তড়িতের পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় ধর্ম্মানুসারে, পুরুষ হইতে উৎপন্ন ভ্রূণাংশ, প্রসূতির ভ্রূণাংশের প্রকৃতি-তড়িতের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুরুষ-তড়িৎপূর্ণ হওয়াতে, এই দুই তড়িতের মিশ্রণের পর, অবশিষ্ট পুরুষ-তড়িতাংশ তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রকৃতি-তড়িৎ সঞ্চার করিয়া থাকে। সুতরাং ভ্রূণশিশুও সেই তড়িচ্ছক্তির অধীনে প্রকৃতি তড়িতাবস্থা বা নারীদেহ প্রাপ্ত হয়। সেই তড়িৎসঞ্চালন প্রক্রিয়া দ্বারা পুরুষ অপেক্ষা প্রসূতি অধিক বলবতী হইয়া যদি পুরুষ তড়িৎ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকৃতি তড়িৎ দ্বারা ভ্রূণে পুরুষ তড়িৎ সঞ্চারিত করিতে পারেন, ভ্রূণশিশুও সেই পুরুষ তড়িতাবস্থা বা পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হইবে।

জননেন্দ্রিয়ে যে এইরূপ একটা বৈদ্যুতিক কার্য্য সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, যে সকল প্রসূতির অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা হইয়াছে, তাঁহাদের গর্ভে পুত্র আছে বা কন্যা আছে, তাঁহারা গর্ভবস্থাতেই বলিতে পারেন ; কারণ পুত্র গর্ভে থাকিলে গর্ভাবস্থায় তাঁহাদের সহবাসেচ্ছা অধিক হয়, কন্যা হইলে সেরূপ হয় না। সম্ভবতঃ সে অবস্থায় গর্ভস্থ পুত্রের পুরুষ তড়িৎ প্রসূতির প্রকৃতি তড়িৎকে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিয়া রাখে।

উল্লিখিত জীবোৎপত্তি বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়মের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি কালে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই তড়িত বিষয়ক কথাগুলি ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হয়, তথাপি এই প্রাকৃতিক নিয়মটীকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কোন একটী ঔষধের উপকারিতা যদি আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই, সেই ঔষধের কার্য্য প্রণালী কোন বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন করিতে কোন রূপ ভ্রম হইলে, আমরা ঔষধের উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারি না।

'ঝ' পরিশিষ্ট এবং 'আপত্তি খণ্ডন' নামক অধ্যায়টী দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট।

ক (১৯ পৃষ্ঠা)।

কার্ল ডিউসিং লিখিত কন্যা এবং পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর উপর, জন্ হপ্‌কিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রুক্স্ সাহেব (Professor W. K. Brooks) পপিউলার সায়েন্স্ মন্থলি (Popular Science Monthly) নামক মাসিক পত্রের ২৬ খণ্ডের ৩২৩ পৃষ্ঠায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, ডিউসিং সাহেব তাঁহার আলোচিত বিষয়ের, এতদ্বিষয়ক অন্য সকল লেখক অপেক্ষা, বহুসংখ্যক বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সমালোচনায় তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে অধিক বালিকার জন্ম হয়। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই মীমাংসিত হইয়াছে, "আমাদিগের জীবনের অনুকূল অবস্থা হইতে বালিকা এবং প্রতিকূল অবস্থা হইতে বালকের জন্ম হয়।" কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন জীবনের পক্ষে সহরের অবস্থা প্রতিকূল ; এবং প্রচুর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু ও পরিমিত পরিশ্রম জনিত যথেষ্ট ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি হেতু পল্লীগ্রামই তাহার অনুকূল এবং পল্লীগ্রামের সেই অনুকূল অবস্থা হইতেই সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে বালকের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে।

বিবরণাবলী হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সহরের

প্রচুর অর্থের আনুসঙ্গিক বিলাস ও সুখ সম্ভোগকে জীবনের অনুকূল অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সহরের এই অবস্থায় অধিক বালিকার জন্ম হইয়া থাকে। ডিউসিং সাহেব বলেন যে, অতি নিকটবর্ত্তী বা এক স্থানে জাত নরনারীর সন্তানোৎপাদনের প্রতিরোধী কোন গূঢ় প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ব্রুক্স সাহেব এ কথাকে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। তিনি বলেন, পল্লী-গ্রামের প্রতিকুল অবস্থায় যখন অধিক বালকের জন্ম হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যের অভাবে এরূপ হইয়া থাকে এবং সেই অধিক বালকের জন্ম মানবজাতির বিলোপ নিবা-রণের জন্য প্রকৃতির একটী কার্য্য বিশেষ। যদি খাদ্যের অভাব বালকের আধিক্যের কারণ বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তথাপি এই আধিক্য হইতে প্রকৃতির এই শেষোক্ত কার্য্য কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

রাজকীয় সভার সভ্য ফ্রান্সিস্ গ্যাল্টন্ সাহেব (Francis Galton F. R. S.) ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে হেরিডেটারি জিনীয়স্ (Hereditary Genius) নামক যে পুস্তক লণ্ডন হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এই পুস্তকে লিখিত মত বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরের লোকসমূহ অধিকতর অর্থশালী ও অধিকতর সুখবিলাস-ভোগী। সেই কারণে তথাকার প্রসূতিগণের জীবনিশক্তির হ্রাস ও তৎকারণে সহবাস শক্তির লাঘবতা হেতু সহরে অধিক বালিকার জন্ম হইয়া থাকে। উপরি লিখিত কারণ ইহার কোন কারণই নহে। তিনি বহুসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণীগণ (heiresses) সম্বন্ধে সেই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব কাল হইতে চতুর্থ জর্জের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত, যে সকল সম্ভ্রান্ত জমীদার ঐরূপ উত্তরাধিকারিণীগণকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি ১০০ জনের ২০৮ পুত্র এবং ২০৬ কন্যা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা অন্য স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি ১০০ জনের ৩৩৬ পুত্র এবং ২৮৪ কন্যা হইয়াছে। এরূপ উত্তরাধিকারিণীগণের মধ্যে শতকরা ২২ জন নিঃসন্তান, ১৬ জনের একটী মাত্র পুত্র এবং ১৪ জনের দুইটী মাত্র পুত্র। অপর নারীগণের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র নিঃসন্তান, দশজনের একটী ও ১৪ জনের দুইটী পুত্র। অনেকস্থলে এই উত্তরাধিকারিণীগণের পরবর্ত্তী দুই তিন পুরুষেই বংশের লোপ হইয়া আসিয়াছে। বারটী বিলুপ্ত সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে আটটী কেবল এইরূপ বিবাহ হেতু বিলোপ প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।"

গ্যাল্টন্ সাহেব ইহার কোন বিশেষ কারণ দেখান নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন, "এই উত্তরাধিকারিণীগণ যেমন বংশের এক মাত্র সন্তান, এই সন্তানগণের বন্ধ্যাত্বও সেই রূপ তাহাদিগের বংশপরম্পরাগত।" তিনি আবার বলিয়াছেন, "এরূপ উত্তরাধিকারিণীগণ কেবল যে তাহাদের পিতামাতার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া সমস্ত জীবনের মধ্যে একমাত্র সন্তান, এরূপ না হইতেও পারে। হয়ত মৃত্যু হস্তে প্রপীড়িত বহু পরিবার মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান হইতে পারে, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বিবাহের একমাত্র সন্তান হইতে পারে, কিম্বা পিতা বা মাতার মৃত্যুতে আর সন্তান হয় নাই, এরূপও হইতে পারে। এ সকল স্থলে ইহাদের স্বামী সম্বন্ধেও অনুসন্ধান আবশ্যক; অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতামাতার একমাত্র সন্তান কিনা, অথবা কোন বৃহৎ পরিবারের একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান কিনা,

প্রভৃতি বিষয়ও দেখা আবশ্যক। যাঁহারা এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে যত্নবান তাঁহারা এই অনুসন্ধানে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা আমার আলোচিত বিষয়ের অন্তর্গত নহে।”

ডিউসিং এবং গ্যাল্টন্ সাহেবের বিবরণাবলী পাঠ করিলে—দৈহিক শক্তির অভাব এবং দৈহিক কোমলতা হইতে অধিক বালিকার জন্ম হয়, এবং প্রচুর ধনশালিনী প্রসূতিগণের ভোগ বিলাসিতা আলস্য ও ঔদাস্যপ্রিয়তা হইতে এরূপ দৈহিক অবস্থা হইয়া থাকে, গ্রন্থোক্ত এই দুই মত যে সত্য, তাহাতে আমার (গ্রন্থকর্ত্তার) বিশেষ প্রতীতি জন্মে। সহরেই সচরাচর এইরূপ প্রসূতি দেখা যায়; সুতরাং সহরেই অধিক বালিকার জন্ম হইয়া থাকে।

খ (৩২ পৃষ্ঠা)

এই গ্রন্থে যতদূর স্ত্রীলোকের আধিক্য দেখান হইয়াছে তাহাতে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। গতবারের গণনায় অলিঘাণি পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বদিকের বিভাগ সমূহে ২,৯০,০০০ অধিক স্ত্রীলোক দেখান হইয়াছে। যদিও এই আধিক্য কেবল মাত্র প্রধান প্রধান নগরসমূহে দেখা যায় এবং ইংলণ্ডের ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের গণনায় কেবল মাত্র লণ্ডনে ৪,৬৭,৮৮৮ অধিক স্ত্রীলোক দেখান হইয়াছে, তথাপি পুরুষগণের বিদেশ গমন ঐ আধিক্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ কথা যে এ আধিক্যের কোন প্রকৃত কারণই নহে, তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য আমাদিগের দেশের গতবারের গণনা হইতে একটী বিবরণী প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে এক লক্ষের অধিক লোকপূর্ণ

প্রধান প্রধান নগরের স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা এবং ৫ হইতে ১৭ বয়স্ক বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণের সংখ্যা পৃথকরূপে দর্শিত হইয়াছে। উপনিবেশ হেতু পূর্ব্বভাগের নগরসমূহে পুরুষ সংখ্যার বৃদ্ধি ও পশ্চিম ভাগের নগরসমূহে ইহার হ্রাস হইয়াছে, এ কথা অধিক বয়স্ক ব্যক্তি-গণের পক্ষে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণের পক্ষে এ কথা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ এরূপ অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ কখন তাহাদিগের .পিতা মাতার সমভিব্যা-হার ভিন্ন, বিদেশে গমন করিতে পারে না, এবং পিতামাতার সমভিব্যা-হারে গমন করিলে বালক ও বালিকা উভয়েই গমন করিবে। সুতরাং বিদেশগমন হেতু বালক বা বালিকার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কিছুই নাই। তুলনার সুবিধার জন্য এই তালিকায় প্রতি ১০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণের সংখ্যা দেশের প্রত্যেক বিভাগ (county) অনুযায়ী গণিত হইয়াছিল। সুতরাং তালিকায় যেস্থলে বিভাগের নাম নাই, তদুল্লিখিত নগর গুলি যে যে বিভাগে স্থিত, বালক বালিকার সংখ্যা সেই সেই বিভাগের বলিয়া ধরিতে হইবে।

নগর	বিভাগ	সাধারণ		স্ত্রীলোকের পরিমাণ	বিদ্যালয়ের		বালিকার পরিমাণ
		পুরুষ	স্ত্রীলোক		বালক	বালিকা	
নিউইয়র্ক ...	... ...	৫৯০,৫১৪	৬,১৫,৭৮৫	১০৪,৩	১,৫০,০৫১	১,৫৪,৭৩১	১০৩.১
ফিলাডেলফিয়া ...	... ...	৪,০৫৯৭৫	৪,৪১,১৯৫	১০৮.৭	১,০৪,৭৯৩	১.০৬,৭৬৪	১০১.৯
চিকাগো ...	কুক্ ...	৩,১১২৫৪	২,৯৬,২৭০	৯৫.২	৮১,৫৭৭	৮৩,৫৮৬	১০২.৫
ব্রুক্লিন্ ...	কিংস ...	২,৮৯,১৫৩	৩,১০,৩৪২	১০৯৭,৩	৭৯,৭২৪	৮১,৪৩২	১০২.১
বল্টিমোর ...	... ...	১,৫৭,৩৯৩	১,৭৪,৯২০	১১১.১	৪২,৬৭৬	৪৫,৩৯৮	১০৬,৪
বষ্টন ...	সফোক্ ...	১,৮৩,৯৯৫	২,০৩,৯৩২	১১০,৪	৪৩,৫৬০	৪৪,৬৭৩	১০২,৫
সেণ্টলুই ...	... ...	১,৭৯ ৫২০	১,৭০৯৯৮	৯৫.৩	৪৭,৯৮৮	৫০,১১৯	১০৪,৪
পিটস বর্গ ...	আলিঘানি ...	১,৭৯,১১৪	১,৭৬,৭৫৫	৯৮.৭	৫২,৯৩৪	৫৩,১৯৬	১০০.৪
সিন্সিন্নাটি ...	হ্যামিল্টান্ ...	১,৫৪,৪৮১	১,৫৮,৮৯৩	১০২.৯	৪৩,৩৭১	৪৩,৯৩৫	১০১.৩
স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কো ...	স্যানফ্র্যান্সিস্কো ..	১,৩২ ৬০৮	১,০১,৩৫১	৭৬ ৪	২৮,৩৯২	২৮,৩০৫	৯৯.৯
বফেলো ...	ইরাই ...	১,১০,০২৯	১,০৯,৮৫৫	৯৯,৮	৩১,৩৮৪	৩১,২০৯	৯৯.৪
নিউ অরলিয়ান্স ...	অরলিয়্যান্স ...	১,০০,৮৯২	১,১৫,১৯৮	১১৪.২	২৯,৪৪৮	৩২,০৮১	১০৮,৯
প্রভিডেন্স ...	প্রভিডেন্স ...	৯৪,৯২১	১,০২,৯৫৩	১০৮.৫	২৪,১৯৪	২৪,৬৪৫	১০১,৮
ক্লিভল্যাণ্ড ...	কিউইয়াহোগা ...	৯৯,০০৫	৯৭,৯৩৮	৯৮.৯	২৭,৮৬৭	২৭,৯১৬	১০০.২
নিউ আর্ক্ ...	এসেক্স ...	৯১,৬০৫	৯৮,৩২৪	১০৭.৩	২৫,৯৮৪	২৬,৩৭০	১০১,৫
জার্সি সিটি ...	হডসন ...	৯৩,৬৯২	৯৪,২৫২	১০০.৬	২৬,৫৩১	২৭,৩৪৯	১০৩.১
ওয়াসিংটন্ ...	কলম্বিয়া ...	৮৩,৫৭৮	৯৪,০৪৬	১১২.৫	২৩,০৪৪	২৪,৬৮৩	১০৭,১
ডিট্রয়েট ...	ওয়েন ...	৮২,৯১৭	৮৩,৫২৭	১০০.৭	২৩,৭২৫	২৪,০১০	১০১.২
লুইভিল্ ...	জেফারসন ...	৭০,৬৮৫	৭৫,৩২৫	১০৬.৬	২০,৮৬৮	২১,৬৩২	১০৩,৭
মিলওয়াকি ...	মিলওয়াকি ...	৬৯,৬০৬	৬৮,৯৩১	৯৯.০	১৯,৭২৫	২০,২৪৪	১০২,৬

বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণের এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এ দেশের পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল নগরে অন্যান্য বিভাগসমূহ হইতে বহুসংখ্যক লোকের আগমন হেতু পুরুষের সংখ্যা অধিক বলা হইয়া থাকে, সেই সকল নগরে পূর্ব্ব অংশের নগরসমূহের ন্যায়ই অধিক বালিকার জন্ম হইয়াছে। যেমন কুক্ (চিক্যাগো) বিভাগে, ১০০ পুরুষে ৯৮.৪ স্ত্রীলোক এই পরিমাণ দেখান হইয়াছে; কিন্তু বালিকার পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ১০২.৬। সেণ্ট্ লুই বিভাগে স্ত্রীলোকের পরিমাণ ৯৫.৩; কিন্তু, বালিকার পরিমাণ ১০৪.৪। আরও পশ্চিমে যে সকল নগরে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের গণনায় লোক সংখ্যা এক লক্ষেরও কম ছিল, এবং যে সকল নগরে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া বাস করিয়াছে সে সকল নগরে প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকগণের সহিত তুলনায় বালিকার পরিমাণ আরও অধিক। যে বিভাগে মিনিয়াপোলিস্ নগর অবস্থিত, তথায় ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে স্ত্রীলোকের পরিমাণ প্রতি ১০০ পুরুষে ৮৩.৬ কিন্তু বিদ্যালয়ের বালিকার পরিমাণ ১০৩.৯। যে বিভাগে সেণ্টপল্ নগর অবস্থিত, তাহাতে স্ত্রীলোকের পরিমাণ ৮৪.৫; কিন্তু বালিকার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক—১০৭.৪।

গ (৫১ পৃষ্ঠা)।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর, অনেকে এই প্রাকৃতিক নিয়মের অনেক প্রমাণ আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল গুলিই গ্রন্থোক্ত প্রমাণসমূহের অনুরূপ। সুতরাং তাহাদিগের উল্লেখ পুনরুক্তি মাত্র ও তাহাদিগের উল্লেখে এই প্রাকৃতিক নিয়ম অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আর একটী বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক। যাঁহারা এই গ্রন্থোল্লিখিত মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, তাঁহারা এস্থলে এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, গ্রন্থকারের মনে, যে কোন কারণে হউক, এ মত প্রথমে উদয় হইয়াছিল; এবং তাহাকেই নানা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থোক্ত পরিদর্শনসমূহ বিশেষ যত্নে সংগৃহিত হইয়াছে। চেষ্টা করিলে ইহাদিগের বিপরীত ঘটনাও অনেক সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

তাহার উত্তর এই, যদি এ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা অন্য বিষয়ের আলোচনা কালে এই মত মীমাংসিত হইয়া থাকে, এরূপ মীমাংসায় উল্লিখিত আপত্তি কোনরূপেই প্রয়োগ করা যায় না। এ গ্রন্থোক্ত বিষয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। অপর বিষয়ের আলোচনা কালে কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়টী আসিয়া পড়িয়াছিল।

ডাক্তার জন ষ্টকৃটন্ হাউ, এম, ডি, (Dr. John Stockton Hough M. D.), মানব জাতির দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষমতা বিষয়ে বহুকাল ধরিয়া অনেক আলোচনা করেন এবং এতদ্বিষয়ক নানা প্রতিষ্ঠালব্ধ প্রবন্ধ অনেক মাসিক পত্রিকায় লেখেন। ফিলাডেলফিয়া হইতে প্রকাশিত ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের ২৭ এ ডিসেম্বর তারিখে মেডিক্যাল টাইমস (Medical Times) পত্রিকায়, মিচিগ্যান্ বিভাগের নবপ্রকাশিত কতকগুলি বিবরণীর সাহায্যে বিদেশীয় অধিবাসিগণের ঐ বিভাগে জাত শিশুগুলির স্ত্রী ও পুরুষদেহপ্রাপ্তি ও তাহাদিগের সংখ্যা বিষয়ে, তাহাদিগের উপর তাহাদিগের জনক জননীগণের কিরূপ ক্ষমতা, এতদ্বিষয়ক নানা আলোচনা করিয়া, তাঁহার প্রবন্ধটী এই কয় মীমাংসায় শেষ করিয়াছেন।

"১। বিদেশ হইতে আগত নরনারীগণ সন্তানোৎপাদন বিষয়ে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন এবং তাহাদিগের পুত্রের সংখ্যাই অধিক।"

"২। দেশীয় পুরুষের সহিত বিবাহিতা বিদেশী প্রসূতিগণ তাহাদিগের স্বামী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রসন্তানই অধিক।"

"৩। সুতরাং পুত্রোৎপাদনার্থ প্রসূতির অধিকতর সন্তানোৎপাদন-শক্তি থাকা আবশ্যক এবং কন্যার জন্মদানে পুরুষের ঐ শক্তি অধিকতর হওয়া আবশ্যক।"

এই গ্রন্থোক্ত তালিকাসমূহের সাহায্যে ১ এবং ২ মীমাংসা সত্য বলিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সহরের স্বদেশবাসিনী দুর্ব্বল প্রসূতিগণের সহিত তুলনায় বিদেশাগতা প্রসূতিগণ অধিকতর শক্তি সম্পন্না। সেই কারণেই তাহাদিগের বালকের সংখ্যা অধিক। ইহা বিদেশীগণের কোন জাতিগত লক্ষণ নহে। পল্লীগ্রামের স্বদেশী স্ত্রীলোকগণের শারীরিক অবস্থা বিদেশী স্ত্রীলোকগণের ন্যায়, এবং তাহাদিগেরও পুত্রের সংখ্যা অধিক। এ সকল কথাই পূর্ব্বে এ গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে এবং ডাক্তার হাউ সাহেবের তৃতীয় মীমাংসার সহিত স্পষ্টই মিলিতেছে।

অপর প্রমাণসমূহ 'ঘ' টীকায় লিখিত হইল।

ঘ (৫৪ পৃষ্ঠা)।

গ টীকায় উল্লিখিত ডাক্তার ষ্টকৃটন্ হাউ ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের নিউকইয়র্ক অবষ্টেট্রিক্যাল জর্ণেল নামক পত্রিকায়, 'পুত্র এবং কন্যা সন্তানের প্রসূতির উপর ক্ষমতা' বিষয়ে যে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বসঙ্কলিত একটী তালিকা প্রকাশ করেন। ঐ ক্ষমতার

প্রমাণের জন্য, ইহাতে প্রত্যেক দুইটী সন্তানের জন্মের মধ্যবর্ত্তী কালের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে ২৯টী ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারবর্গ হইতে এবং ৬৯টী হাইড সাহেব প্রণীত বংশাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তীকালের স্বল্পতা বা আধিক্য স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে গর্ভস্থ সন্তানগণের শক্তির কারণে হইয়া থাকে। সন্তান প্রসবের ঠিক নয়মাস পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হয় বলিয়া এই তালিকায় ধরা হইয়াছে।

প্রথম ২৯টী দৃষ্টান্ত।

যখন পূর্ব্বের সন্তানটি বালিকা	এবং পরবর্ত্তিটী বালিকা	মোট মধ্যবর্ত্তী কাল [illegible]মাস ২৩দিন
	এবং পরবর্ত্তিটী বালক	,, ,, ৭ মাস ২৩দিন
যখন পূর্ব্বের সন্তানটী বালক	এবং পরবর্ত্তিটী বালিকা	,, ,, ১০মাস ২৭দিন
	এবং পরবর্ত্তিটী বালক	,, ,, ১৪ মাস ২৩দিন

শেষোক্ত ৬৯টী দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ—

যখন পূর্ব্বের সন্তানটী বালিকা	এবং পরবর্ত্তিটী বালিকা	মোট মধ্যবর্ত্তী কাল ১৪মাস ১৯দিন
	এবং পরবর্ত্তিটী বালক	,, ,, ১৩মাস ২০দিন
যখন পূর্ব্বের সন্তানটী বালক	এবং পরবর্ত্তিটী বালিকা	,, ,, ১৬মাস ২৬ দিন
	এবং পরবর্ত্তিটী বালক	,, ,, ১৯ মাস ২৬দিন

সকল সমাজের ও সকল অবস্থার লোকের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে এই দৃষ্টান্তগুলি আরও অধিক পরিদর্শন ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তথাপি যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমার এই কথাটী সমর্থিত হইতেছে, যে ক্রমাগত যাঁহাদের এক সন্তান হইবার পর অল্পকাল মধ্যেই আবার গর্ভ সঞ্চার হইতে থাকে, তাঁহাদিগের কন্যাই অধিক হয়। যদি ঐ মধ্যবর্ত্তীকাল কিছু অধিক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পুত্রসন্তান হইতে পারে। প্রথম দৃষ্টান্তগুলিতে এইটী দ্রষ্টব্য যে, একটী কন্যাসন্তানের জন্মের ছয়মাসের মধ্যেই যাঁহাদের আবার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, তাঁহাদিগের আবার কন্যাসন্তান হইয়াছে; কিন্তু যখন ৮ মাস বা ততোধিক কাল পরে হইয়াছে, তখন পুত্রসন্তান হইয়াছে। আবার, যেথানে পূর্ব্বে পুত্রসন্তান হইয়াছে, তথায় প্রসূতির দৈহিক শক্তি পুনর্লাভের জন্য আরও অধিক সময় আবশ্যক হইয়াছে। সেরূপ স্থলে ১১ মাস পরে গর্ভসঞ্চার হইলেও তাহাতে বালিকার জন্ম হইয়াছে এবং ১৪ মাস পরে গর্ভসঞ্চারে পুত্রসন্তানের জন্ম হইয়াছে।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ এবং প্রসবে প্রসূতির শরীর অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসূতির কন্যা অপেক্ষা পুত্র হইলে, পূর্ণ জীবনীশক্তি পুনর্লাভে অধিকতর বিলম্ব হইয়া থাকে। এই কারণে, পূর্ব্বপ্রসূত সন্তান স্ত্রী বা পুরুষ হইলে গর্ভসঞ্চারের মধ্যবর্ত্তী কাল অল্প বা দীর্ঘ হয়; এবং ঐ সময়ের মধ্যে পুত্রোৎপাদনের উপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে না পারিলে কন্যা সন্তান হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তগুলিতে যে ঐ মধ্যবর্ত্তীকাল আরও দীর্ঘ হইয়াছে, তাহার অন্য অনেক কারণ আছে। বহুকাল শিশুর স্তনদুগ্ধ পান,

কিম্বা স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য স্বামীর সহবাস হইতে বিরত হওয়া, গর্ভসঞ্চারের বিলম্বের কারণ। এই সকলগুলিই প্রধান কারণ এবং, সন্তানের হেতু দুর্ব্বলতা দ্বিতীয় কারণ মাত্র।

চ (৫৭ পৃষ্ঠা)।

'ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে' এই কথা 'ক' টীকায় উল্লিখিত গ্যাল্টন সাহেব প্রণীত 'হেরিডেটারি জিনীয়স্' নামক গ্রন্থে উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে মিড্‌ল্‌টন প্রণীত জীবনচরিতাবলী হইতে ১৯৬ ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই অধ্যায়েই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ (divines) যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিলেও যে প্রায়ই অকালে তাহাদিগের পত্নীবিয়োগ ঘটিয়া থাকে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু তাহাদিগের অকাল মৃত্যু হয়। এ শ্রেণীর অধিকাংশ স্ত্রীলোকের প্রসবকালে মৃত্যুই তাহার প্রমাণ। এরূপ মৃত্যুর কেবল সাতটী মাত্র দৃষ্টান্ত গ্যাল্টন সাহেবের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে, কেবল মাত্র সাতটী স্ত্রীলোকেরই প্রসবকালে মৃত্যু হইয়াছে। মিড্‌ল্‌টন সাহেব যে এরূপ সকল মৃত্যুই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারও কোন স্থিরতা নাই। এই রমণীগণের প্রায়ই ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্তি এরূপ মৃত্যুর অপর কারণ। পরে তিনি দেখাইয়াছেন যে ধর্মে অত্যন্ত আসক্তি এবং দৈহিক দুর্ব্বলতা সর্ব্বদাই একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি ঐ ১৯৬ ব্যক্তির মধ্যে যে ২৬ জন অতি দুর্ব্বল, তাহাদিগের একটী তালিকা দিয়াছেন। এই ২৬ জনের প্রত্যেকের অবস্থা পৃথক-

রূপে দেখাইয়া, তিনি শেষে লিখিয়াছেন (২৬৫ পৃষ্ঠা), ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের শারীরিক অবস্থা সাধারণতঃ অতি শোচনীয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে। পরে তাহারা বিদ্যালয় হইতে নিস্কৃতিলাভ করিলেও, কতকাংশে তাহাদিগের অপর বালকগণের ক্রীড়ায় যোগদানে অক্ষমতা হেতু, এবং কতকাংশে স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ অপরিমিত মস্তিষ্ক পরিচালনের অভ্যাস হেতু, তাহারা পুস্তকপাঠেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। অবশেষে ইহারা এই তিনের একটী ফল ভোগ করিতে থাকে। হয় তাহারা অতি অল্প বয়সেই কালকবলিত হয়, অথবা তাহারা নিজ যত্নে ক্রমে দৈহিক বল লাভ করিয়া, নিজ ইচ্ছামত সকল কার্য্যে আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হইতে পারে; অথবা অতি রুগ্ন অবস্থায় দিন যাপন করিতে থাকে। এই দুর্ব্বল ব্যক্তিগণই প্রায় ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। অধিকাংশ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের জীবন চরিতে অকালে তাঁহাদিগের অকর্ম্মণ্যতার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মিড্‌ল্‌টন প্রণীত চরিতাবলীতেও এইরূপ বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

ছ (৯২ পৃষ্ঠা)।

১৮৮৪, খ্রীঃ অব্দের ২৩এ ডিসেম্বর তারিখের নিউইয়র্ক ট্রীবিউন পত্রিকায় আয়র্লণ্ডীয় কাগজ প্রস্তুতকারী মার্কস ওয়ার্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি এই কথা লিখিয়াছেন—

"২৫ বৎসর কাগজ প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, লিখিবার কাগজের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। জিজ্ঞাসা করিলে,

আমেরিকার যে কোন কাগজ এবং সুতার কলের যে কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীই বলিবেন, যে * এ দেশে জলের উপর অপেক্ষা বায়ুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তড়িৎ থাকে * এবং ইহা এত অধিক, যে কলের চারিদিকে ঐ তড়িতের শক্তি নষ্ট করিবার জন্য আবার একটী নূতন কলের আবশ্যক হইয়াছে।"

জ (১০৪)।

পশ্বাবলী সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা।

স্বেচ্ছায় পশুগণের স্ত্রী অথবা পুরুষ জাতীয় শাবক উৎপাদন বিষয়ে দশম অধ্যায়ের শেষ ভাগে লিখিত ফিকেট সাহেবের মত ভিন্ন আর দুইটী মত প্রচলিত আছে। সেই দুইটী মতের আলোচনাও এস্থলে আবশ্যক। থুরি নামক এক ব্যক্তি একটী মত প্রচার করেন। সেই মত এই যে, উত্তেজনা কালের প্রথম অবস্থাতেই গর্ব্ভসঞ্চারে ডিম্বকোষ সমূহের (ova) অসম্পূর্ণ বা অপরিপক্ক অবস্থা হেতু, সেই গর্ব্ভে স্ত্রী জাতীয় শাবক হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তেজনাকালের কিছু বিলম্বে গর্ব্ভসঞ্চারে পুরুষজাতীয় শাবকের জন্ম হয়। পাশ্বোৎপাদন ব্যবসায়ী অনেকে বলিয়াছেন যে, এ মতের পরীক্ষায় তাঁহারা কখনও সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। আবার অনেকের মতে ইহা সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত।

কিন্তু এই গ্রন্থোক্ত মতানুসারে, অনেক সময়ে এই নূতন মতে ঈপ্সিত সন্তান লাভ করিতে দেখা যাইবে। তথাপি ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। হুবার সাহেব মক্ষিকা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই

---

* * এই চিহ্নের মধ্যস্থিত কথাগুলি গ্রন্থকারের।

এই নূতন মতের প্রধান অবলম্বন। হুবার সাহেব বলেন যে, স্ত্রীজাতীয় মক্ষিকা যদি কামোত্তেজনার প্রথম অবস্থাতেই পুরুষ মক্ষিকার সহিত সহবাস করিতে পায়, তাহা হইলে তাহার ডিম্বসমূহের মধ্যে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ হইতে স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকা উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তাহাদিগের সহবাস পাঁচ ছয় দিন পরে হইলে, সকল ডিম্ব হইতেই পুরুষ মক্ষিকা উৎপন্ন হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকা পুরুষ জাতীয় মক্ষিকা হইতে পাঁচ ছয় দিন পৃথক থাকায়, তাহার সহবাসস্পৃহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইলে পুরুষ জাতীয় শাবক লাভ এই গ্রন্থোক্ত মতানুসারে অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু থুরির এ মত যে সাধারণতঃ প্রয়োগ করা যায় না, মনুষ্য জাতির সন্তানোৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় তাহা ভালরূপই বুঝা যায়। কারণ এ মত সত্য হইলে, ঋতুর বহু পরে গর্ব্ভসঞ্চারে পুত্রসন্তান সকলেরই হওয়া উচিৎ।

যাঁহারা এ মতের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের স্ত্রী ও পুরুষ পশুগণের দৈহিক অবস্থা বিষয়েরও আলোচনা করা উচিৎ। দুর্ব্বল স্ত্রী, অত্যন্ত অধিক সহবাসস্পৃহা থাকিলেও, সহবাসশক্তিতে পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতে পারে, এবং তাহাতে তাহার স্ত্রী জাতীয় সন্তান হইবার সম্ভাবনা। আবার বলবতী স্ত্রী কামোত্তেজনার প্রথম অবস্থাতেই দুর্ব্বল পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সেরূপ অবস্থায় পুরুষ জাতীয় সন্তানই হইবে।

অপর মত এই যে, প্রথম উত্তেজনায় সহবাসে যদি পুরুষ জাতীয় শাবক হয়, দ্বিতীয়বারের উত্তেজনায় সহবাসে স্ত্রী জাতীয় শাবক হইবে। যদি দ্বিতীয়বারের উত্তেজনায় গর্ব্ভ না হয়, তৃতীয়বারের উত্তেজনায় গর্ব্ভসঞ্চারে আবার পুরুষজাতীয় শাবক হইবে। সেইরূপ যদি প্রথম উত্তে-

জনায় স্ত্রী জাতীয় শাবক হয়, দ্বিতীয় উত্তেজনায় পুরুষজাতীয় শাবক হইবে। যদি দ্বিতীয় উত্তেজনায় গর্ভ না হয়, তৃতীয় বারের উত্তেজনায় আবার স্ত্রীজাতীয় শাবক হইবে। এইরূপে উত্তেজনাকাল ধরিয়া পর্য্যায় ক্রমে স্ত্রী বা পুরুষ শাবক হইয়া থাকে। এই মত বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পয়োৎপাদন ব্যবসায়ীগণ এ মতের উল্লেখ বড় অল্পই করেন। তথাপি ইহার পৃষ্ঠপোষকও অনেক আছে।

এই পর্য্যায়ক্রমিক মত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, স্ত্রী জাতীয় শাবক অপেক্ষা পুরুষ জাতীয় শাবক গর্ভে ধারণ ও প্রসবে গাভীগণ অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বল অবস্থায় সহবাসে অন্য সকল বিষয়ে সম-অবস্থাপন্ন হইলেও, সহবাস-শক্তিতে গাভী অপেক্ষা বৃষই অধিকতর বলশালী হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রন্থোক্ত নিয়মে এরূপ অবস্থায় স্ত্রী জাতীয় শাবক হওয়া উচিৎ। কিন্তু স্ত্রীজাতীয় শাবক হইলে গাভী ততদূর দুর্ব্বল হয় না এবং অল্পদিনের মধ্যে আবার সবলতা লাভ করিয়া পুরুষ জাতীয় শাবক উৎপাদনে সক্ষম হয়। 'গ' টীকায় লিখিত গ্যাণ্টন্ সাহেবের বিবরণাবলীর সাহায্যে এ কথা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে—অর্থাৎ বালিকা হইলে পুনর্ব্বার গর্ভসঞ্চার কিছু শীঘ্র হইয়া থাকে; কিন্তু বালক হইলে কিছুদিন বিলম্বে গর্ভসঞ্চার হয়।

এ মত সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, যদি এ মত সত্য হয়, তাহা হইলে কুক্কুরী, শূকরী প্রভৃতি যে সকল জন্তুর একবারে অনেকগুলি করিয়া শাবক হয়, তাহাদিগের গর্ভের সকল শাবকগুলিই স্ত্রীজাতীয় অথবা পুরুষজাতীয় হওয়া উচিৎ। যদি এই সকল পশু সম্বন্ধে এমন কোন বিশেষ নিয়ম থাকে, যাহাতে ডিম্বকোষ সমূহ পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ক্রমিক মতে স্ত্রী ও পুরুষ জীবে পরিণত হয়, তাহা হইলেও সমপরিমিত স্ত্রী ও পুরুষ শাবকের জন্ম হওয়া

উচিৎ। পশুগণের যমজ সন্তানের মধ্যেও সেইরূপ হওয়া উচিৎ—অর্থাৎ, হয় সেই দুই সন্তান সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই এক জাতীয় হইবে, অথবা সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই তাহাদিগের মধ্যে একটী স্ত্রীজাতীয় ও একটী পুরুষজাতীয় হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার অতি অল্প দিন পরেই, নিউইয়র্ক হইতে কাশিত একখানি সংবাদ পত্রে (Spirit of the Times, 7th February 1885.) আর্মিটেজ নামক এক ব্যক্তি, 'স্বেচ্ছায় পুত্র বা কন্যোৎপাদন' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন। ইনি প্রধানতঃ অশ্ব প্রভৃতি নানা পশুশালায় অনেক তত্ত্বানুসন্ধানের পর গ্রন্থোক্ত মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। প্রবন্ধটী অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াতে এস্থানে লিখিতে পারিলাম না। ইহার এই কয়টী কথার উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইবে। তাঁহার শেষ মীমাংসা এই—ঘোটক বৃদ্ধ, স্থূলকায় ও পরিশ্রমের অভাব হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, তাহার পুরুষজাতীয় শাবক অধিক হয়। কখন কখন পরিমাণ শতকরা ৮৫ বা ৯৫, এবং স্ত্রীজাতীয় শাবক ১০ বা ১৫। তদ্বিপরীতে, যদি ঘোটকী বৃদ্ধা হয়, এবং ঘোটক পূর্ণবয়স্ক ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতীয় শাবক অধিক হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সকল দুর্ব্বল প্রসূতির কেবল কন্যাসন্তান হইয়া থাকে, যদি কখন তাঁহাদিগের পুত্র হয়, সে পুত্র প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, এবং যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই প্রায় কাল-কবলিত হয়। আর্মিটেজ সাহেবের উল্লিখিত প্রবন্ধের এই কয়টী কথায় এমতও সমর্থিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'অত্যন্ত দুর্ব্বল একটী ঘোটকীর ক্রমাগত কেবল মাত্র স্ত্রীজাতীয় শাবকই হইয়াছিল। শেষ তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় একটী পুরুষ জাতীয় শাবক হয়।

অত্যন্ত শোচনীয় দৈহিক অবস্থা হেতু এই শাবকটীর অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু হইয়াছিল।'

কার্ল ডিউসিং তাঁহার বিবরণাবলীতে দেখাইয়াছেন, ঘোটকীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে একই ঘোটকের নিকট রাখায়, তাহাদিগের পুরুষজাতীয় শাবকই অধিক হইয়াছিল। এইরূপে লক্ষাধিক পুরুষজাতীয় ঘোটক শাবক উৎপন্ন হয়।

ডিউসিং সাহেবের বিবরণাবলীর সাহায্যে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার এ কথাও গ্রন্থোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী। ঘোটকীর সংখ্যার যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ঘোটক অনবরত সহবাস হেতু সেই পরিমাণে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। সুতরাং ঘোটকীগণের সহবাস-স্পৃহা ঘোটক অপেক্ষা অধিক হইত। এই হেতু ঘোটকীগণের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগের পুরুষজাতীয় শাবকও তত অধিক হইয়াছিল।

প্রসূতী বলবতী হইলে যে তাহার পুত্রসন্তান এবং দুর্ব্বল হইলে কন্যাসন্তান হইয়া থাকে, ২৫ বা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স দেশীয় অধ্যাপক মাটিগো মেষ দলের উপর যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একথার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, "বার বার দেখা গিয়াছে, যে সকল মেষীর স্ত্রীজাতীয় শাবক হইয়াছে, তাহারা গর্ভসঞ্চার কালে, যাহাদিগের পুরুষ জাতীয় শাবক হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা, অধিকতর ভারি—স্থূলকায় ছিল। কিন্তু শাবকগণের লালণে তাহারই অপর মেষীগণ অপেক্ষা অধিকতর হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে।" ইহা হইতে অধ্যাপক এই স্থির করিয়াছেন যে, পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তানের জন্মদানে ও লালনে প্রসূতির অধিকতর শক্তির আবশ্যক হয়। যদিও এ কথা চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ অথবা পাশ্বোৎপাদন-

ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তিই এ পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তথাপি বিশেষ যত্নে ও সাবধানে বার বার প্রত্যেক গর্ভিনী মেষীকে ওজন করিয়া এই একই ফল পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে এই মীমাংসা ভিন্ন অন্য কোনরূপ মীমাংসাই স্থির করা যায় না।

তবে একটী কথা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মার্টিগো সাহেবের এই মীমাংসা ভ্রমমূলক এবং সেই কথাটী হইতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও অভ্রান্ত মীমাংসা স্থির করা যাইতে পারে। অধ্যাপক বলিয়াছেন "যে সকল মেষীর স্ত্রীজাতীয় শাবক হয়, তাহারা গর্ভসঞ্চার কালে অধিকতর ভারি—'স্থূলকায়' ছিল।" এই কথাটীর উপর সকল মীমাংসার নির্ভর। স্থূলকায় বলিলে সহবাসশক্তির প্রবলতা কখনই বুঝায় না। স্ত্রীজাতীয় অথবা পুরুষজাতীয় পশুকে নপুংসক করিলে যে তাহাদিগের শরীরে অতি অল্পদিনের মধ্যে অধিক চর্ব্বি হইয়া তাহারা স্থূলকায় হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। স্থূলকায় মেষীগণের সহবাসশক্তি, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় মেষীগণের অপেক্ষা অনেক কম এবং ইহারা অধিকতর অলস ও বিরামপ্রিয়। সুতরাং বলশালী মেষসহবাসে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইহাদিগের স্ত্রীজাতীয় শাবকই হইয়াছে। স্থূলকায় অথবা সহবাসশক্তিতে নিম্নশ্রেণীস্থ মেষের সহিত সহবাসে পুরুষজাতীয় শাবক হইলে, ইহাদিগের ভার নিঃসন্দেহ আরও অনেক কমিয়া যাইত।

মার্টিগো সাহেবের এই কথাগুলি এস্থলে উল্লেখ করিবার কারণ, অনেকে তাঁহার মীমাংসা হইতে ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। তাঁহার মত হইতে সহজেই স্থির করা যাইতে পারে যে, বলবতী স্ত্রী, স্ত্রীজাতির এবং বলবান পুরুষ, পুরুষ জাতির জন্মদানে সক্ষম। এই কথার প্রমাণার্থ অনেকস্থলে ইহাঁর মত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাঁর এ

মীমাংসা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। পাঠকগণও কোন মীমাংসার বিচার কালে, এরূপ যে সকল ভ্রম হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকেও অনেক স্থলে এইরূপে ভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়।

আমার এক বন্ধু, তাঁহার নিজ অশ্বগণের সম্বন্ধে বহুদর্শন হইতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমার নিম্ন লিখিত মীমাংসা আরও সপ্রমানিত হইয়াছে; অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষ পশুর পরিশ্রম হেতু অতি সামান্ত ক্লান্তি দ্বারা সহবাস কালের জন্ত তাহার সহবাস শক্তি তদ্বিপরীত জাতীয় পশু অপেক্ষা কম করা যাইতে পারে। ৫১ পৃষ্ঠায় শূকরীর দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে। এক্ষণে ইহার কারণ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা লিখিত হইল। সহবাস শক্তি কেবল সহবাস কালের জন্ত, কোন বিশেষ নিয়ম দ্বারা, সকল শক্তির আধার স্বরূপ স্নায়ুমণ্ডলী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরিশ্রম করিলে পেশীসমূহের কার্য্য হেতু, কার্য্যকালে ক্ষণকালের জন্ত স্নায়ুমণ্ডলীর চঞ্চলতা হেতু সেই স্নায়বীয় শক্তি বা সহবাসেচ্ছা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। যখন কোন স্ত্রী জাতীয় পশু অর্দ্ধক্রোশ মাত্রও হাঁটিয়া আইসে, ধীরপদে আসিলেও তাহার পেশীসমূহের শক্তি অনেক কমিয়া যায়। যদি সেই সময়েই সেই পশুকে বিশ্রাম করিতে না দিয়া পুরুষ পশুর নিকট লইয়া যাওয়া হয়, পুরুষ পশুটী ক্লান্ত না থাকিলে, উভয়ে দৈহিক অন্ত সকল বিষয়ে সম অবস্থাপন্ন হইলেও, স্ত্রী জাতীয় পশুর সেই সামান্ত দুর্ব্বলতা হেতু স্ত্রী জাতীয় শাবক হইবে। ইহার বিপরীত অবস্থায়, অর্থাৎ পুরুষ পশুর ক্লান্তি হেতু সেই সময়ের জন্য সহবাস শক্তিতে দুর্ব্বল হইলে স্ত্রী জাতীয় শাবক হইবে।

নেলসন সাইজার নামক এক ব্যক্তি গ্রন্থকারকে একখানি পত্র লেখেন। তাহার মর্ম্ম এই:—বোষ্টন এবং নিউ ইয়র্কনিবাসী স্বর্গীয় সুবিখ্যাত জেম্স

রিচার্ডস্, এ, এম্ বহুদিন পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত ঘটনাটী পত্র লেখককে বলিয়াছিলেন :—কমিংটন নগরে দুইটী গাভী প্রায় এক ক্রোশ দূর হইতে শ্রান্ত দেহেই একটী বৃষের নিকট আনীত হইয়াছিল। উহাদিগের মধ্যে একটী খর্ব্বকায়, হৃষ্ট পুষ্ট ও সুশ্রী, অপরটী বৃহদকায় ও বলিষ্ঠ গঠন। বৃষ প্রথমটীকেই পছন্দ করিয়া লয় এবং তাহার সহিত তিনবার সহবাস করে। কিন্তু অপরটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করে নাই। পরে, অল্প বয়স্কা গাভীটাকে লইয়া যাওয়া হইলে এবং বৃষের সহবাসস্পৃহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইলে, অপর গাভীর বহু চেষ্টার পর বৃষ একবার মাত্র তাহার সহিত সহবাস করিয়াছিল। তাহাতে ঐ গাভীর যমজ পুরুষ জাতীয় শাবক এবং খর্ব্বকায় গাভীর একটী স্ত্রী জাতীয় শাবক হইয়াছিল। পরে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহার কারণ আমরা প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই। আপনার গ্রন্থপাঠে এখন, কি কারণে এরূপ শাবক হইয়াছে, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি।" (পত্রের অবশিষ্ট অংশ অনাবশ্যক বোধে অনুবাদে উল্লেখ করা হইল না। এইরূপ শাবক হইবার কারণ পূর্ব্বে বার বার বুঝান হইয়াছে।)

টি জে বিগষ্টাফ্ লিখিত আর একখানি পত্র গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহারও সারাংশ মাত্র এ স্থলে উল্লিখিত হইল। পত্র লেখকের পিতার অনেকগুলি গাভী ছিল। তিনি নিম্ন লিখিত তিন উপায়ে ইচ্ছামত স্ত্রী বা পুরুষ জাতীয় শাবক লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ তিনি তাঁহার গাভীদলের জন্য একটী মাত্র বৃষ রাখিয়াছিলেন। তাহার জন্য বিশেষ যত্নও লওয়া হইত না এবং কোনরূপ পুষ্টিকর খাদ্যও তাহাকে দেওয়া হইত না। সুতরাং

ক্রমাগত সহবাসে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন গাভীদলের মধ্যে পুরুষ জাতীয় শাবকই অধিক হইয়াছিল।

তাহার পর, তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্রশৃঙ্গ হৃষ্ট পুষ্ট গাভী কিনিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কতকগুলি বৃষ তাহাদিগের জন্য রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার গাভীদলের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই স্ত্রীজাতীয় শাবক হইয়াছিল। এই বৃষগুলিকে তিনি যত্নপূর্ব্বক পালন করিতেন এবং রাত্রে তাহাদিগকে পুষ্টিকর আহার দিতেন। গাভীগুলির মাঠের ঘাসই একমাত্র আহার ছিল।

শেষে অনেক গরু বিক্রয় করা হইলে, যখন গরুর পাল কমিয়া আসিল, তখন একটী বৃষকে আন্দাজ ২০ বা ২৫টী গাভীর সহিত মাঠে একত্রে চরিতে দেওয়া হইত এবং রাত্রে বৃষকে পুষ্টিকর আহার দেওয়া হইত। "তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে পুরুষ জাতীয় শাবকই অধিক হইবে। কিন্তু তখনও স্ত্রী জাতীয় শাবক হইতে লাগিল। আমি দেখিয়াছিলাম যে, বৃষ কিছুদিন ধরিয়া কোন একটী গাভীর কামোত্তেজনার চেষ্টা করিত এবং এইরূপে তাহার কামস্পৃহা স্বভাবতঃ উত্তেজিতা হইবার পূর্ব্বেই তাহার সহিত সহবাস করিত। এ অবস্থায় স্ত্রী জাতীয় শাবক হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। * এই তিন উপায়ে আমরা নিজ ইচ্ছামত স্ত্রী অথবা পুরুষ জাতীয় বাছুর পাইয়াছিলাম।

---

*। পুত্রলাভেচ্ছু পাঠক পাঠিকাগণ এই কথাগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। স্বামী এরূপে স্ত্রীর কামস্পৃহার উত্তেজনার চেষ্টা করিলে, কেবল যে স্ত্রীর সহবাসস্পৃহা কম হয়, তাহা নহে; স্বামীর সহবাস স্পৃহা তখন অত্যন্ত বলবতী হয়। সে অবস্থায় কন্যা সন্তানের জন্মই অবশ্যম্ভাবী। সপ্তম অধ্যায়েও এ বিষয়টী আলোচিত হইয়াছে।

"এইরূপ আরও অনেক পরীক্ষার দ্বারা আপনার মতের অনেক প্রমাণ আমি পাইয়াছি। বহুদিন হইল আমি একটী গাভী কিনিয়াছিলাম। কিনিবার কালে বিক্রেতা আমাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, ইহার কামোদ্দীপনের কোন বাহ্যিক লক্ষণই দেখা যাইবে না। কেবল গত বারের যে সময়ে ইহা গর্ব্বিনী হয়, সেই সময়ে ইহাকে কোন বৃষের নিকট পাঠাইতে হইবে। এ কথা বাস্তবিক সত্য। গাভিটী দেখিতে বৃহদাকার ও স্থূলকায় ছিল। ইহার কামস্পৃহার কোন লক্ষণই কথন দেখা যায় নাই। কেবল পূর্ব্বেকার সময় ধরিয়া ইহাকে বৃষের নিকট পাঠান হইত; এবং ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সে বৃষের সহবাসেচ্ছার বশীভূতা হইত। তাহার যতগুলি শাবক হইয়াছিল, সকলগুলিই স্ত্রীজাতীয়। তাহার শাবকগুলিও ঠিক এইরূপ প্রকৃতির হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের কথনও একটী পুরুষজাতীয় শাবক হয় নাই।

"এই সকল দেখিয়াই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাহার কামস্পৃহা অধিক, তাহারই বিপরীত জাতীয় শাবক হইয়া থাকে এবং কামোত্তেজক পুষ্টিকর আহারে কামস্পৃহা অধিক হইয়া থাকে। আমার এ মীমাংসা আপনার মতের সহিত সম্পূর্ণই মিলিয়াছে। কিন্তু কি কারণে এরূপ হইয়া থাকে, আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। আপনি তাহা স্পষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"ফিকেটের আহারসম্বন্ধীয় মত যে সত্য, তাহারও প্রমাণ আমি পাইয়াছি। কেণ্টকীর অন্তর্গত সাইড্‌ডিউ নগরে টি সি আণ্ডারসন নামক এক ব্যক্তি পশুগণের মধ্যে কেবল স্ত্রী জাতীয় শাবক উৎপাদন করাইতে পারিতেন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুই বা

তিন শত গাভী ছিল। তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদাই অতি অযত্নে এবং সামান্ত লঘু আহার দিয়া রাখিতেন; এবং তাঁহার বৃষগণকে যত্নে পালন করিতেন ও তাহাদিগকে উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য দিতেন। এই হেতু তাঁহার বৃষগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল এবং গাভীগুলি কৃশ ও দুর্ব্বল ছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাদিগের স্ত্রীজাতীয় শাবকই হইত। আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে এ মত যে সত্য তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং দৈহিক ক্লান্তি হেতু ক্লান্ত পশুর স্বজাতীয় শাবক উৎপন্ন হয়, তাহাতেও আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্রামলাভে যে ক্লান্তিদূর হইয়া অধিকতর বল লাভ করা যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ। গ্যালভানিক ব্যাটারি দ্বারা দেহে বিদ্যুৎ চালিত করিলে, স্নায়ুসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে অধিকতর সবল হয়। ক্লান্তদেহে বিশ্রামের পর অধিকতর বললাভ সেইরূপে হইয়া থাকে। পশুগণের উপর এই সকল মতের পরীক্ষা ভালরূপে করা যায়। কিন্তু মনুষ্যগণের দ্বারা সেরূপ পরীক্ষা হয় না। তাহাদিগের নানা অত্যাচার হেতু অনেক সময়ে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়।”

বিগষ্টফ্ সাহেব যে ফিকেটের মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত থুরীর মত, এ সকল মতই গ্রন্থোক্ত প্রধান মতের অন্তর্গত।

ঝ (১১৪ পৃষ্ঠা)

তড়িৎতত্ত্বের অপর কতকগুলি প্রমাণ।

একাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, উদ্ভিদ্ এবং জীবজগতে স্বরূপ উৎপাদন তড়িতের কার্য্য মাত্র। জননেন্দ্রিয় সমূহে এবং স্বরূপ উৎপাদনে এই তড়িৎকার্য্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এই মত যে সকল প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে আখ্যাত হইয়াছে, সে সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ পাওয়া আশাতীত। তবে এই তড়িৎ বিষয়ক মত যে কল্পনা মাত্র নহে এবং ইহা যে সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ, কেবল মাত্র তাহাই বুঝাইবার জন্য এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের কথা উদ্ধৃত হইল। এই সকল প্রমাণ পাঠে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ মত সর্ব্বাংশে না হইলেও মোটের উপর সত্য।

চেম্বার্স প্রণীত এন্সাইক্লোপিডিয়া (Chamber's Encyclopedia) নামক গ্রন্থে, টমাস্ এল ফিপসন্ প্রণীত (Thomas L. Phipson Ph. D., F. C. S.) ফস্ফরিসেন্স (Phosphorescence) বা 'ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ হইতে আলোক বিকাশ' নামক গ্রন্থের নাম প্রথমে আমি পাই। (এই গ্রন্থ লণ্ডন হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।) ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ৬৯ পৃষ্ঠায়, উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ একাল পর্য্যন্ত যে আলোক, রজনীতে পরাগকেশরের রেণুসমূহ গর্ভকেশরে পতনকালে, নানাজাতীয় পুষ্পের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। খর্জ্জুর, নারিকেল জাতীয় যে সকল বৃক্ষের ফুলরাশি বা জনন-যন্ত্রসমূহ এক কোষ মধ্যে (সাধারণতঃ এই কোষকে চাঁপ কহে) আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের ঐরূপ রেণুস্খলন কালে সময়ে সময়ে এক প্রকার শব্দসহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত

হইতে দেখা যায়। এই প্রাকৃতিক ঘটনা স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের তড়িৎ সঞ্চরণ কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গ্রেসাহেব প্রণীত উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে * ফুলরাশির উত্তাপের উল্লেখ আছে। উত্তাপ ও তড়িতের কার্য্যকারক সম্বন্ধ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, "এই উত্তাপ ফুলের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু অপেক্ষা ২০ হইতে ২৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে।" আমি বলি, এই উত্তাপ রেণু সমূহের বীজকোষে স্খলনকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। তিনি পরাগকেশর সমূহের একটী চমৎকার কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; "মধ্যস্থ গর্ব্ভকেশর অধিকতর দীর্ঘ হওয়ায়, চতুর্দ্দিকস্থ পরাগকেশর সমূহের অগ্রভাগ কিছু দীর্ঘ হইয়া, তাহার শিরোপরি পতিত হয়।" পরে "ইহার রেণুসমূহ পরাগকেশরের সূত্রাংশের অন্তর্ভাগসংস্পর্শে কীয়ৎ বিচলিত হইয়া, গর্ব্ভকেশরে স্খলিত হয়। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য কেবল রেণুসমূহের গর্ব্ভকেশরের উপর স্থিতি এবং তাহাদিগের গর্ব্ভকেশরের বীজকোষে স্খলন। কি কারণে পরাগকেশরের অগ্রভাগ এইরূপে গর্ব্ভকেশরের উপর পতিত হয়, উদ্ভিদ্-দেহতত্ত্বের কোন গ্রন্থ দ্বারাই স্থির করা যায় না।"

তড়িৎ হইতে উল্লিখিতরূপ পুষ্পের উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, পরাগ ও গর্ব্ভকেশরের পূর্ব্বোল্লিখিত মিলন কিরূপে হইয়া থাকে, অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে।

আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, "পরাগকেশরের অগ্রভাগ অনেক পুষ্পে গর্ব্ভকেশরের দিকে থাকে।" পুরুষ জননেন্দ্রিয়ে জাত

---

* Structural and Systematic Botany by Asa Gray M, D., Professor in Natural History in Harvard University. Edition of 1857.

স্বরূপোৎপাদক পদার্থের, অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে জাত বীজে মিলিত হইবার, পুরুষ এবং প্রকৃতি তড়িতের আকর্ষণী শক্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ফিপসন্ প্রণীত গ্রন্থে খদ্যোৎ জাতীয় কীটগণের বিবরণে, এই তড়িৎ বিষয়ক মতের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি এতদ্বিষয়ক অনেক প্রমাণসিদ্ধ বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। এস্থলে এই কথাটী বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই কীটগণের আলোক সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "এই আলোক ফস্ফরিসেণ্ট (Phosphorescent) বা গন্ধকজাত আলোক বলিয়া সর্ব্বত্র কথিত হয়। থর্নটন্ হিরাপাথ নামক এক ইংরাজ রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, বহু রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াও, কণামাত্র গন্ধক (phosphate) এ সকল কীটদেহে লক্ষিত হয় নাই।" পরে ফিপসন্ সাহেব ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দ হইতে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশকাল পর্য্যন্ত, এই কীটালোক সম্বন্ধে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলের সমালোচনা ও নানা মতের উল্লেখ করিয়া অবশেষে কহিয়াছেন, (১৭৮ পৃষ্ঠা) ঃ "ডিসেনিস এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, এই ফস্ফরিসেন্স বা কীটালোক তড়িতের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাঁহার পরে এম বেকরেল এবং এম্ বিয়ট এবং আমেরিকার অধ্যাপক হেন্‌রি নানা পরীক্ষার পর এই একই মীমাংসা করিয়াছেন।"

ডাক্তার ম্যাটুকুসিও ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল জগৎ বিখ্যাত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একটীতে বলিয়াছেন ; "খদ্যোৎদেহের যে অংশ হইতে আলোক বিকাশ পায়, সে অংশে গন্ধকের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। গন্ধক হইতে যে এ সকর্ম্ম কীটদেহে আলোকের বিকাশ পায়, এ কথা আদৌ গ্রহণীয়

নহে।" (লণ্ডনের ডাক্তার জে পেরেরা কর্ত্তৃক অনুবাদের ১১২ পৃষ্ঠা, অষ্টম বক্তৃতা।)

উল্লিখিত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের এই সকল মীমাংসা পাঠ করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ফস্ফরিসেন্স বা গন্ধকজাত আলোক বলিয়া কথিত হইলেও এ কীটালোক তড়িৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়, এবং এ আলোক ও তড়িতালোকের ন্যায়।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এতদ্বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, আবশ্যক মত তাহারও কতক অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"ফ্রান্সদেশীয় অধ্যাপক ডিউনিভিল কিঞ্চলুক (কেঁচুয়া) প্রভৃতি কীটগণের আলোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ১৭৭১,৭৫ এবং ৭৬ খ্রীঃ অব্দে ফুগরগিউস প্রথমে এই আলোকের বিষয়ে লেখেন। তিনি বলিয়াছেন, এই আলোক কীটদেহের জননেন্দ্রিয়াংশ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। তাঁহার পর প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ব্রুগিরও এই কথা বলিয়াছেন।" *

"ফ্রান্সদেশের বিজ্ঞান সভার সভ্য অধ্যাপক মকুইন্ ট্যাণ্ডন বলেন, তিনি এবং এম্ সার্জির উভয়ে উল্লিখিত কীটের আলোক দেখিয়াছিলেন। লৌহকে অগ্নিদ্বারা শ্বেতবর্ণে উত্তপ্ত করিলে যেরূপ রং হয়, এই আলোকের রংও সেইরূপ। দেখা গিয়াছে, যে সকল কীটদেহে এই আলোক প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সঙ্গমের কালও উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এই কীটগণকে বহুদিন ধরিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গমেচ্ছা হেতু স্ফীত জনেন্দ্রিয়াংশ হইতে এই আলোক বিকাশ পায় ও সঙ্গমের পরক্ষণেই সে আলোক অদৃশ্য হয়।"

---

* Journal d' Histoire Naturelle Vol II p. 267.

"ডাক্তার লালিমণ্ড এই শেষোক্ত কথাটীর এক আশ্চর্য্য পরীক্ষা বহুলোক সম্মুখে দেখাইয়াছিলেন। একটি স্ত্রীজাতীয় খদ্যোতিকা (জোনাকী পোকা) তাঁহার হস্তের উপর রাখিয়া, তিনি তাহাকে জানালায় বাহিরে ধরেন। অনতিবিলম্বে এক পুরুষজাতীয় খদ্যোতিকা তাঁহার হস্তের উপর বসে। তাহার পর সকলেই দেখিয়াছিলেন যে, সহবাস সমাপনে তাহাদিগের আলোক সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এম্, এম্, বেরার্ড, ডাইস, ডিউব্রিল, বালার্ড এবং মকুইন ষ্টাওন্ এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। * (১৪২ পৃষ্ঠা)

অধ্যাপক সি ম্যাটুকৃসি তাঁহার বক্তৃতাবলীতে এই বিষয়ে এবং জীবদেহে পরিদৃষ্ট তড়িৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি মনোহর বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদের কোনটিই এই আলোকের সহিত স্বরূপ উৎপাদনের সম্বন্ধ দর্শাইবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয় নাই। তথাপি সেই বিবরণগুলির দ্বারা আমার মত উত্তমরূপে সমর্থিত হইতেছে। সে সকল বক্তৃতার সংক্ষেপে উল্লেখ অসম্ভব। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা সেই বক্তৃতা সমূহ যত্নতঃ পাঠ করিবেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে ফিলাডেলফিয়া নগরে এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই শারীরতড়িৎ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা এ বিষয়ের আলোচনায় কেহই সযত্ন নহেন। ইহা হইতে আপাততঃ মানবজাতির বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, তড়িতালোক প্রভৃতি তাড়িৎ কার্য্য হইতে তাহাদিগের অনেক উপকার হইয়া থাকে। সুতরাং তড়িতের এই সকল বিষয়ের আলোচনায় তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন; শারীর-তড়িৎ তত্ত্ব তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না, এবং

এতদ্বিষয়ক যাহা কিছু জ্ঞান পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও এখন লুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

এদেশের কোন একটি বিজ্ঞান সমিতির সাহায্যে আর একটি নূতন সভা স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞানালোচক ব্যক্তিগণের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এ সভার উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ্‌গণের স্বরূপ উৎপাদনে তাড়িৎকার্য্যের লক্ষণসমূহ পাঠ করিয়া, আমি এই সভার সভাপতিকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জীব জগতে এরূপ তড়িতের কার্য্য তাঁহারা কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছেন কি না। এ প্রশ্নের উদ্দেশ্যও আমার পত্রে লিখিত ছিল। কিছুদিন পরে সভাপতি উত্তরে সভ্যতাসূচক নানা কথার পর লিখিলেন, 'এরূপ তাড়িৎ কার্য্য কখন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের জ্ঞানগোচর হয় নাই।'

এই আলোকের 'ফস্ফরিসেন্স' (গন্ধকজাত আলোক) নাম হইতেই সকলে ভ্রমে পতিত হন এবং যে সকল পুস্তকে আমি উল্লিখিত বিষয়টি পাঠ করিয়াছি, এই ভ্রমোৎপাদক নামটি দেখিয়াই তাঁহারা আর সে সকল পুস্তক পাঠ করেন না।

এতদ্বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্ব বৃহৎ গ্রন্থ জর্ম্মন ভাষায় লিখিত হয়। ১৮৪৮, ৫৯ এবং ৬০ খ্রীঃ অব্দে ইহা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ফুল মধ্যস্থ বীজকোষে উৎপাদিকাশক্তি প্রদানার্থ, ফুলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত তড়িতালোক এবং জীবদেহের তড়িৎ বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। এ গ্রন্থের মত মেটুকৃসির মতের সহিত সমান। ইহাতেও লিখিত আছে যে, সহবাসকালে পুরুষ পুরুষতড়িতাবস্থা এবং স্ত্রী প্রকৃতি তড়িতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই কয়টী কথায় কি এই তড়িৎ বিষয়ক প্রমাণের শেষ হইল? উদ্ভিদ এবং জীবগণের এই শারীর তড়িৎরূপ বিদ্যার এখনও কত

আলোচনার আবশ্যক। আমরা এই বিদ্যারূপ সমুদ্রের তীরে মাত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। এখনও সে সমুদ্রজলে এক অঙ্গুলিমাত্রও মগ্ন হয় নাই। সেই গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া মনুষ্য জাতিকে তাহার মহারত্ন-সমূহ আহরণ করিতে হইবে। কালে প্রমাণিত হইবে, এই তড়িৎ কেবল জীবোৎপত্তির কারণ নহে, সমস্ত বিশ্বোৎপত্তির কারণ। ইহাও সময়ে প্রমাণিত হইবে যে, সমুদ্রে যে "ফস্ফরিসেন্‌স্" আলোক প্রায় দেখা যায়, এবং যাহার অনেক বর্ণনাও শুনা যায়, সে আলোক আর কিছুই নয়, সমুদ্র মধ্যস্থিত অসংখ্য স্ত্রী ও পুরুষ জীবের সহবাসার্থ তাহাদের শরীরের এই তড়িতাবস্থা মাত্র।

ক্রোড় অধ্যায়।

—০:*:০—

আপত্তি খণ্ডন।

অনেক পুস্তকে এবং পত্রাদিতে এই গ্রন্থোক্ত মতের বিরুদ্ধে সমালোচনায় এতদ্বিষয়ক যে সকল সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগের সমালোচনাও এ স্থলে বোধ হয় পাঠকবর্গ অনাবশ্যক বিবেচনা করিবেন না। এই সমালোচনায় এই গ্রন্থোক্ত মতের সহিত উল্লিখিত গ্রন্থকারগণের মতের সামঞ্জস্য না থাকিলেও মূলে যে তাহাদিগের মধ্যে কোনই বিভিন্নতা নাই, তাহাই দর্শিত হইয়াছে।

অনেক স্থলেই সপ্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, অনেক উদ্ভিদ এবং জীবদেহে পুরুষ বীর্য্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়াও দুই

দিন বা ততোধিক কাল গত না হইলে অণ্ডে পরিণত হয় না। ঐ কালে বীর্য্য ধীরে ধীরে ফ্যালোপীয়ন নলীর মধ্যদিয়া ডিম্বাশয়ে, এবং উদ্ভিদ্‌গণের পরাগ কেশরের রেণু সমূহ গর্ভকেশরের মধ্যদিয়া ক্রমে বীজকোষ মধ্যে যাইয়া থাকে।

সহবাসের পর জীবোৎপত্তির বিলম্ব হইয়া থাকে, এই মীমাংসা নিম্ন-লিখিত কারণে স্থিরীকৃত হইয়াছে—বীর্য্য নারীদেহে প্রবিষ্ট হইবার এক-দিনের মধ্যেই, যদি বীর্য্যের উর্দ্ধাভিমুখে ডিম্বাশয়ের দিকে এবং ডিম্ব-সমূহের নিম্নাভিমুখে গমন প্রতিরোধার্থ, ফ্যালোপীয়ন নলী কাটিয়া অথবা বাঁধিয়া দেওয়া হয় কিম্বা রেণু-সমূহের বীজকোষে গমন প্রতিরোধা গর্ভকেশরের উপরাংশ কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ডিম্বাশয় অথবা বীজকোষ জীবোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয় না। এই বিলম্ব হেতু আমার মতের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে, সহবাসকালে স্ত্রী এবং পুরুষের সহবাস শক্তির ন্যূনাধিক্য হইতে, ভ্রূণের স্ত্রী বা পুরুষ দেহ প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার উপর কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে আমি বলি ঃ—

১। এই বিলম্ব যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও স্ত্রী এবং পুরুষ হইতে নিঃসৃত পদার্থ সমূহে সহবাস কালে যেরূপ তড়িৎ শক্তি প্রদত্ত হয়, সেই পদার্থদ্বয়ের মিলন কালে তাহাদিগের শক্তি, কিছু কমিয়া আসিলেও সমপরিমিতই থাকে। সুতরাং তাহাদিগের মিলন অনতিবিলম্বে হইলে যে ফল, বিলম্বে হইলেও সেই একই ফল পাওয়া যায়।

২। এতদ্ভিন্ন আমি বলিতেছি, স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সহবাসকালেই হইয়া থাকে। এসম্বন্ধ

যে কি, এতদ্বিষয়ে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে কিছু স্থির বলা যায় না। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, সহবাস কালেই এ দুই পদার্থের মিলন যদিও না হয় এবং ঐ বিলম্ব কালের মধ্যে ফ্যালোপীয়ন নলী এবং গর্ভকেশরের সূত্রাংশ ছিন্ন করিয়া ইহাদের মিলনের প্রতিরোধও করা যাইতে পারে, তথাপি রেনু এবং বীজের মধ্যে গর্ভকেশরের সূত্রাংশ তড়িৎ সঞ্চালক তারের কার্য্য করিয়া ইহাদের মধ্যে তাড়িৎ সম্বন্ধ আনয়ন করে। সেইরূপ সহবাসকালেই কোন অজ্ঞাত নিয়মে গর্ভস্থ বীর্য্য এবং ডিম্বাশয়ের ডিম্ব সমূহের মধ্যে তাড়িৎ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়।

পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখা যায়, যখন কুক্কুরেরা স্বেচ্ছাধীনে সহবাসার্থ কুক্কুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, একই কুক্কুরীর, একই কামোদ্দীপন কালে দুইটী কুক্কুরের সহিত পর পর সহবাসে উৎপন্ন শাবকগুলির মধ্যে যেগুলি শেষে প্রসূত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত ঐ দুইটী কুক্কুরেরই এরূপ অবয়ব-সৌসাদৃশ্য থাকে যে, তাহাতে স্পষ্টই স্থির করা যায়, ঐ কুক্কুরীর শেষ কুক্কুরের সহিত সহবাসেও তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল এবং প্রত্যেক কুক্কুরই তাহার অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট শাবকগুলির জন্মদাতা।

সহবাস কালেই যদি পুরুষ-বীর্য্য ও স্ত্রীজাতির ডিম্বের সম্বন্ধ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় কুক্কুরের বীর্য্য এবং প্রথম কুক্কুরের বীর্য্য পর পর বহু বিলম্বে কুক্কুরীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া একত্রিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। এই বীর্য্য সহবাসের পর বহুদিন ধরিয়াই ফ্যালোপিয়ান নলী এবং গর্ভাশয়ে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে। এই রূপে দ্বিতীয় কুক্কুরের বীর্য্য প্রথম কুক্কুরের বীর্য্যকে অতিক্রম করিয়া কোন একটী ডিম্বকোষ সম্মুখে আসিলেই তাহার সহিত মিলিত হয়।

উল্লিখিত কারণে আমার মতের বিরুদ্ধে এ আপত্তি ততদুর যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

এফিস * এবং ঐরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র কীটের পর্য্যায়ক্রমে অণ্ডজ এবং গর্ভজ প্রাণীর ন্যায় সন্তানোৎপাদন হেতু দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এই আপত্তি হইতে পুরুষ বলবান হইলে তাহা হইতে স্ত্রী জাতির উৎপন্ন হইয়া থাকে এই মতের প্রতিবাদ হইতেছে। যাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহারা বলেন যে, এই এফিস জাতীয় কীট কেবল মাত্র স্ত্রীজাতি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরুষের বীর্য্য বিনা কেবল মাত্র স্ত্রীজাতির ডিম্ব হইতেই ইহাদের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতিই উৎপন্ন হয়। এই স্ত্রী এবং পুরুষ শাবকগণ উপযুক্ত বয়সে পুনরায় সহবাস দ্বারা নূতন জীব উৎপন্ন করে। সুতরাং এস্থলে বলা যাইতে পারে, স্ত্রী জাতির উৎপত্তির জন্য যেরূপ পুরুষের শক্তির আবশ্যক হয় বলা হইয়াছে, পুরুষের ভ্রূণ শিশুর উপর ক্ষমতা তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প।

এই এফিস জাতির সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক পাঠক হয়ত কিছুই বিদিত নহেন। তাহাদিগের জন্য এই কীটগণের সন্তানোৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

যেমন শীত ঋতু আসিতে থাকে, সাধারণ কীটগণের ন্যায় ইহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই দেখা যায়। ইহাদের স্ত্রীজাতি পক্ষহীন এবং পুরুষজাতি পক্ষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদিগের সাধারণ নিয়মে স্ত্রী ও পুরুষে সহবাস হয় এবং স্ত্রী জাতীয় কীটগণ

* উকুন জাতীয় একরূপ কীট। ইহারা বৃক্ষপত্রে বাস করিয়া থাকে।

বৃক্ষ বা লতার উপর অণ্ড প্রসব করে। এই অণ্ড সমূহ হইতে, বসন্ত-কালে গ্রীষ্মের আরম্ভ হইলে নূতন কীট উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যেও কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট পুরুষজাতীয় কীট উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারাও শীঘ্র অদৃশ্য হয় এবং সকলগুলিকে স্ত্রীজাতীয় দেখায়। তাহার পর হইতে স্বরূপ উৎপাদন কার্য্যে অন্য জীব হইতে ইহাদের আশ্চর্য্যরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

এক্ষণে পুরুষের সহিত সহবাস বিনা প্রত্যেক স্ত্রীজাতীয় কীট আপনা হইতে আরও কতকগুলি কীট উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহারাও সকলে স্ত্রীজাতীয়। এইরূপে কোন পক্ষবিশিষ্ট পুরুষজাতীয় কীট না থাকিলেও ইহাদের প্রত্যেকে ছয় হইতে দশবার পর্য্যন্ত শাবক উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবং সে সকলগুলিই স্ত্রীজাতীয়। এই শাবকগণও পুরুষ জাতিকে কখন স্পর্শ না করিলেও ঐরূপে স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন করিতে থাকে। পরে গ্রীষ্মাবসানে ও শীতের প্রারম্ভে ঐ স্ত্রীজাতি হইতে উৎপন্ন কীটগণের মধ্যে কতকগুলিকে পুরুষজাতীয় দেখা যায়। এই পুরুষ-জাতীয় কীটগণ সাধারণ নিয়মে স্ত্রীজাতীয় কীটগণের সহিত সহবাস করিয়া থাকে। তাহা হইতে নূতন অণ্ড প্রসূত হয়। এই অণ্ড সমূহ হইতে আবার পর বৎসর পর্য্যন্ত উল্লিখিত রূপে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকে।

এই নূতন স্বরূপ উৎপাদন প্রণালীর মূল কারণ যাঁহারা অনুসন্ধান করেন নাই তাঁহারা বলিতে পারেন, যদি স্ত্রীজাতীয় এফিস পুরুষ সহবাস বিনা স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে 'পুরুষ ভ্রূণ জীবে নারীদেহ প্রদান করে' একথা কিরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? যদি স্ত্রীজাতীয় কীট বিনা পুরুষ সংস্পর্শে স্ত্রীজাতি উৎপন্ন না করিয়া কেবল মাত্র পুরুষজাতীয় কীট

উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে কতকাংশে এমত সত্য বলা যাইতে পারিত।

অতএব এ গ্রন্থের মত যে সত্য তাহা প্রমানার্থ, বিশেষতঃ পুরুষ জাতির কন্যা সন্তানোৎপাদন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণার্থ এই নূতন স্বরূপ উৎপাদন প্রণালীর আরও বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। কারণ, এই প্রণালী দৃষ্টে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনাই করিয়া থাকেন। এফিস জাতির এইরূপ সন্তানোৎপত্তি দৃষ্টে অনেক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরও বিশ্বাস হইয়াছে যে, সন্তানোৎপাদন বিষয়ে যতদূর মনে করা যায়, পুরুষ-জাতি ততদূর শক্তিপ্রদানে অক্ষম। অনেকে এরূপও মনে করেন যে, সন্তানোৎপাদন বিষয়ে পুরুষের বীর্য্যের ভ্রূণের উপর দ্বিতীয় কার্য্য হয় মাত্র, অর্থাৎ, ইহাকে জীবে পরিণত করিতে এ পদার্থের কোন শক্তিই নাই, ইহার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে মাত্র। যেমন মক্ষিকা জাতির লালবৎ পদার্থ তাহাদিগের যে শাবকগণকে পান করান যায়, তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় এবং কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে এবং যাহারা পান করে না, তাহারা ততদূর পরিশ্রমী হয় না, পুরুষ বীর্য্যের কার্য্যও সেইরূপ। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ এরূপ কোন কথা বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মত অনেকাংশে এইরূপই দেখা যায়।

ষ্টিনষ্ট্রপ্[১], আওয়েন[২], লবক্[৩], হক্স্লি[৪], স্পেন্সার[৫] প্রভৃতি এতদ্বিষয়ক বহুসংখ্যক সুবিখ্যাত লেখক আছেন।

১। "On the Alternation of Generation in the Aphis," by Professor Joseph J. Sm. Steenstrup, (Translation London, 1845.)

২। "On Parthenogenesis, or the Successive Production of Procreating Individuals from a single ovum;" by Prof. Richard Owen, London 1849.

কিছুদিন ধরিয়া বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ উল্লিখিত মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে সার জন লবক প্রণীত কীটগণের পুরুষ সহবাসে জাত এবং পুরুষ সহবাস বিনা জাত অণ্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, উল্লিখিতরূপ সন্তানোৎপত্তির অন্য কোন কারণ না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে, বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও, ঐ মীমাংসার উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করিয়া গিয়াছেন। সার জন তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমে বিজ্ঞান জগতের এতদ্বিষয়ক অবস্থা স্পষ্টই লিখিয়াছেনঃ—যদিও অধ্যাপক ষ্টিনষ্ট্রপ তাঁহার Alternation of Generation (পর্য্যায়ক্রমিক সন্তানোৎপত্তি) নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে, পুরুষ বিনা সন্তানোৎপত্তির কোন কারণই স্থির করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি এতদ্বিষয়ক যে সকল পরিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল অতি আশ্চর্য্য এবং বিজ্ঞান জগতের মহামূল্য বস্তু। তাঁহার সময়ে কেহই এ সকল পরিদর্শন বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। পরে এতৎসম্বন্ধে যে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এবং অন্য সকল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এতদ্বিষয় যে সকল আলোচনা করেন, তাহাতে তাঁহার গুণপনারই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একাল পর্য্যন্ত এরূপ সন্তানোপত্তির কারণ কিছুই স্থির হয় নাই, এবং কি রূপে কতকগুলি কীট বিনা পুরুষসহবাসে শাবক উৎপন্ন

৩। "A Record of Observation on the Habits of ants, Bees and Wasps," by Sir John Lubbock. Also various articles by him in the Royal Society's Philosophical Transaction, between 1850 and 1860, notably one in 1859, entitled "On the Ova and Pseudova of Insects".

৪। "On the Agamic Reproduction, etc. of the aphis", by Thomas H. Huxley.

৫। "Principles of Biology" Herbert Spencer.

করিতে পারে এবং কি কারণে অপর কীট গুলি তাহা পারে না, এ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ অজ্ঞান ছিলাম, এখনও সেই রূপ আছি।

এই তত্ত্বানুসন্ধানে অধ্যাপক আওয়েনই সর্ব্ব প্রধান এবং ইহার কারণ নিরূপণে ইনিই অধিকতর যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং কিছুদিন ধরিয়া অনেক স্থলে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

তিনি বলেন, এফিস জাতির এই পর্য্যায়ক্রমিক সন্তানোৎপত্তি ১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দে বনেট সাহেব প্রথমে উল্লেখ করেন; কিন্তু এই উল্লেখের নিমিত্ত তিনি সকলের নিকটই হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। পরে একথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কুমার বলেন, "এই কীটগণ উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। আওয়েন বলিয়াছেন, একথা এরূপ সন্তানোৎপত্তির কোন কারণই নহে। এই সকল স্ত্রীজাতীয় কীটে পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এই সকল কীটের ভ্রূণাবস্থাতেই ইহাদিগের গর্ভাশয় সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের দেহে শাবকের লক্ষণ বা ভ্রূণপিণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।"

পরে অধ্যাপক আওয়েন এই মীমাংসা করিয়াছেন, "প্রথম কীট দেহে যে পুরুষ জাতীয় বীর্য্য প্রবিষ্ট হয়, তাহা কোন রূপে যথেষ্ট পরিমাণে তাহার শাবকগণের দেহেও থাকে এবং তাহা হইতেই ঐ শাবকগণের ডিম্ব সমূহ অথবা ভ্রূণপিণ্ড জীবে পরিণত হয়। ঐরূপ বীর্য্যের অভাব পড়িলে ভ্রূণপিণ্ড জীবে পরিণত না হইয়া কেবল স্ত্রীজাতীয় ডিম্বে পরিণত হয়। এইরূপে ক্রমাগত শাবক হইতে

হইতে তাহাদিগের সেই বীর্য্য নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন কতকগুলি কীটে ডিম্বকোষ এবং কতকগুলি কীটে পুরুষ জননেন্দ্রিয় এবং ভ্রূণবীজ পরিলক্ষিত হয়। তখন সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপাদক এ উভয় পদার্থ মিলিত হইলে ডিম্বকোষ অণ্ডে পরিণত হয় এবং কীটগণ অণ্ড প্রসব করে।”

এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলেও, ইহাতে লেখকের ধীশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অণ্ড প্রসব হইতে শাবক প্রসব রূপ পরিবর্ত্তন কোন প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে হইয়া থাকে, তাহার কোন উল্লেখ ইনি করেন নাই।

ইহার এইরূপ মীমাংসা বা কল্পনা অন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ প্রমাণিত বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক স্থলে উদ্ধৃতও করিয়াছেন। এমন কি অধ্যাপক হক্সলিও এই মতের স্বাপেক্ষ। যদিও তিনি, পুরুষ সহবাসে জাত স্ত্রী-জাতীয় কীটগণ হইতে তাহাদিগের শাবকগণ পুরুষানুক্রমে পুরুষ-বীর্য্যে প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইতে অন্য কীট উৎপন্ন হয়, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন, এরূপ হইলে ইহাদের অনন্তকাল ধরিয়া স্ত্রী জাতীয় কীট উৎপন্ন হইতে পারে, তথাপি বলিয়াছেন, সন্তানোৎপাদনে পুরুষ বীর্য্যের কার্য্য স্ত্রী ডিম্বের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় কার্য্য মাত্র এবং এ উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত পদার্থ শেষোক্ত পদার্থের ন্যায় আবশ্যক নহে।

সেইরূপ হার্বার্ট স্পেন্সরও যদিও স্পষ্টতঃ এরূপ কোন কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার পুস্তক পাঠে তাঁহার পাঠকবর্গ সহজেই এই স্থির করিবেন যে, সন্তানোৎপাদন বিষয়ে তিনি পুরুষ

জাতিকে লাঘব করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার মতে কোন কোন নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবগণের সন্তানোৎপাদনে পুরুষ সহবাস আদৌ না হইলেও চলে।

তিনি এফাইড্স্ এবং অন্য কতকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ কীটের বিনা সহবাসে সন্তানোৎপত্তি যে প্রাকৃতিক, এইটী প্রমাণ করিয়া পুনরায় লিখিয়াছেন, তবে "আবার ইহাদের পুরুষ সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপত্তি কেন হয়?" অনেক তর্ক বিতর্কের পর তিনি ইহার এই উত্তর লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বে যে মীমাংসা স্থির করা হইয়াছে, তাহা 'কখন আবার সহবাসদ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়' তাহারই এক রূপ উত্তর। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন 'কেন এরূপ হয়,'? এবং কেন সকল সময়েই সহবাস বিনা সন্তানোৎপত্তি হয় না? তাহার ইহা কোন উত্তরই নহে। জীবতত্ত্বে (Biology) এতদ্বিষয়ের যতদূর মনুষ্যের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তাহাতে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।" তিনি অনুমান দ্বারা ইহার একরূপ উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু সে উত্তর অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তাহার সমুদয়াংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। তিনি কোন প্রাকৃতিক নিয়মেরই উল্লেখ করেন নাই। "এই কীটগণ তাহাদিগের অতি ক্ষুদ্র শুণ্ডদ্বারা বৃক্ষ পত্রের সূক্ষ্ম শীরা সমূহ হইতে রস পান করিয়া জীবন ধারণ করে এবং তাহারা এক কালে অতি অল্প পরিমাণে ঐ রস গ্রহণে সক্ষম হয়। এই হেতু সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপাদন এবং সেই শাবক-গণের উপযুক্ত বয়সে সহবাসক্ষম হইয়া আবার সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপাদন অপেক্ষা, সহবাস বিনা পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে শীঘ্র শীঘ্র সন্তানোৎপাদন দ্বারা এই কীট জাতির বিলোপ নিবারণ অধিকতর সম্ভব। এই শাবকগণ অনেক স্থান ব্যাপিয়া থাকে এবং উপ-যুক্ত পরিমাণে বৃক্ষের রস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

যখন শীতঋতুর আগমনে বৃক্ষের রস অনেক কমিয়া যায়, তখন ঐ কীটগণ পুরুষ সহবাস দ্বারা অধিকতর জীবনি শক্তি বিশিষ্ট অণ্ড প্রসব করে। এই অণ্ডসমূহ সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া জড় পদার্থ প্রায় থাকে। সহবাস বিনা শাবক উৎপাদন অপেক্ষা এরূপ অণ্ডের উৎপত্তি এ সময়ে ইহাদের বংশরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকূল।” (vol 1, p. 236.)

এই উত্তর সম্পূর্ণ নহে। যে সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগের হইতে উল্লিখিত ফলোৎপত্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। গ্রীষ্মকাল বৃক্ষ সমূহের অনুকূল। এ সময়ে ফল পত্র সমূহ সতেজ থাকে এবং অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং গ্রীষ্মকালের যেরূপ অনুকূল অবস্থা এফিস জাতীয় কীটগণ উপভোগ করিয়া থাকে, সেরূপ অনুকূল অবস্থার উপভোগে, অপকৃষ্ট না হইয়া অধিকতর উৎকৃষ্ট শাবক উৎপন্ন হওয়াই উচিৎ।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কেবল মাত্র এফিস জাতীয় কীটগণের, গ্রীষ্মকালীন প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও নিকৃষ্ট এবং শীত ঋতুর খাদ্যের অভাব প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থায় উৎকৃষ্ট শাবক উৎপন্ন হয়, তথাপি কিরূপে এই সকল কারণের কার্য্য ঐ শাবকগণের উপর হইয়া থাকে ;—অর্থাৎ কিরূপে প্রথমোক্ত শাবকগণের সহবাস বিনা সন্তানোৎপত্তি এবং শেষোক্ত শাবকগণের সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার কিছুই আমি স্থির করিতে পারি নাই। স্পেন্সরের ন্যায় মহান বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের মত ভক্তিসহকারে শিরোধার্য্য করিয়া আমি নতশিরে বলিতেছি যে, পরে পর্য্যায়ক্রমে এই দুই ভিন্নরূপে সন্তানোৎপত্তির যে কারণ আমি দেখাইব, তাহাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

এক্ষণে অধ্যাপক আওয়েনের মত আর একবার দেখা যাউক। তাঁহার এতদ্বিষয়ক মত এখনও যে কত অসম্পূর্ণ তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার গ্রন্থের এক টীকায় এরিনবর্গের মতের সমালোচনার কালে যে কতকগুলি কথা লিখিত আছে, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পরে প্রমাণিত হইবে যে, এই কয়টী কথাতেই এইরূপে সন্তানোৎপত্তির প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা তাঁহার অন্যতম নূতন মত, অর্থাৎ কেবল স্ত্রীজাতি হইতে এই কীটগণ উৎপন্ন হয় তাহাই, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের এ মত ততদূর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। টীকায় উল্লিখিত কথাগুলি এই ;—"এই সকল স্ত্রীজাতীয় এফিস হইতে বীর্য্যপিণ্ড এবং ডিম্বপিণ্ড এ উভয়ই উৎপন্ন বা নিঃসৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রূণগণের জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে তাহারা গর্ভাশয়ে দেহ প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং অণ্ডমধ্যে বর্দ্ধিত না হইয়া পূর্ণ জীবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়।"

এইরূপ জীবোৎপত্তির এই মীমাংসা যে অভ্রান্ত এবং আমার গ্রন্থোক্ত প্রধান মতের সহিত যে ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, তাহাই আমি এখন দেখাইব।

প্রকৃতির কোন গূঢ় অজ্ঞাত নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইলে, অজ্ঞাত ক্ষেত্রে অনুসন্ধান অপেক্ষা যে সকল বিষয়ের আমরা কতক পরিমাণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি সেই সকল বিষয়ের অবলম্বনে অনুসন্ধান করাই আবশ্যক। যে অজ্ঞাত ক্ষেত্রে মনুষ্য কখন পূর্ব্বে গমন করে নাই এবং মনুষ্যের পদচিহ্ন কদাচ লক্ষিত হয় না, তথায় আবিষ্কার কার্য্যে অকৃত-কার্য্য হইবারই অনেক সম্ভাবনা।

উদ্ভিদ্ এবং জীবজগতে যাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ দেখিতে

পাওয়া যায়, কিম্বা যে সকল উদ্ভিদে স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্দ্রিয় ভিন্ন দেহে না থাকিলেও পৃথক দেখা যায়, সে সকল স্থলে স্বরূপোৎপত্তি কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা আমরা একরূপ বিদিত হইয়াছি। এই জ্ঞান অবলম্বনে আমাদিগের নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধান আবশ্যক।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীগণের মধ্যে বহু সংখ্যক, জননেন্দ্রিয় নাই বলিয়া এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যতই এতদ্বিষয়ে আবিষ্কার হইতেছে, এই শ্রেণীর সংখ্যাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। ইহাদের অধিকাংশেরই দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্দ্রিয় দেখা গিয়াছে। কোন জাতিতে এই উভয় ইন্দ্রিয় এক দেহে এবং কোন জাতিতে ভিন্ন দেহে দেখা যায়। এ বিষয়ে এতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে যে, প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন, কালে এই শ্রেণীর সকল জীবেরই সন্তানোৎপত্তির অনাবিষ্কৃত গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে এবং প্রত্যেক উদ্ভিদ্ এবং প্রত্যেক জীবই এই শ্রেণীর বহির্ভূত হইয়া যাইবে।

যখন ক্রমেই এরূপ আবিষ্কার হইতেছে, তখন যে সকল কীটে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্য্য হইতেছে, তাহাদিগের দেহে পুরুষ জননেন্দ্রিয় এবং তাহার কার্য্য আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই বলিয়া, তাহাদিগের একেবারে পুরুষ জননেন্দ্রিয় নাই এবং প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধে তাহারা পুরুষ বিনা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম, এরূপ মীমাংসা করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

অন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় এরূপ মীমাংসা সকলেরই হাস্যের কারণ হইত সন্দেহ নাই। যখন কোন গ্রহের অদৃষ্টপূর্ব্ব ভিন্নরূপ গতি দেখা যায়, কিম্বা যখন ভূতত্ত্বে অনুল্লিখিত কোন নূতন রূপ প্রস্তর-স্তর দেখা যায়, জ্যোতির্ব্বিদ এবং ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তখন পূর্ব্বাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বিপরীত এক

অপ্রাসঙ্গিক মত স্থির না করিয়া, বরং সেই আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই নূতন অজ্ঞাত বিষয়ের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন।

যে সকল জীবের একই দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ জাতির উভয় সন্তানোৎপাদক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সন্তানোৎপাদন সংঘটিত হয় এবং যে সকল জীবের স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও পুরুষ জননেন্দ্রিয় ভিন্ন দেহে থাকায়, সহবাস দ্বারা দুই সন্তানোৎপাদক পদার্থের মিলনে সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, এই দুই প্রকার জীবশ্রেণী মধ্যে নিঃসন্দেহ এরূপ এক শ্রেণীর জীব আছে, তাহাদিগের হইতে এই দুই শ্রেণীর ভিন্নতা অতি অল্প মাত্রই। প্রকৃতির সকল কার্য্য ভালরূপে দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির মূলমন্ত্র। কোন পদার্থের অবনত অবস্থা হইতে তাহার উন্নত অবস্থায় প্রকৃতি একেবারে উঠিতে পারেন নাই। এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সেই জাতীয় অনেক পদার্থই দেখা যায়। সুবিখ্যাত প্রকৃতিতত্ববিদ্ পণ্ডিত টি উইলিয়মস্ কঞ্চুলিক জাতীয় কতকগুলি কীটের সাধারণ হইতে ভিন্নরূপে জননেন্দ্রিয় দৃষ্টে তাহার কারণ অনুসন্ধান অসম্ভব বিবেচনায় লিখিয়াছিলেনঃ "ইহারা উদ্ভিদ্‌গণের বীজোৎপত্তি সম্বন্ধীয় কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। বিপরীত রূপে পরিবর্ত্তন বা তাঁহার নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম প্রকৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব কার্য্য।"

যে প্রবন্ধ হইতে এই কয়টী কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর উভয়েন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব হইতে, এফিস প্রভৃতি জাতীয় মধ্যবর্ত্তী আশ্চর্য্যরূপ জীবগণদ্বারা, উচ্চ শ্রেণীস্থ স্ত্রী ও পুরুষ জীবগণ পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ক্রমিক উন্নতির উত্তম দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে।*

---

* Researches on the Structure and Morphology of the Reproductive Organs of the Annelids. By Dr. T. Williams. Royal Society's Philosophical Transaction. London, 1858.

সর্ব্বথাই একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সকলেই স্বীকার করিবেন, পর্য্যায়ক্রমিক সন্তানোৎপাদন হেতু এফাইড্‌স জাতীয় কীটগণ এই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীভুক্ত। গ্রীষ্মকালে প্রচুর খাদ্যের উপভোগে প্রত্যেক কীট-দেহে ডিম্ব ভিন্ন বীর্য্যপিণ্ডও উৎপন্ন হয়। এই বীর্য্য পিণ্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা লক্ষিত হইবারও পূর্ব্বাবস্থায় ডিম্বপিণ্ডের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। যতদিন প্রচুর শস্য থাকে, এইরূপে সন্তানোৎপত্তি চলিতে থাকে। সন্তান প্রসব হেতু এই কীটগণকে স্ত্রীজাতীয় বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়। অধ্যাপক আওয়েন বলেন, "যতদিন গ্রীষ্মকাল থাকে, ততদিন এইরূপে স্ত্রীজাতি হইতে শাবক উৎপন্ন হয়।"—এই কারণে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, যেমন শীতঋতু আসিতে থাকে এবং তাহার সহিত খাদ্য পরিমাণ অথবা তাহার পুষ্টিকারিতা গুণ কমিয়া আসিতে থাকে, এই কীটগণ আর উভয় জাতীয় সন্তানোৎপাদক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম হয় না। কোন অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মে এই কালে কতকগুলি কীটের বীর্য্যোৎপাদক যন্ত্র এবং কতকগুলি কীটের ডিম্বোৎপাদক যন্ত্র নিস্তেজ হইয়া যায়। এইরূপে ইহাদের কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি পুরুষ জীবে পরিণত হয় এবং তাহাদিগের পরস্পরের সহবাসে অণ্ড উৎপন্ন হয়। এই অণ্ড সমূহ সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া এই কীটজাতির বিলোপ নিবারণ করে।

'তবে কি কারণে সহবাস দ্বারা আবার সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে?' এ প্রশ্নের যে ইহাই প্রকৃত উত্তর, অধ্যাপক হক্সলির পরীক্ষাদ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অধ্যাপক পুষ্টিকর খাদ্য এবং উপযুক্ত উত্তাপরূপ অনুকূল অবস্থা প্রদানে এই স্ত্রীজাতীয় কীটগণ হইতে ক্রমান্বয়ে ত্রিশ পুরুষ পর্য্যন্ত শাবক উৎপন্ন করাইয়াছিলেন। এই সকল

পরীক্ষাদ্বারা হক্‌সলি মীমাংসা করেন যে, এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া তাহাদের সন্তানোৎপাদন করা যাইতে পারে।

যাঁহারা এই কীটগণের অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক এবং এ আলোচনায় যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিতে পারেন, তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধানে হয়ত দেখিতে পাইবেন, শীতারম্ভে প্রসূত অণ্ড হইতে গ্রীষ্মারম্ভে উৎপন্ন পক্ষবিশিষ্ট পুরুষজাতীয় কীটগণ যে অল্পদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, এই পুরুষজাতীয় কীটগণের নিস্তেজ স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আবার কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। তখন তাহাদিগের পক্ষদ্বয় ঝরিয়া পড়ে এবং উভয়েন্দ্রিয় বিশিষ্ট কীটে পরিণত হইয়া অপর পক্ষহীন কীটদলে মিশাইয়া যায় ও বিনা সহবাসে আপনা হইতে শাবক উৎপন্ন করিতে থাকে। এসময়ে যদিও সন্তানোৎপাদন হেতু তাহারা স্ত্রী জাতীয় বলিয়া কথিত হয়, তাহারা বস্তুতঃ উভয় জাতীয়।

এফিস জাতির পর্য্যায়ক্রমে সন্তানোৎপাদন বিষয়ক এই নিয়ম অপর কতকগুলি কীটজাতিতেও দেখা যায়। অপর কতকগুলি কীট সহবাস বিনা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম। তথাপি তাহাদিগকে সহবাস করিতেও দেখা যায়। তাহার কারণ, প্রতিকূল অবস্থায় এই কীটগণ পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় সন্তানোৎপাদক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম হয় না। যদি ইহাদের এইরূপ অবস্থা কিছুদিন ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবগণের ন্যায় ইহাদেরও স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক হইতে পারে। কিন্তু অনুকূল অবস্থায় সময়ে সময়ে ইহাদের একই কীটে এফাইড্‌স্ জাতির ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের কার্য্য হইয়া থাকে।

যে সকল জীবের বিনা সহবাসে সন্তান হইয়া থাকে এবং যে সকল জীবের সহবাস দ্বারা সন্তান হইয়া থাকে, এ উভয়ের মধ্যে যে এইরূপ

একটী জীবশ্রেণী আছে, বোধ হয় সকলেই এখন অসন্দিগ্ধ চিত্তে স্বীকার করিবেন।

আমার উল্লিখিত মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, এফিস জাতির সন্তানোৎপত্তির সহিত আমার মতের সামঞ্জস্য না হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে অণ্ডপ্রসব না করিয়া শাবক প্রসব করিবার কারণ, আমার এই গ্রন্থোক্ত মতাবলম্বনে, অনায়াসেই স্থির করা যায়। গ্রীষ্মকালীন অনুকূল অবস্থা সমূহের উপভোগে নিজ স্ত্রী জাতীয় ডিম্বপিণ্ড ভিন্ন ইহারা বীর্য্য পিণ্ড উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়। এই বীর্য্য পিণ্ড এত অধিক পরিমাণে অথবা এরূপ শক্তিতে নিঃসৃত হয় যে, তাহা হইতে এই গ্রন্থোক্ত নিয়মানুসারে ভ্রূণ এফিস্ কীটে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ কতক পরিমাণে হইয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তান প্রসব সক্ষম কীটগণই উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীতাগমে যখন খাদ্য পরিমাণ কম হইয়া আসে, তখন বীর্য্য নিঃসরণ কম হইতে থাকে, অথবা ঐ বীর্য্যের ততদূর শক্তি থাকে না। তখন এই কীটগণের সময়ে সময়ে স্ত্রী-অংশ প্রবল হয়। সুতরাং আমার গ্রন্থোক্ত নিয়মে কতকগুলির প্রবলতর পুরুষাংশ বিশিষ্ট শাবক উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতির সন্তানোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের যতদূর আমরা বিদিত হইয়াছি, তাহাতে বীর্য্য বিনা সন্তানোৎপত্তি যে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং সন্তানোৎপাদনে পুরুষ জাতি যে স্ত্রী জাতি হইতে নিম্নশ্রেণীস্থ অথবা কিছুই নয়, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস। গঠন, শক্তি, বর্ণ, বুদ্ধি, প্রকৃতি, এই সকল বিষয়ে পুরুষের সন্তানের উপর ক্ষমতা আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। এ সকল চাক্ষুষ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে, কোন ব্যক্তি এ ভ্রান্ত অনুমানে প্রতিষ্ঠিত মত সত্য বলিয়া মনে স্থান দিবেন?

ডার্‌উইন্‌ তাঁহার গ্রন্থে* সন্তানের উপর পুরুষের ক্ষমতার প্রমাণ স্বরূপ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একটী লাঙ্গুলহীন ম্যাঙ্ক্‌স্‌জাতীয় বিড়ালের দ্বারা কতকগুলি সাধারণ বিড়ালের যে তেইশটী শাবক হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ১৭টী লাঙ্গুলহীন হইয়াছিল। উত্তমাশা অন্তরীপে বহুলোম বিশিষ্ট ছাগবৎ একটী মেষ দ্বারা অন্য জাতীয় বারটী মেষীর যে সকল শাবক হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলগুলিই ঐ মেষের ন্যায় দেখিতে হইয়াছিল। এই শাবক গুলির মধ্যে স্ত্রী জাতীয় মেষীগণের একটী মেরিনো জাতীয় মেষ সহবাসে যে শাবকগুলি হইয়াছিল, তাহারাও দেখিতে অবিকল ঐ মেরিনো জাতীয় মেষের ন্যায় হইয়াছিল।

আবার যথন আমরা গর্ভস্থ সন্তানের দ্বারা পুরুষের প্রসূতির উপর ক্ষমতার বিষয় আলোচনা করি, তথন এ ভ্রান্ত মত আরও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কোন স্ত্রী জাতীয় পশুর প্রথম সন্তানে তাহার জন্মদাতা পুরুষ পশুর অবয়ব সৌসাদৃশ্য, অপর পুরুষ হইতে জাত পরবর্ত্তী সন্তানগণেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ঘোটকীর অশ্বতর সহবাসে তজ্জাতীয় শাবক হইলে, অন্য উৎকৃষ্ট জাতীয় ঘোটক সহবাসে উৎপন্ন তাহার পরবর্ত্তী শাবকগণেরও প্রায় অশ্বতর লক্ষণ দেখা যায়। কোন এক জাতীয় কুক্কুরী যদি ভিন্ন জাতীয় কুক্কুর সহবাসে, সেই কুক্কুরের ন্যায় শাবক প্রসব করে, তাহার স্বজাতীয় কুক্কুর সহবাসে স্বজাতীয় কুক্কুর উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব; পরবর্ত্তী শাবকগণের প্রথম কুক্কুরের কোন না কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

উদ্ভিদ্‌ গণের বীজ্‌কোষে বীজোৎপত্তি প্রণালী, জীবগণের গর্ভে

* Darwin's Variation of Animals and Plants.

সন্তানোৎপত্তির অপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, বীজকোষকে বীজে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রথমে পরাগ কেশরের রেণু বীজকোষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই অবস্থায় অবস্থিতি করিতে এবং ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কালে ক্রমে বীজকোষের সমুদায় অংশ আত্মসাৎ করিয়া, সেই রেণু স্বয়ং বীজকোষের স্থান প্রাপ্ত হয়। ১

উদ্ভিদগণের রেণুর বীজকোষের উপর ক্ষমতার একটী দৃষ্টান্ত আমার এক বন্ধু যেরূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, আমাকে লেখেন। তাঁহার পিতার উদ্যানে দুইটী গোলাপ ফুলের ঝাড় পাশাপাশি ছিল। একটী ঝাড়ে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের গোলাপ এবং অপর ঝাড়ে ঘোর লোহিত বর্ণের গোলাপ ফুটিত। লোহিত গোলাপের রেণু শ্বেত গোলাপে উড়িয়া আসিয়া, তাহাতে এরূপ বীজ উৎপন্ন করিয়াছিল যে, সেই শ্বেত পুষ্পের ঝাড়ে শ্বেত ও লোহিত এই উভয় বর্ণে রঞ্জিত ফুল উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে ঐ শ্বেত গোলাপের ঝাড় ভিন্ন স্থানে রোপিত হইলেও তাহাতে পূর্ব্ববৎ উভয় বর্ণের ফুল ফুটিয়াছিল। এই বীজ সকল কোন একটী স্বতন্ত্র স্থানে বপন করিলে, লোহিত পুষ্পের রেণুর ঐ বীজ সমূহের উপর ক্ষমতার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইত। যাহা হউক, এই বীজ হইতেই যে শ্বেত পুষ্পের ঝাড় লোহিত পুষ্পের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পরে নিজ পুষ্পের রেণুর দ্বারা বীজোৎপত্তি হইলেও ঐ লক্ষণ ঐ পুষ্পের ঝাড়ে দেখা গিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

১। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা এতদ্বিষয়ে কোন নূতন অবিষ্কার কিছু না হইলেও কোন কোন পুস্তকে একথা ভিন্নরূপে, সম্ভবতঃ বিনা সহবাসে সন্তানোৎপত্তিরূপ নূতন মতের সমর্থনার্থ বুঝান হইয়াছে।

ভিন্ন জাতীয় পুষ্পের রেণু সাহায্যে সেই ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের ফল অপর জাতীয় বৃক্ষে উৎপন্ন হইতে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে। কোন এক ভুট্টাক্ষেত্রের পার্শ্বস্থিত একজাতীয় ঘাসে ভুট্টার ন্যায় দানা উৎপন্ন হইয়াছিল। ভুট্টাবৃক্ষের পুষ্পরেণু ঘাসের ফুলে পতিত হইয়াই নিঃসন্দেহ ঘাসে ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছিল। পাইন্ নামক বৃক্ষে ওক বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ওক বৃক্ষের পুষ্পরেণু কোন অনুকূল অবস্থায় পাইন পুষ্পের বীজকোষে প্রবিষ্ট হইয়া এরূপ হইয়াছে।

যে সকল বৃক্ষ বা জীবের ভিন্ন জাতির সহিত মিলন ভিন্ন সন্তানোৎপাদন হয় না (hy birds) তাহারা সন্তানোৎপাদন কার্য্যে পুরুষের প্রাধান্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গ্রে প্রণীত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে এই শ্রেণীর উদ্ভিদগণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, “ইহাদের পরাগকেশরের অক্ষমতা হেতু রেণু সমূহ সম্যক পরিপুষ্ট হইতে না পাওয়াতে এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌গণ বীজোৎপাদনে সক্ষম হয় না। অপর বৃক্ষের রেণু সমূহের সাহায্যে ইহারা বীজ উৎপন্ন করে।* এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ বা সেই বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ ক্রমে বীজোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়।* [** এই দুই চিহ্নের মধ্যস্থিত কথাগুলি গ্রন্থকার-লিখিত।] উল্লিখিত রূপ ঘটনা প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে এবং এই সকল ঘটনাদ্বারা সন্তানোৎপাদনে পুরুষ জাতির প্রাধান্য স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে।

আমার এতদ্বিষয়ে শেষ কথা এই, সকল আশ্চর্য্য রূপ সন্তানোপাদনেরই যুক্তিসঙ্গত এবং সকল পরিদর্শনের অনুমত ও সর্ব্ব জীবে প্রযোজ্য গ্রন্থোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী কারণ স্থির হইল। যুক্তিসঙ্গত এবং পূর্ব্বাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী

কোন কারণ স্থির হইলে, কোন অনুমিত মত স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

এ বিষয়ে আরও একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল। যদি কামস্পৃহার পর সহবাস ২০ দিন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা যায়, তাহা হইলে মক্ষিকাগণের ডিম্ব সমূহ হইতে পুরুষ জাতীয় মক্ষিকা উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে বা ১৫ দিনের মধ্যে সহবাসে ছয় ভাগের পাঁচভাগ ডিম্ব হইতে স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন হয়।

ইহার কারণ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল গুলিই পরস্পর হইতে ভিন্ন। সকলের মতে এই পর্য্যন্ত মিলিতেছে যে, সহবাসের বিলম্বে পুরুষ মক্ষিকা উৎপন্ন হয়। ইহা এই গ্রন্থোক্ত মতের অনুযায়ী। হুবারের নিম্নলিখিত মত দ্বারা ইহার প্রমাণ হইতেছে। তিনি বলেন, "যখন স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকার সহবাসে বিলম্ব হয়, তখন ইহা অত্যন্ত উত্তেজিতা হইয়া উঠে, এবং অন্য মক্ষিকাদিগকে চঞ্চল করিয়া থাকে।" অত্যন্ত সহবাসস্পৃহা হেতু এই উত্তেজনা হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তেজিতাবস্থায় অলস পুরুষ জাতীয় মক্ষিকাগণের সহবাসে, স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকা অধিকতর বলবতী হওয়ায়, তাহার পুরুষ জাতীয় শাবক হয়। এই গ্রন্থোক্ত নিয়মে পনর দিন পরে সহবাসের দিন যতই বিলম্ব হইতে থাকে, ততই পুরুষ জাতীয় মক্ষিকা শাবকের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ ১৬ দিনে সহবাসে পুরুষের সংখ্যা পনর দিন অপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, ১৭ দিনে তাহারও অপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ২১ দিনে সহবাসে সকল শাবকই পুরুষ জাতীয় হইয়া থাকে। এইরূপ সহবাস হেতু উত্তেজনা গাভীগণের মধ্যেও দেখা যায়। সহবাসের বিলম্বে অনেক গাভীর উত্তেজনা এতদূর পর্য্যন্ত

হয় যে, তাহাতে সেই অত্যধিক উত্তেজনা কালে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায়।

—০০—

বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতীর আধিক্য এবং তাহার কারণ।

আমাদিগের বঙ্গদেশের যেরূপ মানব সংখ্যা এবং জন্ম ও মৃত্যুর বিবরণাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এ গ্রন্থোক্ত মতের অথবা অন্য কোন মতের প্রমাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিবরণাবলী নিতান্ত অসংলগ্ন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে সমস্ত বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা ৫, ৪১, ৭৬৬ এবং ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ৪, ৪৫, ৬৪৬ অধিক। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ১৮৮১ অপেক্ষা ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৭, ১২১ কমিয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত তিনটী কারণে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিতে পারে :

প্রথম, পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোকের মৃত্যু।

দ্বিতীয়, মোট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বালকের জন্ম এবং অল্পসংখ্যক বালিকার মৃত্যু।

তৃতীয়, পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোকের বিদেশে গমন।

পশ্চাল্লিখিত জন্ম এবং মৃত্যু বিবরণীর সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম দুইটী কারণের এদেশে কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

বঙ্গদেশের জন্মবিবরণী।

	১৮৮৭	১৮৮৮	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১
বালক	২৩,৭১৮	২৮,৬৯২	২৯,২১৮	২৮,৩৩৩	৩০,৫৯৩
বালিকা	২১,০২৪	২৫,২৮০	২৫,৯৪৮	২৫,৩০৯	২৭,৭২৪
জন্ম পরিমাণ					
বালক	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
বালিকা	৮৮৬	৮৮৮	৮৮৮	৮৮৯	৯০৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আমেরিকার জন্ম বিবরণীর সহিত তুলনায় দেখা যাইতেছে যে আমাদিগের দেশের জন্মপরিমাণ আমেরিকার সহিত প্রায় সমান; বিভিন্নতা অতি অল্প মাত্র। আমেরিকায় প্রতি ১০০ বালিকায় বালকের জন্ম ১০৬; আমাদিগের দেশে প্রতি ১০০ বালিকায় বালকের জন্ম ১১০। এই বিবরণী অভ্রান্ত হইলে, বোধ হয় এ বিভিন্নতাও দেখা যাইত না। মৃত্যু বিবরণীর সহিত তুলনা করিলে, এই বিবরণ যে কতদুর ভ্রমপূর্ণ, স্পষ্টই দেখা যায়। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে বালকের জন্ম ২৩,৭১৮; কিন্তু ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে এক বৎসর বা তন্ন্যূন বয়স্ক বালকগণের মৃত্যুসংখ্যা ১,৩৯,১০৯। মৃত্যুপরিমাণও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সহিত সমান।

বঙ্গদেশের মৃত্যুর বিবরণী।

	১ বৎসর বা তন্ন্যূন বয়স্ক।		তদূর্দ্ধ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক।		তদূর্দ্ধ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক।	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১৮৮৭	১,২৩,৩৯১	১,০৩,৬২৬	১,২৫,৮২৪	১,১৮,১৮০	৭৫,৫ ১	৫৮,৩৪৫
পরিমাণ	১০০	৮৪	১০০	৯১	১০৯	৭৭
১৮৮৮	১,৩৯,১০৯	১,১৩,৮৪৮	১,১০,২৩৭	১,০১,২৮১	৬৭,৩৮৭	৫২,৩৪২
পরিমাণ	১০০	৮১	১০০	৯১	১০০	৭৭
১৮৮৯	১,৪৫,৫১৪	১,২০,৮৬৬	১,১৩,০০৪	১,০৪,৬৪৭	৭০,২৩	৫৫,৭৬৯
পরিমাণ	১০০	৮৩	১০০	৯২	১০০	৭৯
১৮৯০	১,৪৩,০৯৭	১,১৮,৬৫৮	১,১২,২২৩	১,০৬,১১০	৭২,৫৫০	৫৭,৯৫৮
পরিমাণ	১০০	৮৩	১০০	৯৪	১০০	৭৯
১৮৯১	১,৬৫,৫৭২	১,৪২,৩৬২	১,৫০,১০৯	১,৪৪,১৬৯	৯২,৩৪৭	৭৩,৫৪৩
পরিমাণ	১০০	৮৫	১০০	৯৬	১০০	৭৯

এই দুইটী বিবরণীর দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের দেশে মোট জন্ম পরিমাণ প্রতি ১০০ বালিকায় ১১০ বালক ; কিন্তু কেবল এক বৎসর বা তন্ন্যূন বয়স্ক শিশুগণের মৃত্যু পরিমাণ প্রতি ১০০ বালিকায় বালক ১২২। সমস্ত বিবরণীতে সকল বয়সেই স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অধিক দর্শিত হইয়াছে ; কেবল ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা উভয় জাতিরই প্রায় সমান দেখান হইয়াছে। তাহার পর আবার পুরুষের মৃত্যু সংখ্যাই অধিক। এরূপ জন্ম এবং মৃত্যু পরিমাণানুসারে প্রতি বৎসর পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের

সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই উচিত। সুতরাং ৯৭,১২১ স্ত্রীলোক সংখ্যা হইতে কমিবার কোন কারণই দেখা যায় না।

অনেক স্ত্রীলোক বঙ্গদেশ হইতে আসামের চাক্ষেত্রসমূহে, মরীচ সহর (Mauritious Island) প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকে সত্য, তথাপি তাহাদিগের অপেক্ষা যে সকল পুরুষ ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক। সম্ভবতঃ ১৮৮১ অথবা ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের মানব সংখ্যা ভ্রমপূর্ণ।

আমাদিগের জন্ম বিবরণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি বৎসরই বালিকার সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যদি ক্রমাগত, এইরূপ বালিকা সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং মৃত্যু পরিমাণ ও যেরূপ চলিতেছে সেইরূপ চলে, তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই শতকরা দুই তিন জন স্ত্রীলোককে অবিবাহিতাবস্থায় দিন যাপন করিতে দেখা যাইবে। এরূপ স্ত্রীলোকের আধিক্যের শেষ ফল বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি।

আমাদিগের দেশে যে অধিক স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখান হইয়াছে, তাহা সমস্ত ইউনাইটেডষ্টেটস্ অপেক্ষা যে কম হইবে তাহা নহে। তবে এদেশের বিবরণাবলী অসম্পূর্ণ এবং নানা ভ্রমপূর্ণ হওয়ায়, ইহাদিগের সাহায্যে এবিষয়ের কোন প্রমাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে মোটের উপর এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশ ইউনাইটেড ষ্টেট্সের সমান না হইলেও অতি অল্পকাল মধ্যে তাহার সমান হইবে।

নরনারীজন্মতত্ত্ব।

প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র।

"The above is a translation of Mr. Samuel H. Terry's book on the physical law influencing sex in the embryo of man and brute. The increase of male over female population has become a subject of deep concern in most of the civilized countries. And nowhere has this fact asumed such a graver aspect than in the United States. Very properly, therefore, did the fact first draw the attention of an American thinker, who set to work to collect statistics on the subject and record personal observations He then deduced certain principles which to him appeared as governing sex in generation. Next he proceeded to test the principles in his own case, and the result was satisfactory. His first five issues were all female, now he had three male issues. Not to confine his knowledge of the matter to himself, he embodied his researches in a book and published it. Babu Ramanath Mitra has translated Mr. Terry's book into Bengali. The rendering is excellent : the style both simple and lucid and thoroughly in keeping with the gravity of the subject. The get up of the book leaves nothing desirable on that score and the price, taking all

the facts into consideration, is moderate. The subject-matter of the book has not less importance with us than it has with Mr. Terry's countrymen. The high premium, that social ban now set on the marriage of daughters, is ruinous to many a respectable family of small fortune. We have no hesitation, therefore, in recommending a perusal of the book in its Bengali garb to those who cannot avail themselves of Mr. Terry's book." —*Amirta Bazar Patrika, March 7, 1893.*

"Through the means of extensive observations, the author has established the fact that the conception of a male or female child is not the work of chance, but the result of an immutable law of nature. What the conditions are that bring about the desired result are fully enumerated in the text. The translator has done well in making the results of the investigations, known to his countrymen in general, and to the students of physiology in particular."—*Indian Mirror, April 25, 1893.*

"Dear Sir,

I have much pleasure in conveying to you my hearty congratulation on your exceedingly fine translation into vernacular of a treatise on a rather technical subject. The language is clear and perspicuous and has the charm of original composition. Difficult English terms have been rendered into Bengali so as to be sufficiently expressive and to be easily intelligible. The subject matter of the book is so highly interesting and fraught with consequences for the well-being

of society that your efforts to bring it within reach of the comprehension of average Bengali knowing people, are truly noble.

I am yours truly.

(Sd.) S. L. ABDUR SOMAD,

Dy. Magistrate and Dy. Collector."

"I had much pleasure in going through your translation of Mr. Terry's Controlling Sex in Generation. The book deals on a subject very interesting and its translation is certainly a valuable acquisition to the Bengali language. The style of the translation is lucid and easily intelligible. The book though on a technical subject, is within the comprehension of any average Bengali knowing man."

(Sd.) RAKHAL CHUNDER BENERJEE,

Dy. Magisteate and Dy. Collector.

"I have perused with great interest Babu Rama Nath Mitter's translation of Mr. Terry's work entitled "Controlling sex in Generation" and found it to be a very useful acquisition to our Bengali literature. The subject from its nature and scope is a most important and comprehensive one. The scientific theories propounded by Mr. Terry and supported by statistics are said to have been verified in the author's own case; and when these theories are generally understood and followed, similar results can not but be obtained in the cases of others as well.

At the present stage of our society when the payment of a high premium is bringing ruin upon

many a family in the marriages of daughters, the book is assuredly most opportune in its appearance in our midst as a remedial agent.

I have much pleasure in recommending the book to the public in the garb given to it by Rama Nath Babu and I do so in the conviction that it will amply repay perusal.

CALCUTTA,
8th September 1894.

BEPIN BEHARI BOSE, M. B.,
135/2, Shambazar Street."

"I have carefully perused the Bengali Translation of the "Controllig sex in generation" presented to me by the author. I highly certify for the careful and literal translation of the work. The book is very useful to all, specially to the people of this country and every one should read the book carefully and try to follow the rules laid down in the book and thereby improve the condition of his children."

(Sd.) HURRO NATH BOSE, L. M. S.

"মহাশয়,

আপনার "কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার ভাষা এরূপ সরল ও সুখবোধ্য যে, ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না। বহু আয়াসসাধ্য পরিদর্শনের ফল স্বরূপ যে সকল মত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। এই সকল মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের আপত্তিসমূহ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সুন্দররূপে খণ্ডিত

হইয়াছে এবং স্বপ্রকাশিত মত সমুদায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে পাঠক যে অনেক অভিনব তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়।"
প্রধান পণ্ডিত ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
অরিয়েণ্টাল সেমিনারি।

"আমি শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র কর্ত্তৃক অনুবাদিত 'কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর। ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ও প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই পাঠোপযোগী গ্রন্থ। গ্রন্থখানি হইতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ইহার কোন স্থানে অন্যায় বা অসঙ্গত কোন কথা আমি দেখি নাই। আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে আমার বন্ধুবর্গকে আমি এ পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কুমারটুলি, কলিকাতা,
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সাল।

কবিরাজ
শ্রীবিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।"

"কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা, পুস্তকখানি ইংরাজির অনুবাদ, শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র অনুবাদক। লেখক শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল টেরি বিস্তর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, পুরুষশক্তির আধিক্যে কন্যা এবং স্ত্রীশক্তির আধিক্যে পুত্রসন্তান জন্মে। লেখকের সিদ্ধান্ত অকাট্য কিনা, তাহা মিমাংসা করা বহু সময় ও বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ; যদি নর-নারীমাত্রেই বিষয়টীর তত্ত্বনিরূপণে ইচ্ছুক

হইয়া পরীক্ষাতৎপর হন, তবে শীঘ্র ফল লাভ হইতে পারে। ইহা এমন একটী বিষয় যাহার সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে সংসার বহু কষ্ট দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে; এক কথায় বৈজ্ঞানিক জগতের প্রকৃত নূতন এবং সুফল আরম্ভ হইবে। সুতরাং নর নারী মাত্রেরই ইহা অনুসন্ধিতব্য। শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র পুস্তক খানির অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।”—ভারতী, আষাঢ়, ১৩০০।

“কন্যা ও পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা।—শ্রীরমানাথ মিত্র প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানির আকার ক্রাউন ৮ পেজী ১৭০ পৃষ্ঠা। এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালায় এই নূতন। স্যামুয়েল এচ্ টেরি নামক একজন মার্কিন সাহেব ইংরাজীতে এ সম্বন্ধে Controlling Sex in Generation নামে পুস্তক রচনা করেন। তিনি তন্মধ্যে ভুয়োদর্শন, পর্য্যালোচনা অনুসন্ধান, প্রমাণ, পরীক্ষা ইত্যাদির ফলে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই সবিস্তারে লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই ভাবাবলম্বনে ভাষান্তরিত। * * যাহাতে বংশরক্ষক, বংশের মর্যাদারক্ষক, পিতা মাতার আনন্দদায়ক, বলিষ্ঠ, মেধাবী, সুবুদ্ধি, গুণাকর পুত্র জন্মিবে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক কিনা, তাহা পুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক পিতা ও প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী এবং সমাজ-সংস্কারকেরা বিবেচনা করিবেন। আমাদের মতে কেবল অশ্লীলতার দোহাই দিয়া এত বড় একটী অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা একান্ত অনুচিত। * * সুসন্তান-লাভ রূপ ধর্ম্মোদ্দেশে (যাহাতে দেশ, সমাজ ও বংশের উপকার হইবে, তজ্জন্য) সহবাসের বিষয়ে কোন কথার উপদেশ দিলে, তাহা পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এই উদ্দেশে

এ সকলের আলোচনায় এবং পিতামাতার আনন্দস্বরূপ ও জগতের হিতকারী পুত্রোৎপাদনার্থ উপদেশ দেওয়া বা গ্রহণ করায় কোন দোষ হয় না। * * * এ সম্বন্ধে আজ কাল আমাদের সমাজে ভিতরে ভিতরে একটা অভাব বোধ হইতে আরম্ভ হওয়াতে কচিৎ কখন এ সম্বন্ধে দু-এক কথা শুনা যাইতেছে। এ সময়ে রমানাথ বাবুর এ পুস্তকখানিতে কিছু কার্য্য হইতে পারে। * * রমানাথ বাবুর অনুবাদ বেশ সরল ও কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রচার ও আদর হইলে আমরা সুখী হইব।” সাহিত্য-কল্পদ্রুম, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১২৯৯।

অবস্থা বিশেষে অনেকের পক্ষে কন্যাসন্তান বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কাল কন্যাদায়ে লোকে যেরূপ বিব্রত ব্যতিবস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে নিজ কন্যাসন্তানের বিবাহের বয়স হইতে দেখিলে, হয় মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দেন, নতুবা স্ত্রীর উপর বিরক্ত হন অথবা অপত্য স্নেহ হৃদয়ে পেষিত করিয়া কন্যার মৃত্যুকামনা করেন; লোকে, অবস্থামত বা ইচ্ছা মত পুত্র বা কন্যা সন্তান হইলে এ দায় হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

এমত অবস্থায় যদি কেহ বলিয়া দেন কিরূপে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, অথবা ইচ্ছামত কন্যাসন্তানের পরিবর্ত্তে পুত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। * * * ইউরোপীয়গণ যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইয়া থাকেন, তবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ মিত্র তাহার পরীক্ষা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। * * * সেমুয়েল এচ টেরী নামক এক জন মার্কিন সাহেব ঐ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম Controlling Sex in

Generation ; ইহাতে কি মানব কি পশু সকলেরই পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় সন্তান হইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইতে মানব নিজের বা অধীনস্থ পশ্বাদির সন্তান সন্ততি জননের উপায় না হউক, একটা পথ দেখিতে পাইয়াছেন। বাবু রমানাথ মিত্র সে পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিয়া বিষয়টী সাধারণের অলোচনার ও পরীক্ষার উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। শুদ্ধ অনুবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই—এ দেশের জন্ম তথ্যের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। * * * উপস্থিত মীমাংসা সকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। * * * কি কি বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা বলিতে হইলে অনুবাদ খানি পাঠ করা আবশ্যক।"—হিতবাদী, ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল।

"* * * জীবভারে পীড়িতা ভারতমাতার কল্যাণকামীরা এ পুস্তক এক এক বার পাঠ করেন, ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা।" বঙ্গনিবাসী, ২রা আষাঢ়, ১৩০১।



